ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয়

মোস্তফা মাশহুর

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয়

মূল ঃ

মোস্তফা মাশহুর (মিসর)

বঙ্গানুবাদ ঃ

এ. কে. এম. আবদুর রশীদ

(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব)

সম্পাদনায় ঃ

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৭১

সর্বসত্ত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

১ম প্রকাশ

রজব	১৪২১
আশ্বিন	১৪০৭
অক্টোবর	২০০০

বিনিময় ঃ ৮৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

طريق الدعوة -এর বাংলা অনুবাদ

ISLAMI ANDOLONER POTH-O-PATHEO by Mastafa Mashur. Translated by A. K. M. Abdur Rashed. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.
Phone : 7115191

Price : Taka 85.00 Only.

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁর কাছেই সাহায্য চাই। তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই। আমরা আমাদের নফসের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আশ্রয় চাই আমাদের যাবতীয় খারাপ কাজ থেকে। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না। আর যাকে গোমরাহ্ করে দেন, তার কোনো পথপ্রদর্শনকারী নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁরই বান্দাহ এবং রাসূল।

অতপর সর্বোত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কথা। আর সর্বোত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে দীনি ব্যাপারে ভিত্তিহীন নব আবিষ্কার। আর ভিত্তিহীন প্রতিটি নতুন বিষয়ই হচ্ছে বিদআত। প্রত্যেক বিদআতই হচ্ছে গোমরাহী আর প্রতিটি গোমরাহীর পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম।

হে আল্লাহ ! আমি তোমার গুণ গেয়ে শেষ করতে পারবো না। তুমি তো সেই প্রশংসার অধিকারী যা তুমি স্বয়ং তোমার জন্য করেছো। তোমার সাহায্য সর্বোচ্চ প্রশংসার দাবীদার। তোমার প্রশংসা ও গুণগান মহিমান্বিত। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। হে সেই মহিয়ান, যিনি আমাকে ইসলামের বিরাট নেয়ামত দান করে গৌরবান্বিত করেছেন। ইসলামের নেয়ামতই হচ্ছে সর্বোত্তম নেয়ামত। প্রশংসা সেই মহামহিমের, যিনি আমাকে সেই সন্ধিক্ষণে আল ইখওয়ানুল মুসলিমীন দলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন, যখন আমি মাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছি। এর ফলে দলের সাথে আমার গভীর সম্পর্ক হলো। শুরু হলো ইসলামী আন্দোলনের পথে আমার পথ চলা। প্রশংসা সেই মহিয়ানের যিনি ইখওয়ান দলের সূচনাকারী শহীদ হাসানুল বান্নার সহগামী হওয়ার মতো নেয়ামত আমাকে দান করেছেন। শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রায় সুদীর্ঘ দশ বছর তাঁরই সাহচর্যের সুযোগ দিয়েছেন। যার ফলে আমি অনেক কিছু অর্জন করতে পেরেছি। হে আল্লাহ ! তোমার প্রশংসা করি এজন্য যে, ইসলামের এ সুমহান পথে শরীক করে আমাকে তুমি ধন্য করেছো। আমাকে সম্মুখীন করেছো অনেক পরীক্ষার। আবার আমার ওপর করুণা করেছো ধৈর্য ও স্থিরতা দান করে। আমাকে সাহায্য করেছো ইসলামী আন্দোলনের পথে অবিরাম চলার ক্ষেত্রে। যে চলার মধ্যে ছিলো না কোনো বিচ্যুতি কিংবা পরিবর্তন।

www.nagorikpathagar.org

এসবই ছিলো তোমার অপরিসীম করুণা, সাহায্য ও রহমতের বদৌলতে। তোমার কাছে আরো বেশী করুণা ও রহমত চাই। তোমার নেয়ামতের পূর্ণতা দান করো আমার জীবনে, ইসলামী আন্দোলনের সহযাত্রী আমার ভাইদের জীবনে ইসলামী আন্দোলনের পথে শুভ পরিণতির মাধ্যমে। তোমার পথে আমাদের শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করো। সর্বোচ্চ জান্নাত ফেরদাউসে আমাদের স্থান করে দাও ঐসব নবী, সিদ্দিক (সত্যবাদী), শহীদ এবং সালেহীন (সৎ ব্যক্তি) সাথে, যাদের ওপর তুমি করুণা করেছো। কারণ, তাঁরাই উত্তম বন্ধু।

☆☆☆

এরপর দেখা গেছে, আল্লাহর দুশমনেরা সবসময়ই এ বিপ্লবী দাওয়াতের বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধি করেছে। ষড়যন্ত্র করেছে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে, উদীয়মান প্রজন্মের বিরুদ্ধে। তাদেরকে আটক করে রেখেছে। জেলে ঢুকিয়েছে। নির্যাতন করেছে। হত্যা করেছে। আন্দোলনের সম্পৃক্ত সকল প্রকাশনাকে বাজেয়াপ্ত করেছে। যুব সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মানসে তাদের চরিত্রে অপবাদের কলঙ্ক লেপন করেছে। অপবাদ রটিয়েছে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে। এর ফলে বিভ্রান্তি আর গোমরাহীর শিকার হয়েছে যুব সম্প্রদায়। মানব রচিত বিভিন্ন মতবাদের আবর্তে তারা এমনিভাবে দিশাহারা হয়ে পড়েছিলো যে, আল্লাহর পথকে চিনতে পারছিলো না তারা।

অপরদিকে তারা চেয়েছিলো ইসলামী আন্দোলনের পাথেয় সংগ্রহের সেই উৎস ও ঝর্ণাধারাকে শুষ্ক করে ফেলতে। যা দ্বারা আন্দোলনের অবিরাম গতি ও প্রাণবন্ততা ঠিক থাকে। তারা ভেবেছিলো আমাদের নতুন প্রজন্মকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলেই ইসলামী আন্দোলন খতম হয়ে যাবে। যুব সম্প্রদায় দূরে থাকলে, আর আন্দোলনের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকলেই ইসলামী আন্দোলন শেষ হয়ে যাবে। নব উদ্দীপনায় আন্দোলন অগ্রসর হবে না। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আর তা নস্যাৎ করে দেন—বস্তুত আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম ষড়যন্ত্র নস্যাৎকারী। আল্লাহ তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তাই তাদের এমন কোনো শক্তি ছিলো না যা দ্বারা বর্তমান প্রজন্মের কাছে আল্লাহর দীনের আলো পৌছার পথকে রোধ করতে পারে। আল্লাহর হেদায়াতের আলো বর্তমান প্রজন্মের অন্তরকে করেছে আলোকিত। দেখিয়েছে ইসলামী আন্দোলনের পথ। আর তাইতো মূসার যুবকরা ইসলামী আন্দোলনকে গ্রহণ করছে প্রজ্ঞা, সততা এবং নিষ্ঠার সাথে। আন্দোলনের পথে থাকছে অবিচল।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী আন্দোলনের পথে তাদের পূর্বসূরী ভাইদের ওপর যে যুলুম ও নির্যাতন চালানো হয়েছে, তা শুনে শুনে অথবা সে ইতিহাস পাঠ করে কিংবা স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করে ঘাবড়িয়ে যায়নি অথবা আন্দোলনের প্রতি তারা বিতশ্রদ্ধ হয়নি। এসব গুণ সম্পন্ন লোকেদেরকেই আল্লাহ তাআলা পরম ধৈর্য ও স্থিরতা দান করেছেন। তাদের মধ্য থেকেই কিছু লোককে তিনি শহীদ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। কোনো পরীক্ষাই তাদের জন্য সহজ ছিলো না। এতদসত্ত্বেও তারা আন্দোলনের পথে কোনো বাড়াবাড়ি করেনি। পরিবর্তন করেনি তাদের পথকে।

☆☆☆

আন্দোলনের এসব প্রস্ফুটিত পুষ্পগুলোই ছিলো আমাদের আনন্দ ও খুশীর বিষয়। তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিলো অপরিসীম। এমনিভাবে তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্বানুভূতি ছিলো যথেষ্ট। যাতে তাদেরকে আমাদের অভিজ্ঞতা উপহার দিতে পারি। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা এমন স্থান থেকে কাজ শুরু করবে যেখানে আমরা শেষ করেছি। আর যেনো উভয় বংশধরের মধ্যে গভীর বন্ধনের পূর্ণতা অর্জিত হতে পারে। তারা যেনো ইসলামী আন্দোলনের আমানতকে কুরআন ও সুন্নাকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে এর পবিত্রতা ও সার্বজনীনতা মানুষের কাছে পৌছাতে পারে। পারে সালফে সালেহীনের পথে অবিচল থাকতে।

মুসলিম যুব সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্বানুভূতির ফলশ্রুতিতেই ইসলামী আন্দোলনের শিক্ষা "তারীকুদ্দাওয়াহ" বা 'ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয়' বিষয়ক প্রবন্ধগুলো শিরোনামে লিখতে আরম্ভ করি। প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিলো আদ্দাওয়াহ। مجلة الدعوة নামক ম্যাগাজিনের ১৩৯৭ হিজরী সনের ১লা মুহররম মোতাবেক ডিসেম্বর ১৯৭৬ ইং সনে ইস্যুকৃত ৭ম সংখ্যায়। আর সর্বশেষ ২১নং প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৩৯৮ হিজরী জিলকদ মাস মোতাবেক ১৯৭৮ইং সনের অক্টোবর মাসে ইস্যুকৃত একই ম্যাগাজিনের ২৯তম সংখ্যায়। এ প্রবন্ধগুলো লেখার সময় আমার তীব্র বাসনা ছিলো, আমি মুসলিম যুবকদের সাথে সাক্ষাত করি যাতে তাদের কথাগুলো আমি শুনতে পারি আর তারাও যেনো আমার কথাগুলো শুনতে পারে। সাথে সাথে কর্মকাণ্ড ও আন্দোলন সম্পর্কে তাদের অন্তরে যেসব চিন্তা-ভাবনা-ধ্যান-ধারণা ঘুরপাক খাচ্ছে সে ব্যাপারে যেনো অবগত হতে পারি। অতপর তাদের বিষয়গুলোকে ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে আমার দীর্ঘ কর্ম জীবনের

www.nagorikpathagar.org

অভিজ্ঞতার আলোকে পরিশুদ্ধ ও সংশোধনের জন্য গ্রহণ করি। আমি একথা দাবী করছি না যে, আমি ভুল থেকে পবিত্র। প্রতিটি প্রবন্ধ লেখার সময় আমি আল্লাহ্ তাআলার প্রতি নিবিষ্ট ও একাগ্র চিত্ত ছিলাম। তিনি যেনো আমার হৃদয়ে সত্যের উন্মেষ ঘটান। বিচ্যুতি থেকে আমাকে রক্ষা করেন। এবং আমার এ কাজকে তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত কাজ হিসেবে গ্রহণ করেন।

সর্বশেষ প্রবন্ধটি যখন সমাপ্ত হয়েছে তখনই আমি এ ভূমিকাটি লিখেছি। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রবন্ধগুলো যেনো একটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। অগণিত পাঠক ভাইদের আগ্রহ এবং ইচ্ছার ফলশ্রুতিতেই এটা হয়েছে। তাই এ প্রবন্ধগুলোর মাধ্যমে বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম যুব সম্প্রদায় উপকৃত হোক এ মুনাজাতই আল্লাহর কাছে করছি। এতে যদি কোনো ভুল কিংবা কোনো ঘাটতি হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে যেনো ক্ষমা করে দেন। আর এতে যেসব কল্যাণ সন্নিবেশিত করার তাওফিক তিনি দিয়েছেন সেগুলোর পুরস্কার যেনো তিনি আমাকে দান করেন।

প্রবন্ধগুলো ম্যাগাজিনে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে বই আকারে সেগুলো সামান্য সংশোধন সহ প্রকাশিত হওয়ার বিষয়টিকে আমি প্রাধান্য দিয়েছি। সম্ভবতঃ এ বিষয়টি আমাদেরকে সেই সময় ও পরিস্থিতিকে স্মরণ করিয়ে দিবে যে পরিস্থিতিতে আমি এগুলো লিখেছি।

পরিশেষে প্রতিটি পাঠকের কাছে আমার ঐকান্তিক প্রত্যাশা, তারা যেনো আল্লাহর কাছে আমার জন্য এ দোয়া করা থেকে বঞ্চিত না করেন, আল্লাহ্ যেনো দুনিয়া এবং আখিরাতে আমার এ কাজ দ্বারা কল্যাণ দান করেন। আল্লাহ্ যেনো আমাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের পথে এবং জান্নাতে নাঈমে সমবেত করেন। তারই পথে আমাদের শাহাদাত্ নসীব করেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

–মোস্তফা মাশহুর

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. ভূমিকা	৩
২. ইসলামী আন্দোলনের পথ ও কিছু কথা	১৩
৩. আন্দোলনের লক্ষ্য	১৩
৪. ইসলামী আন্দোলন	১৩
৫. ইসলামী আন্দোলনের পুরস্কার	১৪
৬. এ পথের পরীক্ষা-নিরীক্ষা	১৪
৭. শুভ পরিণতি খোদাভীরু লোকদের জন্যই নিহিত	১৬
৮. আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়	১৭
৯. মাধ্যম ও পদক্ষেপ	১৮
১০. ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় ও এর দাবী	২১
১১. বর্তমান অবস্থার দাবী	২১
১২. আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর	২৩
১৩. আন্দোলনের পরিচিতি বা প্রচার	২৪
১৪. আন্দোলনের পরিচিতি পর্ব ও কিছু কথা	২৭
১৫. পরিচিতি	২৭
১৬. আন্দোলন ও তার পবিত্রতা	২৭
১৭. আন্দোলনের পরিধি ও পূর্ণাঙ্গতা	২৮
১৮. আন্দোলনকারী ও কর্মপদ্ধতি	৩০
১৯. সংগঠন পর্ব ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা	৩৪
২০. সাংগঠনিক পর্যায় ও প্রস্তুতি	৩৫
২১. যে মুসলিম ব্যক্তিত্ব ইসলামী আন্দোলনের কাম্য	৩৬
২২. মুজাহিদের বৈশিষ্ট্য	৩৭
২৩. পথের বক্রতা থেকে সাবধান	৪০
২৪. প্রতিবন্ধকতা ও পদস্খলনের উপকরণ	৪১
২৫. নিয়তের দোষ নেই	৪১
২৬. অল্প বিদ্যা ও এর প্রতিবন্ধকতা	৪২

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা

২৭. প্রধান ও অপ্রধান বিষয় ৪৩
২৮. কঠোরতা ও অবজ্ঞা ৪৪
২৯. অসহিষ্ণুতা এবং ধৈর্য ৪৫
৩০. রাজনীতি ও প্রশিক্ষণ ৪৬
৩১. ইসলামী আন্দোলন ও তার ব্যক্তিবর্গ ৪৬
৩২. ইসলামী আন্দোলনের পথে বাধা বিপত্তি ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা ৪৮
৩৩. কিছু বৈপরিত্ব ও সংশয় ৪৮
৩৪. দায়ী কে ? ৪৯
৩৫. চিন্তার ব্যাপকতা ও গভীরতা ৫০
৩৬. সঠিক পথ ৫১
৩৭. বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ও অন্যায়ের মূলোৎপাটন ৫২
৩৮. ধৈর্য, দৃঢ়তা অবলম্বন ও আন্দোলনের প্রচার ৫৫
৩৯. জিহাদ এবং আল্লাহর জন্য স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ করা ৫৬
৪০. চিন্তার বক্রতা ৫৭
৪১. ফতোয়াদান কি সবার জন্যই আবশ্যক ৫৮
৪২. কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে কুফরী ফতোয়া দেয়া চরম অন্যায় ৫৯
৪৩. অগ্নি পরীক্ষা কি ভুলের মাশুল না আন্দোলনের চিরাচরিত নিয়ম ? ৫৯
৪৪. কোন্‌টা কঠিনভাবে রক্ষা করা দরকার ৬৩
৪৫. কুফর ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য ৬৪
৪৬. আন্দোলনের ময়দানে বিস্ফোরণ ৬৫
৪৭. সঠিক পথ ৬৬
৪৮. যে বাধা অতিক্রম করতে হবে ৬৮
৪৯. পথের বক্রতা ও প্রতিবন্ধকতা ৬৮
৫০. আন্দোলনের পথে বাধা-বিপত্তি ৬৯
৫১. মানুষের অনীহা-অনিচ্ছা ৬৯
৫২. তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ ৭২
৫৩. নির্যাতন ৭৩
৫৪. কঠিন অবস্থার পরই সুখ-স্বাচ্ছন্দ ৭৬
৫৫. ইসলামী আন্দোলনের পথে যেসব বাধা আমাদের অতিক্রম করতে হবে ৭৮

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৬. চাকুরী ও উপার্জনের মাধ্যম	৭৯
৫৭. সংসার ও সন্তান-সন্ততি	৭৯
৫৮. দুনিয়ার প্রতি মনোযোগ ও রিযিকের প্রশস্ততা	৮১
৫৯. নিরাশা ও হতাশার কানা ঘুষা	৮২
৬০. দীর্ঘ সূত্রিতার জন্য অন্তরের দুঃখ	৮৫
৬১. এতদসত্ত্বেও আমরা নিশ্চয়তা দিতে পারি না	৮৬
৬২. ইসলামী আন্দোলনের পথে পরীক্ষা ও কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন	৮৮
৬৩. ইসলামী আন্দোলনের অগ্নি পরীক্ষা আল্লাহর চিরাচরিত নীতি	৮৯
৬৪. ইসলামী আন্দোলনের পথে কঠিন পরীক্ষা ও কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন	৯৪
৬৫. মুমিনদের ওপর আল্লাহর শত্রুদের নির্যাতনের অবসান হবে কবে ?	৯৬
৬৬. দৃঢ়তার ওপরই আন্দোলনের স্থায়িত্ব	৯৮
৬৭. অগ্নি পরীক্ষার পথ পরিহার আন্দোলন থেকে বিচ্যুতির শামিল	১০০
৬৮. ইসলামী আন্দোলনের পথে কিছু অগ্নি পরীক্ষা ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন	১০৩
৬৯. আন্দোলনের পথে অগ্নি পরীক্ষা ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা	১০৯
৭০. একটি উপমা	১০৯
৭১. অট্টালিকার জন্য মযবুত ইট তৈরী করতে হবে	১১০
৭২. তৃতীয় দল	১১২
৭৩. পরীক্ষার বিষয়	১১৩
৭৪. ইমারতের ভিত্তি	১১৪
৭৫. ভিত্তির ক্ষতি করা কি সম্ভব ?	১১৪
৭৬. সারকথা	১১৫
৭৭. আন্দোলনের পথে দৃঢ়তা	১১৭
৭৮. এ প্রতিধ্বনী ইমাম শহীদ হাসানুল বান্না	১২১
৭৯. ইসলামী আন্দোলনের পথে পঞ্চাশ বছর	১২৪
৮০. পথের দিশা	১২৫
৮১. কিছু লোকের দৃষ্টিভঙ্গি	১২৭
৮২. একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়	১২৮
৮৩. সময় ইসলামী আন্দোলনের অনুকূলে	১২৯
৮৪. বিশ্বের আদর্শিক মানচিত্র	১৩০
৮৫. সামনে প্রচণ্ড সংঘর্ষ	১৩১

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
৮৬. যুব সম্প্রদায়ের প্রশ্ন ঃ এখন আমাদের কি কাজ ?	১৩৩
৮৭. বর্তমান পর্যায়ের প্রকৃতি	১৩৩
৮৮. আধিক্য ও স্বল্পতার দ্বন্দ্ব	১৩৪
৮৯. নিজেকে শোধরাও	১৩৫
৯০. যে মুসলিম ব্যক্তি আমাদের কাম্য	১৩৮
৯১. নিখুঁত আকীদা	১৩৯
৯২. পবিত্র আকীদার উৎস	১৪১
৯৩. নিজেকে শোধরাও অপরকে আল্লাহর পথে ডাকো-১	১৪৩
৯৪. সঠিক ইবাদাত	১৪৩
৯৫. বলিষ্ঠ চরিত্র	১৪৫
৯৬. চিন্তার বিশুদ্ধতা	১৪৬
৯৭. দৈহিক শক্তি	১৪৭
৯৮. কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়	১৪৭
৯৯. আত্মশুদ্ধি লাভের উপায়	১৪৯
১০০. নিজেকে শোধরাও অপরকে আল্লাহর পথে ডাকো-২	১৫০
১০১. মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস	১৫৩
১০২. আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়	১৫৪
১০৩. ইসলামী দাওয়াতের নীতি ও পদ্ধতি	১৫৭
১০৪. ইসলামী পরিবার প্রতিষ্ঠা	১৬০
১০৫. পসন্দ	১৬০
১০৬. ইসলামের বিধি বিধান মেনে চলার আবশ্যকতা	১৬১
১০৭. বৈবাহিক জীবনের সুখ শান্তি	১৬১
১০৮. বিবাহ একটি ইবাদাত	১৬২
১০৯. বিবাহ একটি পারস্পরিক বন্ধন ও বিশ্বাস	১৬৩
১১০ বৈবাহিক জীবন পুরুষ পরিচালিত একটি কোম্পানী	১৬৩
১১১. বিবাহ একটি আমানত একটি দায়িত্ব	১৬৪
১১২. ইসলামী পরিবার একটি মিশন বিশেষ	১৬৫
১১৩. মুসলিম পরিবার আলো বিকিরণের একটি কেন্দ্র	১৬৬
১১৪. যে বাধা তোমাকে আন্দোলন থেকে বিচ্যুত করতে পারে না	১৬৮
১১৫. মূল সমস্যা ও প্রাসঙ্গিক সমস্যাবলী	১৬৮

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
১১৬. খুঁটিনাটি বিষয়ে মতভেদ	১৬৯
১১৭. সমাজের দূরাবস্থা	১৭১
১১৮. বিজয়ের ব্যাপারে হতাশা	১৭২
১১৯. আন্দোলনের পথে সংশয়	১৭৪
১২০. শেষ কথা	১৭৮
১২১. নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব চাই	১৭৯
১২২. পারস্পরিক আলোচনা প্রয়োজন	১৮০
১২৩. পারস্পরিক উপদেশ	১৮৪
১২৪. আন্দোলনের পথে অবিচল থাকতে হবে	১৮৮
১২৫. দোয়া ও মুনাজাত	১৯০

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী আন্দোলনের পথ হচ্ছে একটি। আর তা হচ্ছে সেই পথ, যে পথে চলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁরই সাহাবায়ে কেরাম, আর চলেছেন ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিকগণ। আল্লাহর তাওফিক ও করুণায় আমরাও সেই একই পথে চলবো। এ পথের পাথেয় হচ্ছে ঈমান ও আমল, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে ঈমান ও আমলের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। অতপর মুহাব্বত ও ভ্রাতৃত্ববোধের মহিমায় তাদের হৃদয়কে একীভূত করেছেন। এর ফলে আদর্শিক শক্তি ঐক্যের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং তাদের দলই একটি আদর্শ ও দৃষ্টান্তমূলক দলে পরিণত হয়েছে। যে দলের বিজয় ও সাহায্য ছিলো সমগ্র বিশ্বের প্রতিরোধ ও বিরোধিতা সত্ত্বেও অবধারিত ও অনিবার্য।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী আন্দোলনের পথ ও কিছুকথা

আল ইখওয়ানের আন্দোলন প্রথম ইসলামী আন্দোলনের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছে আন্দোলনরত মু'মিনদের হৃদয়ে। এর কথা উচ্চারিত হচ্ছে তাদেরই জবানে। মুসলিম উম্মার হৃদয় রাজ্যে ঈমানের তীর নিক্ষেপ করতে তারা অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহর আচার-আচরণে পরিস্ফুটন ঘটুক কর্মের। আর মুসলিম জাতির হৃদয় সমবেত হোক ঈমানের পতাকাতলে। এটা সম্ভব হলেই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন। সঠিক পথের দিশা দিবেন। এর ফলে তারা পরিচালিত হবে ঈমান ও আমলের পথে। ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের পথে।

আন্দোলনের লক্ষ্য

এ আন্দোলনের এমন এক মহান লক্ষ্য রয়েছে, যেখানে পৌছার জন্য সকল চেষ্টা ও সাধনা করা যায়। আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন এর লক্ষ্য। এখানে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই চাওয়ার নেই। আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি। আমাদের জীবনের প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই তাঁর অস্তিত্ব খুঁজে পাই। আমরা তাঁরই ইবাদাত করি। আমাদের ছোট-বড় প্রতিটি কর্ম ও আচরণে তাঁরই সন্তুষ্টি পেতে চাই। সন্তুষ্টি পেতে চাই আমাদের সত্যিকারের একনিষ্ঠতার মাঝে, পূর্ণ একাগ্রতার মাঝে এবং সত্যিকারের বিশ্বাসের মাঝে। কেননা এর মধ্যেই নিহিত আছে অনাবিল শান্তি, সঠিক হেদোয়াত আর পূর্ণ সফলতা।

فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ ط اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

"আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ হতে প্রকাশ্য ভীতি প্রদর্শনকারী।"-(সূরা আয যারিয়াত ঃ ৫০)

ইসলামী আন্দোলন

ইসলামী আন্দোলনের কাজ বিরাট ও মহান। আর তা হচ্ছে, বিশ্বের নেতৃত্বদান, গোটা মানবতাকে ইসলামের কল্যাণকামী সেই নীতি ও শিক্ষার ছায়াতলে নিয়ে আসা, যা ছাড়া মানুষের সুখ-শান্তি সম্ভব নয়। কতিপয় সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক অথবা সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের মতো আংশিক দায়িত্ব পালন এর কাজ নয়। যেমনিভাবে এ আন্দোলন কোনো স্থান বা এলাকা, নির্দিষ্ট কোনো জাতি কিংবা কোনো দেশের কল্যাণ সাধনের জন্য আসেনি বরং এর দায়িত্ব এত ব্যাপক যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে

www.nagorikpathagar.org

এর ছোয়া। গোটা মানবতার পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ ও শান্তি নিশ্চিত করা এর দায়িত্ব। এমনকি মানব জগতের বাহিরেও শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব এর রয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বে আগমন করেছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে।

ইসলামী আন্দোলনের পুরস্কার

ইসলামী আন্দোলনের পুরস্কার ও প্রতিদান বিরাট ও মহান। আমাদের ইহকালীন জীবনের সব নেয়ামত, রাজত্ব ও বাদশাহী, আসবাবপত্র, ভোগবিলাস ও আনন্দ আহ্লাদ এই পুরস্কারের তুলনায় অতি নগণ্য ও তুচ্ছ। এ পুরস্কার হলো জান্নাত। জান্নাতের ব্যাপ্তি আসমান ও যমীন ব্যাপী প্রসারিত। সুখ-শান্তি ও আনন্দের এমন নেয়ামত সেখানে আছে যা কোনো চক্ষু অবলোকন করেনি। কোনো কান যার কথা শুনেনি। কোনো মানব হৃদয় যা অনুভবও করেনি। নবী, সিদ্দিক, শুহাদা এবং সালেহীনের পবিত্র সাথীত্ব ও সাহচর্যের আনন্দ রয়েছে সেখানে। বন্ধু ও সাথী হিসেবে তাঁরা কতইনা উত্তম। পক্ষান্তরে মানুষ আর পাথর যে আগুনের জ্বালানী, সে আগুনের শাস্তি থেকে রয়েছে পরিত্রাণ ও নাজাত। এসব কিছুর উর্ধে রয়েছে মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। আর এটাই হচ্ছে বিরাট বিজয় ও সফলতা।

এ পথের পরীক্ষা-নিরীক্ষা

الٓمّٓ ○ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يَتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَايُفْتَنُوْنَ ○ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ○ (العنكبوت : ١-٣)

"আলিফ-লাম-মীম। লোকেরা কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি একথা মুখে বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে। তাদেরকে আর কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে না। অথচ তাদের আগের সকলকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন তাদের ঐ কথায় কারা সত্যবাদী। তিনি অবশ্যই জেনে নিবেন কারা ঐ কথায় মিথ্যাবাদী।"

ইসলামী আন্দোলনের পথ ফুল সজ্জা নয়। বরং এ পথ হচ্ছে কাটাঘেরা কঠিন ও দীর্ঘ। পথ সহজও নয়, সংক্ষেপও নয়। এ পথের অপর নাম হচ্ছে, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব। এ পথের দাবী হচ্ছে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ; ত্যাগ-তিতীক্ষা ও কুরবানী। এ পথে ফলাফলের জন্য তাড়াহুড়া করা যাবে না আবার নিরাশ

www.nagorikpathagar.org

কিংবা হতাশও হওয়া যাবে না। এ পথে দরকার শুধু কাজ আর কাজ। আর ফলাফল ? সে তো আল্লাহ তাআলাই নির্ধারণ করবেন। তাঁরই কাংখিত সময়ে আর কাংখিত অবস্থায়। এমনও হতে পারে যে, তোমার জীবদ্দশায় এর ফলাফল দেখতে নাও পারো। আমরা জিজ্ঞাসিত হবো আল্লাহ্র কাছে আমাদের কাজের জন্যে, ফলাফলের জন্য নয়।

সীমা লংঘনকারী জালেম ও আল্লাহ্র দুশমনরা ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়ে চাচ্ছে তাদেরকে চিরতরে নিঃশেষ করে দিতে। অথবা এ পথ থেকে তাদেরকে সরিয়ে দিতে। এসব ঘটনা অতীতেও ঘটেছে বার বার। বর্তমান সময়েও তার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। বাতিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত শক্তি হকের ভয়ে ভীত হয়েই এসব করছে। বাতিলের ওপর যখন হকের বিজয় আসবে তখন তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ط

"বরং আমি সত্যকে মিথ্যার ওপর নিক্ষেপ করি, অতপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, ফলে মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিঃশেষ হয়ে যায়।"

–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১৮)

হকের আন্দোলন এবং আন্দোলনকারীদের ওপরে যালিমরা যে নৃশংসতা চালায় তার যৌক্তিতা প্রমাণের জন্য হকপন্থীদের চরিত্রে মিথ্যা এবং জঘন্য অপবাদের কালিমা লেপে দেয়। জাতি ও জনগণের শত্রু বলে তাদেরকে চিত্রিত করে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলা। অতীতে ফেরাউন এবং তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা এ ধরনের ভূমিকাই গ্রহণ করেছিলো।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىْ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ج اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ ج

"ফেরাউন বললো, আমাকে ছাড়ো, আমি মূসাকে হত্যা করবো, সে তার রবকে ডেকে দেখুক। আমার আশংকা হচ্ছে এ লোক তোমাদের দিনকে পরিবর্তন করে ফেলবে, অথবা দেশে বিপর্যয় ডেকে আনবে।"

–(সূরা আল মু'মেন ঃ ২৬)

সুবহানাল্লাহ ! অবাক হওয়ার বিষয় এই যে, আল্লাহ্র নবী মূসা আলাইহিস সালামই হচ্ছেন ফেরাউনের ভাষায় বিশৃংখলা আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। পক্ষান্তরে ফেরাউনই হচ্ছে জনগণের হেফাজতকারী, জনগণের স্বার্থের রক্ষক। ফেরাউনের

www.nagorikpathagar.org

সভাসদবর্গ ফেরাউনকে মূসা আলাইহিস সালাম এবং তার কওমের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। মূসাকে ছেড়ে দিলে তার পরিণতির ব্যাপারে ফেরাউনকে ভয় দেখিয়েছে। ফেরাউন ও তাদেরকে আশ্বস্ত করেছে এই বলে যে, মূসার ব্যাপারে সে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ط قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ج وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ○ (الاعراف : ١٢٧)

"ফেরাউনকে তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা বললো, আপনি কি মূসা ও তার লোকজনকে দেশে অশান্তি সৃষ্টির জন্য এমনিভাবে প্রকাশ্যে ছেড়ে দিবেন ? আর আপনার এবং আপনার উপাস্যদের দাসত্ব ছেড়ে দিয়ে রেহাই পেয়ে যাবে ? ফেরাউন বললো, আমি তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করবো আর স্ত্রীলোকদেরকে না মেরে জীবিত থাকতে দিব। তাদের উপর আমাদের ক্ষমতা প্রবল ও অপরিসীম।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ১২৭)

শুভ পরিণতি খোদাভীরু লোকদের জন্যই নিহিত

শত ভয়-ভীতি, যুলুম-নির্যাতন মূসা আলাইহিস সালাম এবং তার কাওমের দৃঢ় ঈমানের বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। তিনি স্বীয় জাতিকে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার এবং ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিতেন। আর তাদেরকে আশ্বস্ত করতেন এই বলে, যমীন হচ্ছে আল্লাহর। খোদাভীরু বান্দাহগণকে তিনি এর উত্তরাধিকারী বানাবেন।

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ج اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ لا يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (الاعراف : ١٦٨)

"মূসা তার জাতিকে বললো, আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করো। ধৈর্যধারণ করো। জেনে রেখো এ যমীন আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকার বানাবেন। পরিণাম পরিণতি মুত্তাকীদের জন্য।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ১২৮)

তাই ইসলামী আন্দোলনের পথ কঠিন হওয়া সত্ত্বেও তার শুভ পরিণতি নিশ্চিত এবং ফলাফল গ্যারান্টিযুক্ত।

فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ج وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ط

www.nagorikpathagar.org

"যা ফেনা তা উড়ে যায়, আর যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা যমীনে স্থিতি লাভ করে।"–(সূরা আর রা'দ ঃ ১৭)

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ○

"আর মু'মিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।"–(সূরা আর রূম ঃ ৪৭)

আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়

ইসলামী আন্দোলন প্রাচ্যের [ইসলামী] দেশগুলোতে চলমান ছিলো বহুদিন। এর বদৌলতে দেশ ও জাতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিলো। আর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলো এক অনুপম সভ্যতা। এরপরই আসলো সুদীর্ঘ উদাসীনতা। যার ফলে মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে গেলো ইসলামী আন্দোলনের প্রাণ শক্তি। হারিয়ে গেলো তাদের শাসন ক্ষমতা। নিঃশেষ হলো গাম্ভীর্য। অধীকৃত হলো দেশ। লুণ্ঠিত হলো সম্পদ। বিলুপ্ত হলো জিহাদ আইন প্রণয়নের শক্তি। এমনকি [মুসলমানদের কাছ থেকে] ইসলামী চরিত্রের বিলুপ্তি ঘটলো। মুছে গেলো [মুসলমানদের] মান-মর্যাদা। দুর্নীতি আর অরাজকতা এর স্থান দখল করলো। অধর্ম তার পথে চলতে আরম্ভ করলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ইসলামী প্রাচ্যকে তার ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগিয়ে তোলার জন্য সকল উপকরণ ঠিক করে রেখেছিলেন। যেনো ইসলামের পুনর্জাগরণ নব শক্তি ও উদ্দীপনায় শক্তিমান হতে পারে। তাই প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। "আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন দল" (মিসরে) এবং কতিপয় ইসলামী জামাআত বিভিন্ন দেশে। শহীদ হাসানুল বান্না "ইখওয়ান" দলকে সেই পথেই চালাতে লাগলেন, যে পথে চলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ইসলামী আন্দোলনের সেই প্রাথমিক পর্যায় আর বর্তমান ইসলামী আন্দোলন যে পর্যায় অতিক্রম করছে তার মধ্যে কতই না মিল ও সামঞ্জস্য রয়েছে। সূচনা লগ্নে ইসলাম ছিলো নবাগত, অপরিচিত। আর জাহেলিয়াত ছিলো চারদিকে বিস্তৃত এবং প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা ছিলো মযলুম ও নির্যাতিত। তখনকার খোদার দুশমনেরা লুকায়িত ছিলো আরব দ্বীপের মুশরিকদের মধ্যে, পারস্যের অগ্নি পূজকদের মধ্যে, রোমান ও ইহুদীদের মধ্যে। আজও তদ্রূপ ঘটছে। আর তাই ইসলামী আন্দোলনের বর্তমান দুশমনদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজতন্ত্রী, খৃষ্টান ও ইহুদীদের মধ্যে, দুনিয়ার স্বার্থপর মুসলমানদের মধ্যে।

এ বিষয়টি আমাদেরকে একথা মনে করিয়ে দেয় যে, এমতাবস্থায় মুসলমানরা অবিচল ছিলো। অনড় ছিলো। এর ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছেন। পক্ষান্তরে মুশরিক ও কাফেরদেরকে

২—

www.nagorikpathagar.org

করেছেন অপমানিত এবং পরাভূত। এর ফলে উড্ডীন হয়েছে আল্লাহর কালেমা। আর অবনমিত হয়েছে কাফেরদের কথা।

বস্তুত এ পরিণতিই আমরা কামনা করি, এ লক্ষ্যেই আমরা কাজ করে যাবো ইনশাআল্লাহ। আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করছি যে, ইসলামী আন্দোলনের প্রতি আগ্রহ এবং ঝোঁকপ্রবণতা একবার নিম্নগামী হওয়ার পর পুনরায় ঊর্ধগামী হতে শুরু করেছে। পক্ষান্তরে দেখতে পাচ্ছি যে, বস্তুবাদী সভ্যতার প্রতি মানুষের আগ্রহ, ঝোঁকপ্রবণতা ঊর্ধগামী হওয়ার পর এখন তা নিম্নগামী হতে শুরু করেছে। প্রথম বিষয়টি হলো নতুন করে ইসলামী চেতনার উন্মেষ যা সাধারণভাবে গোটা ইসলামী উম্মাহর মধ্যে এবং বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে ঘটতে শুরু করেছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ইসলামের এ বিস্তৃতি ইসলামের স্বার্থে নিবেদিত প্রাণে কাজ করার সত্যিকারের আগ্রহ এবং প্রাণবন্ততার ইঙ্গিত বহন করে। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে বস্তুবাদী সেই সভ্যতা যার যুবসমাজের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে চারিত্রিক অধপতনের প্রলয়ংকারী তরঙ্গ।

ইসলামের এ নব চেতনা এ ইঙ্গিতই বহন করে যে, বিশ্বমানবতাকে পরিচালনার ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন খুব শীঘ্রই ঘটতে যাচ্ছে। ইসলামী প্রাচ্যে আবার ফিরে আসবে হারিয়ে যাওয়া নেতৃত্ব। আল্লাহর হুকুমে প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামী রাষ্ট্র। এ পবিত্র দীনের মাধ্যমে পৃথিবী ভরে উঠবে শান্তিতে।

মাধ্যম ও পদক্ষেপ

ইসলামী আন্দোলনের সাধারণ মাধ্যমগুলোর কোনো পরিবর্তন হয় না এবং নিম্নোক্ত বিষয় তিনটিরও কোনো ব্যতিক্রম হয় না। বিষয় তিনটি হচ্ছে ঃ

১. দৃঢ় ঈমান

২. মযবুত সংগঠন

৩. বিরামহীন প্রচেষ্টা

এসব মাধ্যমের ভিত্তিতে কাজ চলতে থাকলে এবং পর্যায়ক্রমে পদক্ষেপ-গুলো অতিক্রম করতে থাকলে এক সময় ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ইসলামী পরিবার ও ইসলামী সমাজের আবির্ভাব ঘটবে। তখন ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরী হবে যা বিশ্বব্যাপী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অপরাপর ইসলামী সংগঠনের সাথে ঐক্যবদ্ধ হবে।

حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ج

www.nagorikpathagar.org

"যাতে করে ফেতনা চূড়ান্তভাবে নিঃশেষ হয়ে যায় আর দীন পুরোপুরি ভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট হয়।"–(সূরা আনফাল ঃ ৩৯)

ঈমান, সংগঠন ও বিরামহীন প্রচেষ্টা যে গতিতে অগ্রসর হতে থাকবে ঠিক তেমনি গতিতে ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক পদক্ষেপ যথা ইসলামী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি, ইসলামী পরিবার ও সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও অগ্রসর হতে থাকবে।

ইসলামী আন্দোলনের পথে সংগ্রামরত অবস্থায় এর উপায়-উপকরণ কিংবা পদক্ষেপগুলোকে সংক্ষিপ্ত করা আমাদের জন্য মোটেই ঠিক হবে না। অথবা আন্দোলনের কিছু কিছু অপরিহার্য বিষয় এই ভেবে বাদ দেয়াও ঠিক হবে না যে, অবশিষ্ট বিষয়গুলোই আন্দোলনের উদ্দেশ্য সাধনে এবং এর প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম। কেননা কর্ম ও সংগঠন ছাড়া এমন মযবুত ঈমান আশা করা যায় না, আর মুসলিম ব্যক্তি ও ইসলামী পরিবার ছাড়া এমন সমাজ আশা করা যায় না, যার ওপর ভিত্তি করে ইসলামী হুকুমাত কায়েম হতে পারে।

এসব মযবুত ভিত্তি ও শক্তিশালী খুঁটিগুলো বদ্ধমূল করার ব্যাপারে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি অথবা তাড়াহুড়া করা এমনই ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার যা আন্দোলনকে খারাপ পরিণতির দিকে ধাবিত করতে পারে। কোনো ইমারতের ভিত্তি স্থাপনে যে সময় ও শ্রম ব্যয় করা হয় (মাটির ওপর থেকে দেখা যায় না বলে) তা অনর্থক ব্যয় করা হয়েছে এমন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয় না। ভূপৃষ্ঠের ওপরে ভিত্তি প্রস্তরের কোনো কিছু দেখা না গেলেও সময় ও শ্রম বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ইমারত যত বড় হবে ভিত্তি স্থাপনে সময় ও শ্রম তত বেশী লাগবে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেয়ে বৃহৎ ইমারত আর আছে কি? যা দুনিয়ার নেতৃত্ব দিতে পারে। গোটা মানবতাকে ইসলামের সুমহান আলোর পথপ্রদর্শন করতে পারে।

পরিপক্কতা লাভের পূর্বেই যারা ফল লাভের জন্য অস্থির হয়ে উঠে তাদের উদ্দেশ্যে শহীদ হাসানুল বান্না মূল্যবান কথা বলেছেন ঃ

"মুসলমান ভাইসব, বিশেষ করে যারা যৌবনোচ্ছ্বাসে অস্থির, এ মিম্বরের চূড়া থেকে যে মূল্যবান ও রোগ নিরাময়কারী কথাগুলো আজকের সম্মেলনে তোমাদের উদ্দেশ্যে বলবো তা শুনে রাখো। ইসলামী আন্দোলনের চলার পদক্ষেপগুলো তোমাদের জন্য রয়েছে চিত্রাঙ্কিত এবং এর সীমানা রয়েছে নির্ধারিত। আমার নীতি হচ্ছে, মনযিলে মাকসুদে পৌছার জন্য যে পথকে আমি সঠিক বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, তার সীমানা কখনো আমি লংঘন করি না। হ্যাঁ, এ পথ হতে পারে অনেক দীর্ঘ, কিন্তু এ পথের কোনো বিকল্প নেই।

www.nagorikpathagar.org

মনে রাখবে, পৌরুষের বিকাশ ঘটে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের মধ্যে, অক্লান্ত সাধনা ও অবিরাম কর্মের মধ্যে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরিপক্কতা অর্জনের পূর্বেই ফল ভোগের জন্য অধীর ও অস্থির হয়ে উঠে, কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ফুল ছিড়ে ফেলতে চায় কোনো অবস্থাতেই আমি তাঁর সাথে নেই। এমতাবস্থায় তার জন্য উচিত হলো ইসলামী আন্দোলন পরিত্যাগ করে অন্য কোনো আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করা।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বীজ অঙ্কুরিত হওয়া থেকে শুরু করে গাছের বৃদ্ধি হওয়া, ফলের পরিপক্কতা এবং পরিশেষে ফল আহরণের সময় পর্যন্ত আমার সাথে ধৈর্যধারণ করবে, তার প্রতিদান মহান আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত আছে।

হয়ত বিজয় ও নেতৃত্ব নতুবা শাহাদত ও পরম শান্তি। এ দু' এর যে কোনো একটিকে গ্রহণ করা থেকে আমরা কখনো বঞ্চিত হবো না।"

---

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় ও এর দাবী

ইসলামী আন্দোলনকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে ঐক্য সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। যাতে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারে। এজন্য আমাদের প্রয়োজন আন্দোলনের সঠিক পথ এবং এর মহান বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নেয়া। এর আরো একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, সংগঠনের জীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজেরা উপকৃত হওয়া এবং নতুন প্রজন্মের জন্য পূর্ণ অভিজ্ঞতা রেখে যাওয়া। যাতে তারা এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে, সঠিক পথ খুঁজে পায়, আমানতের সুমহান দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম হয়। আর আন্দোলনের সৈনিকরা যেনো ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। আল্লাহর পথে আহ্বানকারী কাফেলা যেনো একই লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পারস্পরিক চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে গতিশীল হতে পারে। তাদের এ গতিশীল অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় অর্জিত না হবে, আল কুরআনের বিজয় পতাকা সমগ্র বিশ্বে পত্ পত্ করে না উড়বে।

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ○ بِنَصْرِ اللَّهِ ط

"আর আল্লাহর দেয়া বিজয়ে সেদিন মু'মিনরা আনন্দিত হবে।"(সূরা রূম ঃ ৪)

বর্তমান অবস্থার দাবী

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বর্তমানে বিশ্ব ব্যাপী ইসলামী আন্দোলন তার জীবনের এক সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় অতিক্রম করছে। আর এ পর্যায় হচ্ছে, অবনতি থেকে উন্নতির এবং নিদ্রা থেকে জাগরণের। এ পর্যায় হচ্ছে মূলত বিশ্বজনীন এমন একটি ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিস্থাপন করার পর্যায় যা মানব রচিত যাবতীয় তন্ত্রমন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়ে পথভ্রষ্ট মানবতাকে দিবে পথের সন্ধান। কায়েম করবে ইতিহাসের সবচেয়ে মহান সভ্যতা। বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা এবং পবিত্র মক্কায় ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থার মধ্যে বিরাট সামঞ্জস্য রয়েছে। তার প্রমাণ হচ্ছে সর্বত্র বিরাজমান জাহেলিয়াতের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের অভিনব আবির্ভাব। আন্দোলনের বিরুদ্ধে কুফরী শক্তির পারস্পরিক ঐক্য ও সহযোগিতা। মু'মিনদের স্বল্পতা এবং তাদের উপর অমানুষিক যুলুম ও নির্যাতন। এখানে একথাই বলতে চাই যে, আন্দোলনের বর্তমান পর্যায় আধুনিক বিশ্বের মুসলিমদের কাছ থেকে যা দাবী করে তা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের ছায়াতলে বসবাসকারী মুসলিমদের কাছে আন্দোলন যে অনিবার্য দাবী রাখে তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

www.nagorikpathagar.org

(অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বের এবং পরের দাবী এক নয়)। এটা নিসন্দেহ যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং তার ভিত্তি স্থাপনের পর্যায়টা খুবই কঠিন ও কষ্টকর। এর জন্য যা প্রয়োজন তাহলো দৃঢ় ঈমান, ধৈর্য ও পারস্পরিক সহনশীলতা, মযবুত কাঠামো, দৃঢ়তা ও সংগ্রাম এবং সেই বিরামহীন কর্মতৎপরতা যা দুঃখ-কষ্ট কি জিনিস তা জানে না। কেননা অধ্যবসায়ী ও কর্মতৎপর মুসলিমের বড়ই অভাব। তাছাড়া ক্ষমতার দিক থেকে তারা খুবই দুর্বল। এ অবস্থায় তারা এমন বাতিল শক্তির সাথে মুকাবিলা করছে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। অথচ একমাত্র ঈমানের অস্ত্র ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো অস্ত্র নেই। এ প্রসঙ্গে শহীদ হাসানুল বান্না কিছু সূক্ষ্ম ও মূল্যবান বক্তব্য রেখে গেছেন। আর তাহলো—

"যে জাতি অন্যান্য জাতিকে সুসংগঠিত করতে চায়, জনগণকে সুশিক্ষিত করতে চায়, আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপায়ন চায় এবং আদর্শের মৌলিক জিনিসগুলোর ক্রমোন্নতি প্রত্যক্ষ করতে চায় সে জাতি কিংবা যে দল উপরোক্ত জিনিসগুলোর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে সে দলের এমন মহান অন্তর ও মানসিকতার অধিকারী হওয়া চাই, যার পরিচয় ঘটবে নিম্নলিখিত জিনিসগুলোর মাধ্যমে ঃ

* এমন দৃঢ় ইচ্ছা ও বাসনা যা কোনো দুর্বলতায় টলবে না। এমন দৃঢ় অঙ্গীকার কোনো অবস্থায়ই যার পরিবর্তন ঘটবে না, যার গায়ে বিশ্বাসঘাতকতার কোনো স্পর্শ লাগবে না।

* এমন ত্যাগ ও কুরবানী যার যাত্রা পথে কোনো লোভ-লালসা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

* মূল আদর্শ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং এর প্রতি এমন বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকা যার মধ্যে ভুলের কোনো অবকাশ এবং তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোনো ভয় থাকবে না। আর তার বিরুদ্ধে ঐক্য পোষণ এবং ভিন্ন কোনো মতবাদ দ্বারা প্রতারিত হবার থাকবে না কোনো আশংকা।"

আমাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের সব দাবী পূরণের মত গুরুত্বপূর্ণ যুগ প্রত্যক্ষ করানোর ইচ্ছা যদি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হয়, কাজ করার জন্য সঠিক পন্থা জানার উপকরণগুলোকে যদি আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করে দেন এবং পৃথিবীর অসংখ্য মুসলিম নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকার পরও যদি আল্লাহ এ মহান গুরু দায়িত্ব বহন করার তাওফিক আমাদেরকে দান করেন, তাহলে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে উক্ত পসন্দ ও মনোনয়নের যোগ্য পাত্র হওয়ার জন্য দৃঢ় আশা পোষণ করছি। আমরা আরো আশা করছি যে, সে

www.nagorikpathagar.org

দায়িত্ব যত কঠিনই হোক না কেনো দৃঢ়তা ও একাগ্রতার সাথে সে দায়িত্বের বোঝা আমরা বহন করবো। যে ব্যক্তি এ মহান কর্ম দ্বারা এবং আন্দোলনের পথে চলার মাধ্যমে জীবনের মর্যাদা লাভে এগিয়ে আসবে তাকেই আমরা আহ্বান জানাবো। আহ্বান জানাব তার মন-মানসিকতাকে শক্তিশালী করার জন্য এবং আন্দোলনের দায়িত্ব ভার বহন করার উদ্দেশ্যে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য। যার ফলে দৃঢ়তা, স্থিরতা আল্লাহর প্রতি আস্থা এবং ইসলামী আন্দোলনের উৎকর্ষতা ও মহান উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। কেবল মাত্র মুসলিমদের জন্যই নয়, বরং এমনিভাবে গোটা বিশ্বের কল্যাণের জন্যও ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া এখানে সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে, একমাত্র ইসলামী আন্দোলনের ওপরই আল্লাহর সাহায্য হয়ে থাকে। আর এগুলো হলো সাফল্য অর্জনের এমন কতিপয় উপায় যার সম্মুখে কোনো বাধাই টিকে থাকতে পারে না।

আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর

প্রত্যেক আন্দোলনেরই অবশ্যম্ভাবী রূপে তিনটি স্তর বা পর্যায় থাকে।

০ প্রথম স্তর হলো আন্দোলনের পরিচিতি, এর আদর্শ ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে প্রচার এবং সর্বস্তরের জনগণের কাছে তা পৌছিয়ে দেয়া।

০ দ্বিতীয় স্তর হলো লোকদেরকে সংগঠিত করা। এর জন্য আনসার বা সহযোগী বাছাই করা, কর্মী বাহিনী গঠন করা এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া।

০ আর তৃতীয় পর্যায়টি হলো তাত্ত্বিক বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন করা, কর্মতৎপরতা চালানো ও উৎপাদন করা। আন্দোলনের ঐক্য এবং উপরোক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে পারস্পরিক নিবীড় সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি রেখে আন্দোলনের তিনটি স্তরই পাশাপাশি চলতে পারে। যেমন আন্দোলনের কর্মী মানুষকে দাওয়াত দিতে থাকবে এবং একই সাথে আন্দোলনের কাঙ্ক্ষিত মানুষটি সে বেছে নিবে ও তরবিয়াত দিবে। এর সাথে সাথে আপন কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাবে এবং এমনিভাবে সাধ্যমত আপন জ্ঞানের বাস্তব রূপ দান করবে।

এটা জেনে রাখা উচিত যে, উপরোল্লেখিত স্তরগুলোর ক্রমিক প্রয়োগ ছাড়া কোনো একটি স্তরের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আদর্শ সম্পর্কে পরিমিত জ্ঞান ও সঠিক উপলব্ধি ছাড়া সুষ্ঠু সংগঠন কল্পনা করা যায় না। আবার সুষ্ঠু সংগঠন এবং তরবিয়ত ছাড়া সঠিক বাস্তবায়নও কল্পনা করা যায় না।

এসব স্তরগুলো ইসলামের প্রাথমিক আন্দোলনকেও অতিক্রম করতে হয়েছে। যার ফলে মুসলিমগণ তাদের দীনকে ভালভাবে জানতে পেরেছেন।

www.nagorikpathagar.org

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদ্যালয়ে তারা তরবিয়াত লাভ করেছেন। অতপর আন্দোলনের গুরুদায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করেছেন।

অতএব এসব স্তরগুলোর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান না করে যে পন্থাই ইসলামের জন্য কাজ করতে আহ্বান জানায় সে পন্থা সম্পর্কে আমরা হুশিয়ারী ও সতর্কবাণী জানাই। তাই যারাই এগুলোর বাস্তবায়ন চায় এবং আন্দোলনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন প্রত্যাশা করে তাদেরকে অবশ্যই জ্ঞান ও উপলব্ধির দিক থেকে আন্দোলনকে জানতে হবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদেরকে সত্যিকার আদর্শবান হতে হবে।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে আমাদের স্পষ্টতা লাভের জন্য স্তরগুলোর কিছু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পেশ করছি ঃ

আন্দোলনের পরিচিতি বা প্রচার

আন্দোলনের এ স্তরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক। কেননা এটাই যাত্রা পথের প্রথম পদক্ষেপ। জ্ঞান ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে যে কোনো ভুল-ভ্রান্তি অথবা ত্রুটি-বিচ্যুতি আন্দোলনকে মারাত্মক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○ (الانعام : ١٥٣)

"এটাই আমার সোজা ও সরল পথ, অতএব তোমরা এ পথেই চলো, এ পথ ছাড়া অন্য পথে চলবে না। চললে তা তাঁর পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এটাই হচ্ছে সেই হেদায়াত যা তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে দিয়েছেন। হয়ত তোমরা উপদেশ গ্রহণ করে বাঁকা পথ থেকে বাঁচতে পারবে।"–(সূরা আনআম ঃ ১৫৩)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যে রূপরেখা নিয়ে ইসলামের প্রকাশ ও প্রচার হয়েছিলো তা যে কোনো দোষ-ত্রুটি, অপূর্ণাঙ্গতা এবং যে কোনো বিভ্রান্তি থেকে পবিত্র ছিলো। সে সময় যেহেতু এক বিশ্বাসী আমানতদার হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহর কাছ থেকে অহী নিয়ে আরেক বিশ্বাসী আমনাতদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করতেন সেহেতু অত্যন্ত সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে তিনি দীনকে মানুষের কাছে প্রচার করতেন। যার ফলে যাবতীয় অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত হয়ে এক সত্যিকার বিশ্বস্ততা ও নিশ্চয়তার রূপরেখা নিয়ে আল্লাহর

www.nagorikpathagar.org

দীন পূর্ণতালাভ করেছে। যদিও যুগযুগ ধরে ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে এবং সীমালংঘনকারী গোড়া মুসলিমদের পক্ষ থেকে ইসলামকে বিকৃত করার জন্য, এর মধ্যে পরিবর্তন আনার জন্য এবং ইসলামকে টুকরো টুকরো করার জন্য বহু প্রচেষ্টা চলে আসছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কুরআনকে হেফাজত করেছেন। কুরআনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এমনিভাবে সম্মানীত আলেম সম্প্রদায় ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র হাদীসগুলো একত্রিত করে, তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন এবং যাবতীয় দুর্বোধ্যতা থেকে হাদীসকে পবিত্র রেখেছেন।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত পথে চলতে হলে আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হলো, ইসলাম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এবং উপলব্ধিকে আল কুরআন ও সুন্নাহ এবং সলফে সালেহীনের সীরাতের কাছে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ আল কুরআন ও সুন্নাহ্ এবং সলফে সালেহীনের জীবন চরিত থেকে ইসলামকে বুঝতে হবে। ইসলামকে বুঝার ক্ষেত্রে যাবতীয় ক্রটি-বিচ্যুতি এবং বক্রতা থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতে হবে।

এ বিষয়টির প্রতিই শহীদ হাসানুল বান্না অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। (ইসলাম সম্পর্কে) সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধিকে তিনি 'বাইআত' (শপথ গ্রহণ) এর প্রথম খুঁটি হিসেবে গণ্য করেছেন এবং এ সঠিক জ্ঞান লাভের সাধারণ কাঠামো হিসেবে বিশটি মূলনীতি লিখে গেছেন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো যাবতীয় পঙ্কিলতা থেকে ইসলামী জ্ঞানার্জনকারীকে মুক্ত রাখা, মতপার্থক্য ও বিচ্ছিন্নতার স্থানগুলো থেকে তাকে দূরে রাখা। যাতে এ জ্ঞান মুসলিমদেরকে ইসলামী আন্দোলনের পথে ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়তা করে। এবং পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন যে, আল জামায়াতে ইখওয়ানের [মুসলিম ব্রাদার হুড] মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের সঠিক উপলব্ধির উন্মেষ ঘটাবেন, কর্মের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন, কাংখিত ব্যক্তি বাছাই করবেন। ইসলামী আন্দোলনে বাড়াবাড়ি এবং সংকোচন আর যারা শাসন ও রাজনৈতিক বিষয় থেকে পরিণতির কথা ভেবে দূরে থাকতে চায়, আবার যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি ও গোড়ামী করে, নিজেদের মত ও চিন্তার সাথে ঐকমত্য পোষণকারী ছাড়া অন্যান্য সাধারণ মুসলমানদেরকে কাফের বলে ফতোয়া দেয় তাদের মধ্যে এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে তা আল্লাহ তাআলা আরো সুস্পষ্ট করতে চেয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তাআলা ইসলামী আন্দোলনের জন্য মরহুম উস্তাদ হাসান আল বান্নাকে এমনভাবে তৈরি করলেন, যেন ইসলামী আন্দোলনকে সুস্পষ্ট এবং নিষ্কলুষভাবে মানুষের কাছে পেশ করতে পারেন। আর মরহুম উস্তাদ হাসান আল হুদাইবীকে আল্লাহ তাআলা সত্যের পথে দৃঢ়তা ও স্থিরতার সাথে কিভাবে টিকে থাকতে হয়, সে বৈশিষ্ট্য দিয়ে গঠন করেছেন। তাই তিনি আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও সংকোচন উভয়টাই প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ পথে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত অনুভূতি ও আচরণ, কথা ও কাজে উভয় দিক থেকে ইসলামী আন্দোলনের আমানত রক্ষার ব্যাপারে অধিক আগ্রহী ছিলেন। অথবা আন্দোলনের অর্পিত আমানতকে অন্যের কাছে কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়াই অর্পণ করতে আগ্রহী ছিলেন। এ পথে তার সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছিলেন। অসংখ্য ইখওয়ানুল মুসলিনের সদস্য। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করছেন ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ز وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ○(الاحزاب : ٢٣)

"ঈমানদার ব্যক্তিদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর কাছে কৃত ওয়াদাকে সত্যে প্রমাণ করে দেখিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ স্বীয় মানত পূরো করেছে। আর কেউ সময় আসার প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা নিজেদের আচরণে কোনো পরিবর্তন আনয়ন করেনি।"–(সূরা আল আহযাব ঃ ২৩)

---

www.nagorikpathagar.org

আন্দোলনের পরিচিতি পর্ব ও কিছু কথা

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আন্দোলনের তিনটি স্তর রয়েছে ঃ পরিচিতি, সংগঠন ও বাস্তবায়ন। প্রতিটি স্তরেরই কতগুলো নিদর্শন এবং আলামত রয়েছে। সেগুলোকে অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের অনুধাবন করা উচিত যাতে আমরা সেগুলো থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি। অভিজ্ঞতার সাহায্যে উপকৃত হতে পারি। এর ফলে আন্দোলনকারীগণ যে কোনো ভুল-ভ্রান্তি অথবা ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখে পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে।

পরিচিতি

আন্দোলনের পথে প্রথম পদক্ষেপই হলো পরিচিতি। এর বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার ওপর পরবর্তী স্তরগুলোর বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। আন্দোলন, আন্দোলনের কর্মী এবং এর পদ্ধতি সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়ের দিকে খুব শীঘ্রই আলোকপাত করবো।

আন্দোলন ও তার পবিত্রতা

ইসলামী আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য তার মূল আদর্শ ও প্রাণবন্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য যুগ যুগ ধরে ইসলামের শত্রুরা যেসব মিথ্যা দোষ-ত্রুটির প্রলেপ লাগাতে চেষ্টা করে আসছে। প্রচার কার্যের সময় আন্দোলনকে সেগুলো থেকে পবিত্র রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করেছি। ইসলাম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও উপলব্ধিকে অবশ্যই সেই মহান কুরআন থেকে গ্রহণ করতে হবে, যার হেফাযতের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাআলা নিজেই দিয়েছেন। এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করতে হবে যা সংরক্ষণের জন্য এবং যে কোনো ধরনের অনুপ্রবেশ কিংবা দুর্বোধ্যতা থেকে পূত-পবিত্র রাখার জন্য সম্মানিত আলেমগণ নিজেদের চেষ্টা-সাধনাকে উৎসর্গ করেছেন। আমাদের উচিত এ ব্যাপারে সলফে সালেহীনের ইসলামের সঠিক জ্ঞানের কাছে প্রত্যাবর্তন করা।

শহীদ হাসানুল বান্না এ বিষয়টাকে খুবই গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কেননা তিনি ইসলামের নির্ভুল ও সঠিক উপলব্ধিকে 'বাইয়াত' বা শপথ গ্রহণের প্রথম খুঁটি বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এর সাধারণ কাঠামো হিসেবে সঠিক উপলব্ধির জন্য বিশটি মূলনীতি পেশ করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের নির্ভুল ও সঠিক উপলব্ধিকে যে কোনো বিভ্রান্তি ও পরিবর্তন থেকে সংকোচিত ও অতিরঞ্জিত করার প্রবল চাপ থাকার পরও আল ইখওয়ান জামায়াত এবং উস্তাদ হাসান হুদাইবী কিভাবে রক্ষা করেছেন সেটাও আমরা স্পষ্টতার সাথে উল্লেখ করেছি। বিশেষ করে কুফরী ফতোয়ার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। উস্তাদ হুদাইবী এ সমস্যাকে অত্যন্ত কঠিনভাবে দূরিভূত করেছেন। এ ক্ষেত্রে শরীয়াতের দৃষ্টিতে যেসব ভুল-ক্রটি রয়েছে সেগুলোর স্পষ্ট ব্যাখা দান করেছেন। তিনি একথাই বলেছেন যে, আমরা কেবল ইসলামী আন্দোলনের দিকে মানুষকে আহ্বানকারী, আমরা বিচারক বা ফায়সালা দানকারী নই।

মুসলমানদের অবস্থা এবং তাদের বাস্তব জীবন যদি ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামের জীবন বিধান থেকে বহুদূরে থাকে, তাহলে তাদের এ দুঃখজনক অবস্থা ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে যারা নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করছেন তাঁদের কাছে এ দাবীই রাখে যেনো তারা তাদের চেষ্টা-সাধনাকে দ্বিগুণ করেন। যাতে অন্ধকারে নিমজ্জিত ভাইদেরকে আপন হাতে উঠাতে পারে এবং তাদেরকে নিয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে। শুধু কুফরী আর নাফরমানীর ফতোয়া তাদের ওপর আরোপ করবো না। কারণ, এর দ্বারা আমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে অসংখ্য প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হবে। আর ইসলামী আন্দোলনের সেই ময়দানকে কলঙ্কিত করা হবে, যে ময়দানে আমরা আপন হাতে কাজ করে যাচ্ছি। এর দ্বারা আমাদেরকে একটি রুদ্ধ পথের যাত্রী হতে হবে। এবং আমাদেরকে এমন কোনো দলে পরিণত হতে হবে যারা ইতিহাসের একটি প্রান্তে অবস্থান করবে অর্থাৎ আমাদেরকে ইতিহাস নিন্দিত দলে পরিণত হতে হবে। উস্তাদ হুদাইবী (র) এটা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, আমরা যে আল ইখওয়ান দলের শপথ গ্রহণ করেছি সে দলের চিন্তা-ভাবনা এ ধরনের মানুষকে অহেতুক কুফরীর ফতোয়া দেয়া নয়। এবং আল ইখওয়ান দল এমন ধারণা পোষণ করে এ দাবী কেউ করতে পারবে না। সে যত বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারীই হোক না কেন। কেননা এ রকম দাবী করা সম্ভবপর নয়, যেমনিভাবে সম্ভব নয় কোনো একটি দলের পক্ষে দু'টি পরস্পর বিরোধী আদর্শের একত্রিকরণ।

আন্দোলনের পরিধি ও পূর্ণাঙ্গতা

আমরা যখন আন্দোলনের তাবলীগ ও প্রচার করবো তখন আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হবে মানুষের সামনে আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তার পূর্ণাঙ্গতাকে তুলে ধরা। একমাত্র ইসলামই আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ দীন। আর এটা সম্ভব হয়েছে তার ব্যাপকতা এবং পূর্ণাঙ্গতার কারণে। ইসলাম মানব

www.nagorikpathagar.org

জাতির ইহ ও পরকালীন জীবনের সকল সমস্যার সঠিক, সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিনব সমাধান পেশ করেছে। তাই এটা সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর সমগ্র সৃষ্টি এবং বান্দাদের প্রতি এক অভূতপূর্ব মৌলিকত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ইসলামই মানব হৃদয়ের গহীন কোণে সুখ ও শান্তি নিশ্চিত করতে পারে। আল্লাহর প্রতি ঈমান ও একত্ববাদের মাধ্যমে মানুষের ইহকালীন জীবনের শান্তি, নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দময় জীবন দান করতে পারে। আর এটা সম্ভব একমাত্র ইসলামের শিক্ষা ও জীবন বিধানের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে। মহান আল্লাহর কাছে রক্ষিত শান্তি নিকেতনের পরম সুখ একমাত্র ইসলামই দান করতে পারে। মানুষের জীবন এক অভিন্ন ও একক পূর্ণাঙ্গতার প্রতিচ্ছবি। ইসলামও ঠিক তদ্রূপ একক, অভিন্ন পূর্ণাঙ্গতা রূপরেখা নিয়ে মানুষের কাছে আগমন করেছে। তাই ইসলাম যদি মানব রচিত মতবাদ এবং জাগতিক দর্শনগুলোর জন্য মানব জীবনের কোনো একটি দিককে গ্রহণ করে এবং অন্যদিক পরিত্যাগ করে তাহলে জীবনের সংস্কার ও সংশোধন কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এ কারণেই মানুষের সামনে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধরতে হবে এবং এর পূর্ণাঙ্গ রূপরেখারই বাস্তবায়ণ করতে হবে।

তাই আমরা দেখতে পাই যে, শহীদ হাসানুল বান্না ইসলামকে উপলব্ধি করার জন্য উপরোক্ত অর্থকে প্রধান নীতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং সে দিকে ইঙ্গিত করে বলছেন ঃ "ইসলাম এমন একটি জীবন বিধান যা জীবনের সকল দৃশ্যপটকেই শামিল করে।" তাই ইসলাম যেমন একটি সত্য আকীদা ও ইবাদাতের নাম তেমনিভাবে ইসলাম একটি রাষ্ট্র ও দেশ, সরকার ও জাতি, চরিত্র ও শক্তি, রহমত ও সুবিচার, সভ্যতা ও সংবিধান, জ্ঞান ও ন্যায়বিচার, বস্তু ও সমৃদ্ধি অথবা ধন ও সম্পদের প্রতীক। ইসলাম একটি সংগ্রাম ও আন্দোলন অথবা একটি সেনাদল ও আদর্শের প্রতিচ্ছবি।

ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে কাজ করতে তীব্র প্রয়াসী কোনো ব্যক্তি মানুষের কাছে ইসলামী আন্দোলনকে উপস্থাপন করার সময় ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক ইসলামের কতিপয় দিক উপস্থাপন করে থাকে আর অন্যান্য দিকগুলো সম্পর্কে উদাসীন থাকে। ইসলামের প্রচার ক্ষেত্রে এটা একটা অপরাধ এবং অন্যায়। এ জাতীয় অন্যায়, অপরাধের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকা অপরিহার্য কর্তব্য। ইসলামকে পেশ করার এ ভুল পদ্ধতি চাই ইসলামের প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণেই হোক কিংবা উৎসাহকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণেই হোক অথবা ইসলামের দুশমনদের পক্ষে কোনো দলের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তেই হোক না কেন এ পদ্ধতির এবং নীতির ভুল ও বিপদ

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নিতান্ত প্রয়োজন, যেনো আমাদের মুসলিম যুব সম্প্রদায় নিজেদের ধর্মীয় চেতনাবোধ নিয়ে এ ধরনের কোনো নীতির প্রতি ধাবিত না হয়। আর যদি হয়, তাহলে যে পথে তারা আন্দোলনের কল্যাণ করতে চাইবে, সে পথেই তারা অকল্যাণ সাধন করবে।

আন্দোলনকারী ও কর্মপদ্ধতি

আন্দোলনের পরিচিতি ও প্রচারের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আন্দোলনকারীকে অবশ্যই কতকগুলো মৌলিক গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে। এবং আন্দোলনের প্রচার ক্ষেত্রে তাকে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

এসব গুণাবলীর মধ্যে আন্দোলনকারীর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য গুণটি হলো, ইসলামের প্রতি সে মানুষকে আহ্বান জানাবে। তাকে ইসলামেরই উত্তম আদর্শ এবং মহান দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হতে হবে। ইসলামের মৌলিক জিনিসগুলো তাকে পালন করতে হবে। গবেষণার মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঠিক সুন্নাহ খুঁজে বের করতে হবে এবং তদানুযায়ী আমল করতে হবে। সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। নিষিদ্ধ জিনিসগুলোকে পরিত্যাগ করতে হবে। প্রতিটি ছোট-বড় পাপের ব্যাপারে আল্লাহর সজাগ দৃষ্টি ও অবগতির কথা স্মরণ রাখতে হবে। আপন বাড়ী-ঘর এবং পরিবারের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা ও চরিত্রের বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনকারীর ইখলাস এবং আল্লাহ ও তাঁর দাওয়াতের প্রতি একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা আন্দোলনের দিকে আহুত লোকদের হৃদয়ে তার আহ্বান পৌঁছাতে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া সম্পাদন করে। যার ফলে তার আহ্বানে তারা সাড়া দেয় এবং তার দাওয়াতের দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়। কেননা পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য, কোনো স্বার্থ, অথবা কোনো সম্মান তার এ সরলতা ও একাগ্রতার সাথে জড়িত নয়। ইসলামী আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী যখন কথা বলে তখন আন্দোলনকে নিয়েই কথা বলে। যখন সে গতিশীল হয় তখন আন্দোলনের স্বার্থেই গতিশীল হয়। আর যখন যাত্রা করে তখন আন্দোলনের আদর্শকে সাথে নিয়েই যাত্রা করে। এমনিভাবে তার গোটা জীবনটাই আন্দোলনের সাথে উৎসর্গীত, আন্দোলন দ্বারা পরিচালিত, আন্দোলনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।

আজকের ইসলামী আন্দোলনকারীর ওপর অপরিহার্য কর্তব্য হলো, গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া। বর্তমান ঘটনা প্রবাহ, পরিবেশ-পরিস্থিতি, আধুনিক মতবাদ ও মতাদর্শগুলোর ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন থাকা। যেনো এসব দিক ভ্রান্ত

www.nagorikpathagar.org

এবং দিশেহারা তরঙ্গের মধ্যেও আকর্ষণীয় এবং মননশীল পদ্ধতিতে ইসলামকে সে সুন্দরভাবে পেশ করতে পারে। তার দ্বারা মানুষ যেনো প্রভাবান্বিত হয় এবং তার কাছ থেকে বিমুখ না হয়। সে যেনো ইসলামের স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারে এবং কোনো জটিলতার সৃষ্টি না করে। মানুষের সাথে সে যেনো মধুর ব্যবহার করে এবং অসদাচরণ না করে।

অনেক ভণ্ড ও প্রতারক ভ্রান্ত পথে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করে ইসলামের প্রকৃত রূপকে বিকৃত করে ফেলেছে এবং এর প্রতি অন্যায় করেছে অথচ তারা মনে করছে ইসলামের কতইনা মঙ্গল তারা করে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করছেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط (النحل : ١٢٥)

"কৌশল এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তোমার রবের পথে (মানুষকে) ডাক, আর লোকদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করো।"

–(সূরা আন নাহল ঃ ১২৫)

ইসলামী আন্দোলনকারীর উচিত হলো, যাদেরকে সে (আল্লাহর পথে) আহ্বান জানাচ্ছে তাদের মানগত দিক সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং তাদের জ্ঞানানুযায়ী বক্তব্য পেশ করা। কেননা এটাই হলো মানুষকে যে আদর্শের দিকে আহ্বান জানানো হচ্ছে এ পথই হলো তার সাথে সংগতিপূর্ণ পথ যা অবলম্বন করে মানুষ তার আহ্বানে সাড়া দিবে।

আন্দোলনকারীকে অবশ্যই তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। বক্তৃতা ও লিখনী বিতর্ক ও আলোচনা, চুক্তি ও যুদ্ধ। মোদ্দাকথা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের দ্বারা সে কি পেতে চায় সে সম্পর্কে অবশ্যই তার জ্ঞান থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কোনো মানুষের সামনে ইসলামের আনুসঙ্গিক বিষয় অথবা তার দায়িত্ব ও কর্তব্যকে উপস্থাপন করার পূর্বে আকীদাগত দিকটাকে বদ্ধমূল ও স্থিতিশীল করার কাজ শুরু করা। আর আকীদাগত স্থিতিশীলতা ও মযবুতী একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের দ্বারাই আরম্ভ হয় এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটে ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান তা প্রমাণের মাধ্যমে। ইসলামী জীবন যাত্রা শুরু করার জন্য কাজ করা এবং ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করা প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব। এর বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা তার কর্তব্য। তাই ইসলামী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির মূল ভিত্তিই হলো আকীদা। এ আকীদা-বিশ্বাসই তার ধারককে আপন শক্তি ও দৃঢ়

www.nagorikpathagar.org

মনোবল নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে আন্দোলনের বিশেষ ও সাধারণ দাবী অনুযায়ী কর্তব্য পালন করতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

ইসলামী আন্দোলনকারীর উচিত হলো মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার দায়িত্ব ও কর্তব্যকে যথাযথভাবে পালন করা। তার পরিশ্রমের ফলাফল যেন তার ওপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। আল্লাহ্ যখন তাকে সাফল্য দান করবেন, সে যখন আন্দোলনের একজন অনলবর্ষী বক্তা হবে এবং মানুষ যখন তার প্রতি আকৃষ্ট হবে তখন যেন তার মধ্যে আত্মম্ভরিতা অনুপ্রবেশ না করে। পক্ষান্তরে মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া যখন তার আহ্বানে কেউ সাড়া দিবে না অথবা সে আহূত লোকদের পক্ষ থেকে কোনো দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হবে তখন যেনো কোনো প্রকার হতাশা ও হতোদ্যম ভাব তার অন্তরে প্রবেশ না করে। আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরবর্তী ইসলামী আন্দোলনকারীগণের মধ্যে এ চরিত্রই বিদ্যমান ছিলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেদায়াতের ঐকান্তিক বাসনা নিয়ে এবং দিকভ্রান্ত গোমরাহ্ মানুষের ওপর আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হয় কিনা এ উদ্বিগ্নতা নিয়ে দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের কাছে তাঁর দাওয়াত পেশ করতেন আর তাদের যুলুম-নির্যাতন সহ্য করতেন। আর মুনাজাতে একথা বলতেন ঃ "হে আমার রব ! আমার জাতিকে হেদায়াত দান করো, কেননা তারা অজ্ঞ, কিছুই বুঝে না।"

আজকের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে তাদের মহান গুরুদায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ মর্মে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, ইসলামের মহত্ব ও সার্বজনীনতার বলেই তারা বর্তমান মানবতার শিক্ষাগুরুর স্থান অধিকার করে আছে। আল্লাহর পথে দাওয়াত পেশকারী এমন কর্মীর সংখ্যা নিতান্তই কম যারা ইসলাম সম্পর্কে নির্ভুল ও ব্যাপক উপলব্ধি রাখে এবং সেই উপলব্ধি অনুযায়ী কাজ করে আর আপন দায়িত্ব ভারে বিচলিত নয়। অতএব তাদের (অল্পসংখ্যক দায়িত্ব সচেতন লোকের) কাঁধেই ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার গুরুভার অর্পিত রয়েছে। তাই তারা যেনো তাদের স্থান ও মর্যাদার মূল্য দেয়, নিজেদেরকে যেনো অবজ্ঞা না করে। অবশ্যই যেনো তারা আল্লাহর সাহায্য কামনা করে। যত দুঃখ-দুর্দশা আর বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হোক না কেনো, তারা যেনো ধৈর্যের পরিচয় দেয়। এ প্রসংগে শহীদ হাসানুল বান্না 'ইখওয়ান' কর্মীদের উদ্দেশ করে বলেছেন, মানুষের কাছে তোমরা এমন বৃক্ষতুল্য হও, যে বৃক্ষের দিকে মানুষ প্রস্তর নিক্ষেপ করে। আর বৃক্ষ এর জবাবে মানুষকে ফল উপহার দেয়। তিনি আরো বলেছেন, হে আমার ভাই, তুমি

www.nagorikpathagar.org

কেবল মাত্র দু'টি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে যাবে—একটি হলো কাজের উন্নতি সাধন অপরটি হলো নিজের দায়িত্ব পালন। প্রথমটিতে তুমি অকৃতকার্য হলেও দ্বিতীয়টি যেনো তোমার হাত ছাড়া না হয়।

এ হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের পরিচিতি পর্বের কিছু কথা। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে—আন্দোলনের পথের ওপর কিছুটা আলোকপাত করা। শহীদ ইমাম (হাসানুল বান্না) কর্তৃক রচিত পুস্তক আর মুসলিম লেখকদের লেখনীতে রয়েছে ইসলামী আন্দোলনের পাথেয়। এবং ইসলামী আন্দোলন ও আন্দোলনের কর্মী সম্পর্কে অনেক কথা।

www.nagorikpathagar.org

সংগঠন পর্ব ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

ইতিপূর্বে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি যে, আন্দোলনের তিনটি পর্যায় রয়েছে ঃ পরিচিতি, সংগঠন ও বাস্তবায়ন। পরিচিতি পর্বের উপস্থাপনার পর এবং সংগঠন পর্বের আগ মুহূর্তে কিছু বক্তব্য পেশ করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছি। এ বক্তব্যে আমরা মানসিক দিকগুলো সম্পর্কে জানতে পারবো এবং অত্যাবশ্যকীয় উপলব্ধির পরিপূর্ণতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবো। যেনো পরিচিতি ও প্রস্তুতি পর্বের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়।

কর্তব্যের ব্যাপকতা, দায়িত্ব পালনের অপরিসীম গুরুত্ব এবং আমরা যে ইমারত তৈরি করতে চাই তার বিশালতা মুসলিম ব্যক্তি গঠনের মহান গুরুত্বকে মর্যাদা দিতে আমাদেরকে বাধ্য করে। অথবা ইসলামী আন্দোলনের এমন একনিষ্ঠ কর্মী বাহিনী গঠন করার গুরুত্বকে মূল্য দিতে শিখায় যারা সঠিকভাবে স্বীয় দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা রাখে। আর তা এমন একটি বিশেষ মুহূর্তে রাখতে সক্ষম। যখন আমরা জানতে পারছি যে, আন্দোলনের জন্য লোক তৈরি করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মানুষ গড়া শিল্প কারখানা গড়ার চেয়েও অধিক কঠিন কাজ।

এ আন্দোলনের জন্য সেই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি, আন্দোলনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে যার পুরোপুরি জ্ঞান রয়েছে এবং যে ব্যক্তি আপন জান, মাল, সময় ও স্বাস্থ্য আন্দোলনের দাবী অনুযায়ী উৎসর্গ করে দেয়। কঠোর কাজ, বিরামহীন পরিশ্রম ও অক্লান্ত সাধনা তার মধ্যে তখনই আবির্ভূত হয়। যখন তার স্বচ্ছ জ্ঞান ও বিবেক ইসলামী আন্দোলনের দ্বারা পরিচালিত হয়, যখন তার মন ও প্রাণ আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে এবং এর বাস্তব রূপায়ণের জন্য সে ব্রতী হয়, উদ্দীপ্ত হয়। তাই আন্দোলনের প্রতি গভীর ঈমানই হলো সাফল্যের প্রথম ভিত্তি।

আমরা চাই জীবন্ত শক্তিশালী তরুণ প্রাণ। চাই গতিশীল হৃদয়, উৎসুক ও উদ্দীপ্ত অনুভূতি এবং কৌতুহলী ও জাগ্রত আত্মা। ইসলাম এমন অনুভূতিশীল সচেতন ব্যক্তি কামনা করে যার মধ্যে রয়েছে সুন্দর ও অসুন্দরকে অনুধাবন করার শক্তি। যার মধ্যে রয়েছে ভুল ও শুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার মত সঠিক জ্ঞান। যার মধ্যে রয়েছে এমন প্রবল ও দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি যা সত্যের সামনে মিথ্যার মুকাবিলায় দুর্বল ও নমনীয় হবে না। ইসলাম এমন সুস্থ্য সবল দেহ কামনা করে, যে দেহ ইসলামী দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো নিঃস্বার্থভাবে পালন

www.nagorikpathagar.org

করবে। সত্য বাসনা বাস্তবায়ণের জন্য সে একটা নিখুঁত যন্ত্রের মতো কাজ করবে এবং সত্য ও ন্যায়কে সাহায্য করবে।

সাংগঠনিক পর্যায় ও প্রস্তুতি

ইসলামী আন্দোলনের প্রচার পরিচিতি এবং সর্ব স্তরের জনগণের কাছে এর দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার পরবর্তী পদক্ষেপ যদি সংগঠন, সহযোগী বাছাই, কর্মী বাহিনী গঠন এবং আহুত লোকদের মধ্য থেকে বাহিনীর সারি পূরণের কাজ না হয়, তাহলে আন্দোলনের প্রচার ও প্রোপাগাণ্ডার ক্ষেত্রে যে শ্রম-সাধনা করা হয়েছে তা ধ্বংসের সম্মুখীন হতে পারে।

পরিচিতি পর্ব যে আত্মিক জাগরণের সৃষ্টি করে তার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। তাহলে আন্দোলনের আধ্যাত্মিক চেতনা চিরতরে স্তিমিত হয়ে পড়বে এবং বিলীন হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে বরং উচিত হলো এর সত্যতা যাচাই করা এবং এটাকে অন্তরমুখী করে তোলা যেনো এ রূহানী জাগরণ আত্মসংশোধন ও পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়।

গঠন ও পরিবর্তনের প্রথম ক্ষেত্রই হলো অন্তর। তাই জাতীয় পরিবর্তনের জন্য অন্তরের গহীন কোণ থেকে যাত্রা শুরু করা উচিত। তাই আল্লাহ তাআলা যথার্থই বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ط (الرعد : ١١)

"আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না। যতক্ষণ সে জাতি নিজেদের অবস্থাকে নিজে পরিবর্তন না করে।"-(সূরা আর রাদ ঃ ১১)

আজকে যেসব মুসলিম জনসাধারণকে আমরা আন্দোলনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি তারা এমন সমাজে প্রতিপালিত হয়েছে, যা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে, যা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কিছু অন্ধ রীতি-নীতি ও অনুকরণ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আর এ সমাজকেই তারা মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিচ্ছে। এবং এ সমাজের রঙে তাদের জীবন রঙিন হচ্ছে। তাই ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীর উচিত হলো সেই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অন্ধ রীতি-নীতি ও অনুকরণ থেকে সমাজকে রক্ষা করা। সমাজকে ইসলামী সভ্যতায় সভ্য করে তোলা এবং ইসলামী চরিত্রে চরিত্রবান করে তোলা। মোটকথা মানব জীবনকে ইসলামের রঙে এমনভাবে রঙিন করে তোলা যেমনটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র কালামে ঘোষণা করেছেন ঃ

صِبْغَةَ اللّٰهِ ط وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ز وَنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ○

www.nagorikpathagar.org

"আল্লাহর রঙ ধারণ করো, আল্লাহর রঙ ছাড়া আর কার রঙ উৎকৃষ্ট হতে পারে ? এবং আমরা তারই বান্দা।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৩৮)

এ আদর্শিক পরিবর্তনের সূচনা হয় অন্তরের গহীন কোণ থেকে। এ পরিবর্তন সাধিত হয় আল্লাহর একত্ববাদের ধারণাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করার মাধ্যমে। ঈমানের অমীয় সুধা পান করার মাধ্যমে। অতপর এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয় ধমনীতে ধমনীতে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এ প্রসংগে উস্তাদ হুদাইবী একটি মূল্যবান বাণী রেখে গেছেন, তাহলো "ইসলামী রাষ্ট্র আগে তোমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করো, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র তোমাদের মাটিতেও প্রতিষ্ঠিত হবে।"

যে মুসলিম ব্যক্তিত্ব ইসলামী আন্দোলনের কাম্য

পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক। কিন্তু আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষ, যা এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অবস্থার পরিবর্তন করতে এবং হক ও ঈমান ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। এমন ধরনের মানুষ আমরা অনুসন্ধান করছি যার মাধ্যমে আল্লাহ বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন ঃ

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۵ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا

مَايَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ۵ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ۵

"এমনিভাবে আল্লাহ হক ও বাতিলের ব্যাপারকে স্পষ্ট করে তোলেন। যা ফেনা তা উড়ে যায় আর যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা মাটিতে টিকে থাকে। এভাবেই আল্লাহ তাআলা দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন।"

–(সূরা আর রাদ ঃ ১৭)

খাঁটি ও সত্যবাদী মুসলিম ভাইয়ের কাছে আমাদের দাবী হলো, সে যেনো ইসলামী আন্দোলনে মহান ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির জন্য নির্ভেজাল ইসলামী আকীদা পোষণ করে। আল্লাহর সত্যিকার বান্দাহ হয়। বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী হয়। সভ্য ও চিন্তাশীল ব্যক্তি হয়। শক্তিশালী দেহের অধিকারী হয়। স্বীয় কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে একজন যোদ্ধা হয়। আপন সময়ের প্রতি মনোযোগী হয়। আপন কাজে সুশৃঙ্খল হয়। যাবতীয় মৌলিক গুণাবলীর অধিকারী হয়।

উল্লেখিত ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য প্রয়োজন হলো চেষ্টা, সাধনা, ধৈর্য ও সহনশীলতার। এ রকম মুসলিম ব্যক্তিই মর্যাদাসম্পন্ন মুসলিম পরিবার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সে-ই হতে পারে

www.nagorikpathagar.org

সত্যিকারের গতিশীল কর্মী। এর ফলে সৃষ্টি হবে ব্যাপক ইসলামী জনমত। এবং এমন একটি মযবুত ভিত্তি রচিত হবে যার ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করবে ইসলামী আন্দোলন। আর সে আন্দোলন আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে।

আমরা আমাদের নেতা শহীদ হাসানুল বান্নাকে এ মানের দেখতে পেয়েছি। তিনি মুসলিম ব্যক্তির অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন। তাকে গঠন করার জন্য যথোপযুক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। এ বিষয়ে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করেছেন। যিনি এমন একটি ঈমানদার দল তৈরি করেছেন যার সদস্যরা তাঁরই বিদ্যালয় থেকে বের হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে একটি বিরাট শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

পরিবার, কর্মী বাহিনী, বক্তৃতা, বৈঠক, বিদ্যালয়, দরস, সভা-সমিতি, শিক্ষা সফর, শিক্ষা শিবির, চিঠি-পত্র, প্রচার পত্র, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো ধাপে ধাপে মুসলিম ব্যক্তি গঠন। তাই একজন ব্যক্তি সর্বপ্রথম আন্দোলনের একজন সাধারণ ভাই হিসেবেই বিবেচিত হয়। তারপর নিয়মিত কর্মী ভাই, তারপর একজন পূর্ণ বা সক্রিয় কর্মী এবং পরিশেষে একজন মুজাহিদ ভাই হিসেবে একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে থাকে।

মুজাহিদের বৈশিষ্ট্য

একজন মুজাহিদ অথবা ইসলামী আকীদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে অবশ্যই দীনের জ্ঞান ও উপলব্ধির বেলায় উন্নতমানে উপনীত হতে হবে। অর্থাৎ নিজ ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। সেই ব্যাপক ও পবিত্র জ্ঞান অর্জিত হবে আল্লাহর কিতাব এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ থেকে। মুজাহিদকে একনিষ্ঠতার উন্নত শিখরে উপনীত হতে হবে। যেনো সে একটি আদর্শ ও ইসলামী আকীদার মহা সৈনিক হতে পারে। সে যেনো কোনো স্বার্থ এবং মুনাফা অর্জনের সৈনিক না হয়। তাকে এমন মহান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে যারা কথার চেয়ে কাজকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এর পূর্বে অবশ্যই তাকে সংগ্রাম বা জিহাদের পথকে জেনে নিতে হবে, নিয়তকে বিশুদ্ধ করে নিতে হবে। আন্দোলনের জন্য নিজেকে যাবতীয় মতবাদ ও ব্যক্তি প্রভাব থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করে নিতে হবে। জান-মাল ও শ্রম-সাধনার মতো অধিক প্রিয় এবং মূল্যবান জিনিস উৎসর্গ করার মাধ্যমে আল্লাহর বাণীকে বিজয়ী করার পথে জিহাদ করার জন্য নিজেকে গঠন করে নিতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط

"কেননা আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের কাছ থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ১১১)

লক্ষ্য অর্জনের পথে সময়ের দূরত্ব যতই হোক না কেন, বছরগুলো যত দীর্ঘই হোক না কেন তার উচিত হলো, মুজাহিদ হিসেবে অবিচল থাকা। যতদিন পর্যন্ত সে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ না করবে এবং "হয় সাফল্য অর্জন নতুবা শাহাদাত বরণ" এ দু'টি মঙ্গলের কোনো একটি সাধন না করবে ততদিন পর্যন্ত এ আন্দোলনের পথে সে অটল থাকবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র বাণীতে ঘোষণা করেছেন ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ج فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ز وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ○(الاحزاب : ٢٣)

"মু'মিনদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারকে সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ স্বীয় মানত পূর্ণ করেছে। আবার কেউ সময় আসার অপেক্ষায় রয়েছে। আর তারা নিজেদেরকে পরিবর্তন করেনি।"-(সূরা আল আহযাব ঃ ২৩)

ইসলামী আকীদা পোষণকারী এবং ইসলামী আন্দোলনের বীর সৈনিকের কাছে দাবী হলো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তোলা। কর্তব্য পালনে নিজেকে ব্রতী করা। সুখে-দুঃখে, সুবিধা-অসুবিধায় আন্দোলনের নির্দেশ পালন করতে থাকা। কেননা আন্দোলনের পথ হলো সংগ্রাম এবং জিহাদের। এতে কোনো কোমলতার অবকাশ নেই। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য এটা এক বিরামহীন কর্মময় পথ। এ পথ দুঃখ-কষ্টের এবং কঠিন পরীক্ষার পথ। একমাত্র সত্যবাদীগণ ছাড়া অন্য কেউ এ পথে ধৈর্যধারণ করতে পারে না। পূর্ণ আনুগত্য এবং ভালোবাসার ওপর প্রতিষ্ঠিত সত্যিকার পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ছাড়া এ পথে কোনো সাফল্য অর্জিত হয় না। ভালোবাসার সর্বনিম্ন স্তর হলো অন্তরের পবিত্রতা আর মর্যাদার দিক থেকে সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত হলো "ঈছার" বা নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ○(العنكبوت : ٣)

www.nagorikpathagar.org

"আর তাদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে না ? অথচ তাদের আগের সব লোককেই আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী তা জেনে নিতে হবে।

–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ৩)

আল্লাহ্ আরো বলেন,

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ط وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ـ(ال عمران : ١٧٩)

"আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে এ অবস্থায় কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না, যে অবস্থায় তোমরা বর্তমান সময় অতিবাহিত করছো। তিনি পবিত্র লোকদেরকে অপবিত্র লোকদের থেকে অবশ্যই পৃথক করবেন। কিন্তু গায়েব সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা আল্লাহর নিয়ম নয়।"

–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৯)

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاۤءُ وَالضَّرَّاۤءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ○(البقرة : ٢١٤)

"তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পেয়ে যাবে ? অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের ওপর তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় (বিপদ-আপদ) আবর্তিত হয়নি। তাদের ওপর বহু কষ্ট-কঠোরতা ও কঠিন বিপদ-মুসিবত আবর্তীত হয়েছে। তাদেরকে অত্যাচারে নির্যাতনে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন রসূল এবং তাঁর সংগী-সাথীগণ আর্তনাদ করে বলেছেন, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে। তখন তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছিলো, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৪)

www.nagorikpathagar.org

পথের বক্রতা থেকে সাবধান

ইসলামী আন্দোলনের পথ-ঘাট খুবই স্পষ্ট। এর উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি সহজ ও সরল। তবে এ পথের যাত্রীকে এমন কতগুলো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে যা তাকে আন্দোলনের সঠিক পথ থেকে ছিটকে ফেলে দিতে পারে। আন্দোলনের পথে এমনটি ঘটার অর্থ এই নয় যে, সে আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করেছে অথবা তার নিয়তকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। বরং প্রকৃত ঘটনা এর বিপরীত কারণেও হতে পারে। এ ধরনের বক্রতা বা প্রতিবন্ধকতায় যে পদস্খলন হয়ে থাকে তার জন্য দায়ী হলো কাজের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ এবং ঝোঁক প্রবণতা।

যারা ইসলামী আন্দোলনের কাজকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করছেন তাদের মধ্যে সততা এবং একনিষ্ঠতার কোনো অভাব নেই ; একথা আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। কেননা তাদের পূর্ববর্তী ইসলামী আন্দোলনের পতাকাবাহীদের প্রতি যে অমানুষিক যুলুম-নির্যাতন ও হত্যাজজ্ঞ চালানো হয়েছে তা দেখে-শুনেই এ পথকে তারা সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছে।

যাত্রা পথের এ বিন্দু থেকেই অভিজ্ঞতা আর অনুশীলনের মাধ্যমে আজকের চক্ষুষ্মান মুসলিম যুবকদের দ্রুত চক্ষু খুলে দিতে চাই। এটা হবে তাদের প্রতি সহানুভূতি। যার ফলে তারা অজ্ঞতাবশতঃ পথের কোনো পিচ্ছিল জায়গায় হোঁচট খাবে না। স্থিতিশীলতার পর তাদের পদচ্যুতি ঘটবে না। দুর্বোধ্য হয়ে যাবার পূর্বেই তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবে। ঔষধের চেয়ে সংযমের নীতি অপেক্ষাকৃত ভালো ; এটা তারা উপলব্ধি করতে পারবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র কালামে বলছেন ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○ (الانعام : ١٥٣)

"আমার এ পথ খুবই সোজা। অতএব এ পথের অনুসরণ করো। অনেক পথ অবলম্বন করো না। তাহলে তোমরা তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার উপদেশ যাতে করে তোমরা সংযমী হতে পারো।"-(সূরা আল আনআম ১৫৩)

www.nagorikpathagar.org

তিনি আলো বলেছেন ঃ

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ط وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ (يوسف :١٠٨)

"(হে রসূল !) আপনি বলে দিন যে, এটাই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীগণ বুঝেশুনেই আল্লাহর পথে আহ্বান জানাচ্ছি। মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই।"

–(সূরা ইউসুফ ঃ ১০৮)

প্রতিবন্ধকতা ও পদস্খলনের উপকরণ

ইসলামী আন্দোলনের পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা এবং পদচ্যুতির সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং বক্র পথ অবলম্বন করার ক্ষেত্রে দায়ী উপকরণগুলো আলোচনা করা ভালো মনে করছি। অতীত বছরগুলোতে যে ধর্মীয় শূন্যতার মধ্যে যুব সম্প্রদায় বড় হয়েছে, ধর্মীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে যে প্রাণহীনতা, দীনি তরবিয়াতের যে অভাব বর্তমানে পরিলক্ষিত হচ্ছে, বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা আর অবিচারের যে প্রবাহ দেখা যাচ্ছে, ইসলামী আন্দোলনকারীদেরকে নিয়ন্ত্রণকারী দলের মধ্যে নৈতিক অনুপস্থিতি সহ আকীদার মধ্যে যে সন্দেহের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ যে যুলুম, ধর-পাকড় ও চাপের সম্মুখীন হচ্ছে তার কাজ হলো ইসলামের প্রতি অধীর আগ্রহী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া, চ্যালেঞ্জ এবং উন্মাদনার সৃষ্টি করা। বিশেষ করে যুবকদেরকে বেশী উত্তেজিত করা। এটা এমন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার যা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে এমন কিছু নিয়ম-নীতি থাকা আবশ্যক যা পদচ্যুতি থেকে আন্দোলনকারীকে রক্ষা করতে পারে। এবং এমন অশুভ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবার থেকে তাঁকে বাঁচাতে পারে যার শেষ পরিণতি শুভ নয়।

নিয়তের দোষ নেই

যেসব প্রতিবন্ধকতা আন্দোলনের সঠিক পথ থেকে আন্দোলনকারীকে দূরে সরিয়ে দেয় সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনার দ্বারা আমরা শুধু নসিহত এবং সঠিক পথপ্রদর্শন করতে চাই। এর উদ্দেশ্য হলো একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। আমরা কারো ইচ্ছা বা নিয়তের প্রতি দোষারোপ করছি না বা কারো দোষের কথা উল্লেখ করছি না। অথবা কোনো মুসলিম ব্যক্তির প্রতি অন্যায় আচরণ করতে চাচ্ছি না।

www.nagorikpathagar.org

অল্প বিদ্যা ও এর প্রতিবন্ধকতা

ইসলামী আন্দোলনের পথে অল্প বিদ্যার ফেতনাটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক ফেতনা। ইসলামী আন্দোলনকারী কিছু বিদ্যা ও জ্ঞানার্জনের ময়দানে বিচরণ করার সুযোগ পবার পর সেই ময়দান থেকে অবসর নিলে মনে করে সে এক বিরাট জ্ঞান ভাণ্ডারের মালিক হয়ে বসেছে। জ্ঞানের আলোর প্রথম স্ফুলিংগেই সে ঝলসে যায়। অল্প পড়া-শোনা এবং সামান্য জ্ঞান চর্চার পর সে ধারণা পোষণ করে, তার আহরিত জ্ঞান, জ্ঞানের এক বিরাট ভাণ্ডার। সে মনে করে জ্ঞানের যে স্তরে সে পৌঁছেছে তা দিয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে হুকুম-আহকাম ও আইন-কানুন বের করতে সক্ষম। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা এমন নাও হতে পারে। বরং কুরআন ও হাদীসের মূল উদ্বৃতির মর্ম উদ্ধারে সে অক্ষম ও স্থবির হয়ে যেতে পারে। অল্প জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অনেক সময় কারো যুক্তি-তর্ক মানতে রাজী হয় না। তার মধ্যে হয়ত অহংকার এসে যায়। সে তখন তার কাছে পেশকৃত সমস্যাগুলোর ব্যাপারে শরীয়াতের ফায়সালাদানের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। তাই জনৈক জ্ঞানী যথার্থই বলেছেন, "ফতোয়া দানের ব্যাপারে সে ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশী আগ্রহী, যার জ্ঞান অপেক্ষাকৃত কম।" আমাদের পূর্বসুরী মুজতাহিদ ও ইমামগণের মতামতের সাথে কোনো ব্যাপারে মিল না হলে কেউ কেউ তাদের মান-মর্যাদাকে খাট করে দেখায়। এতটুকু না হলেও অন্ততঃ পক্ষে একথা বলে ছাড়ে তাতে কি ? তারাও মানুষ আমরাও মানুষ।

জ্ঞানার্জনের অদম্য পিপাসা আন্দোলনকারীকে গ্রাস করে ফেলা এবং নিজে পড়াশুনার মোহে নিপতিত হওয়া, তার সংগ্রামী চেতনাকে জিহাদের ময়দানের কাজ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালনের চেয়ে কেবল মাত্র পড়া-শুনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে ফেলা বিদ্যার আরেকটি বিপজ্জনক দিক। অথচ জিহাদের ময়দানে তার শ্রম-সাধনাকে কাজে লাগানোই হলো আন্দোলনের মূল দাবী। পড়া-শোনার বিষয়টা শেষ পর্যন্ত তার কাছে একটা মানসিক খোরাক এবং জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে এক প্রকার বিলাসে পরিণত হয়। শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বিষয়ে পত্র -পত্রিকা এবং সাময়িকীর পৃষ্ঠা নিয়ে অন্যের সাথে এক প্রকার প্রতিযোগিতার রূপগ্রহণ করে। ঈমান, জিহাদ ও অভিজ্ঞতার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তখন তার কাছে একজন মানুষের মূল্য যেন বই পড়ার পরিমাণ বা সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল। এ মানসিকতা ন্যায়ের পরিবর্তন এবং মানুষের প্রতি অমর্যাদা বৈ কিছু নয়। এর দ্বারা কোনো ফলপ্রসু সহযোগিতা বা সাহায্য আশা করা যায় না।

এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদেরকে অহংকার ও আত্মম্ভরিতাহীন জ্ঞান লাভ করতে হবে। সবসময়ই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমাদের জানার

www.nagorikpathagar.org

চেয়ে অজানা বিষয়ই অনেক বেশী রয়েছে। যে ব্যক্তিই মনে করে, অনেক কিছু শিখে ফেলেছে, সে-ই মূর্খতার পরিচয় দিলো।

আমরা যেনো ইলমের সাথে আমলের ওতপ্রোত সম্পর্ক রাখি। ফতোয়াদানের ব্যাপারে আমাদের উদগ্রীব হওয়া উচিত নয়। সঠিক মতামত ব্যক্ত করার ব্যাপারে আমাদেরকে উদার ও প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় দিতে হবে। সীমিত উপলব্ধির দ্বার রুদ্ধ করতে হবে। মানুষের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। সে ব্যক্তির ওপর আল্লাহর অশেষ রহমত যে নিজের মর্যাদাকে উপলব্ধি করতে পেরেছে।

প্রধান ও অপ্রধান বিষয়

ইসলামী দাওয়াতের পথে আরো একটি জটিলতা হলো এই যে, সাধারণত দেখা যায়, দায়ী প্রথমেই মূল জিনিসের পরিবর্তে প্রাসংগিক বাহ্যিক দিকের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে। আসল বিষয়ের চেয়ে বাহ্যিক কাঠামোর প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয়া অর্থাৎ দায়ী আসল জিনিস বাদ দিয়ে বাহ্যিক দিক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়। এ পথ অবশ্যই ভুল। বিপজ্জনকও বটে। তাই আমার উচিত কাউকে ইসলামের শাখা-প্রশাখার প্রতি আহ্বান জানানোর পূর্বে সর্বপ্রথম ইসলামের মৌলিক আকীদার প্রতি আহ্বান জানানো এবং তা তাঁর অন্তরে বদ্ধমূল করে দেয়া। এতে করে তার মধ্যে আল্লাহর নির্দেশের কাছে মাথানত করার মানসিকতা সৃষ্টি হবে। যাতে করে তার মধ্যে ইসলামের প্রতিটি দাবী পূরণ করার মন সৃষ্টি হয়। সন্তুষ্ট চিত্তে এবং আগ্রহ সহকারে তার ওপর অর্পিত সর্ব প্রকার দীনি দায়িত্বকে আল্লাহর ইবাদাত মনে করে সে পালন করে। তারপর আমরা যদি যাত্রা লগ্নেই অপ্রধান বিষয়গুলোকে এমন প্রধান বিষয়ে রূপান্তরিত করি যা না হলেই নয় এবং এগুলোকে পথ চলার পূর্ব শর্ত হিসেবে অন্তরে স্থান দেই তাহলে আমরা যাদেরকে আন্দোলনের পথে আহ্বান জানাচ্ছি তাদেরকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেবো। এর দ্বারা আমরা তাদের এবং আন্দোলনের মধ্যে যে পথ রয়েছে তার মাঝখানে একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ফেলবো। যার ফলে আমরা দেখতে পাবো যে, এ ভুল পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে আমরা নিজেদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি। তাই আমাদের উচিত, নিজের জন্য কি অপরিহার্য আর অন্যের জন্য কি অপরিহার্য এ দু' এর মধ্যে পার্থক্য যাচাই করে দেখা। এটাত আমাদের জানা কথা যে, অন্তরের মধ্যে ইসলামী আকীদাকে বদ্ধমূল করার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হয়েছে। যার ফলে এমন শক্তিশালী ঈমান সৃষ্টি হয়েছে যার দ্বারা তার ধারক-বাহক আল্লাহর নির্দেশাবলীর সামনে বিনা দ্বিধায় মাথানত করতে বাধ্য

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে। এ বিজ্ঞান সম্মত নীতি পরিত্যাগ করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করছেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ

"তুমি তোমার রবের পথে মানুষকে হিকমত (কৌশল) এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান জানাও।"–(সূরা আন নাহল ঃ ১২৫)

কেউ যেনো একথা চিন্তা না করে যে, এর দ্বারা আমরা দীনের অপ্রধান বিষয়গুলোর মর্যাদাকে খাট করে দেখছি কিংবা অবহেলা করছি। আমরা বরং গুরুত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে বিষয়গুলোর ক্রমিক মান এবং পদ্ধতির কথা বলছি। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আসল বিষয়ের পূর্বে বাহ্যিক বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে তার দ্বারা এমন কিছু কাজের সূচনা হবার আশংকা রয়েছে যা ইসলামের ক্ষতিসাধন করবে।

কঠোরতা ও অবজ্ঞা

আন্দোলনের পথিক পূর্বোক্ত প্রতিবন্ধকগুলোতে বিচ্যুত হওয়া থেকে হয়ত বা মুক্ত থাকতে পারে কিন্তু তাকে এমন বাধা-বিপত্তির মুকাবিলা করতে হতে পারে, যার বিপদাশংকা কোনো অংশে কম নয়। আর তাহলো, জীবনকে কঠিন করে তোলা। এমন দায়িত্ব-কর্তব্য এবং এতাআত ও ইবাদাতের ভার নিজের ওপর টেনে নেয়া যা পালন করার ক্ষমতা নেই। এর সাথে সাথে এ বিশ্বাস রাখা যে, এটা আত্মার অনুশীলন এবং আল্লাহর বিধান মতে চলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। এর ফল অধিকন্তু এ দাঁড়ায় যে, সে শেষ অবধি চলার গতি ঠিক রাখতে পারে না এবং পথিমধ্যে হোচট খায়। পরিশেষে তার অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, সুন্নাত নফল দূরে থাকুক, মৌলিক ফরযগুলো পালন করতেও সে কার্পণ্য করে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পন্থা অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা কঠোরতা করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কঠোরতা অবলম্বন না করো।"

পাঠকের কাছে একটি বিষয় তুলে ধরা আবশ্যক বলে মনে করছি। তা হচ্ছে, কোনো বিষয়ে চেষ্টা-সাধনা ও দৃঢ়তার পথ অবলম্বন করা আর কঠোরতা ও সাধ্যাতীত পন্থা অবলম্বন করার মাঝে কি পার্থক্য রয়েছে।

মানুষের মন হচ্ছে অবোধ শিশুর মতো। তার ব্যাপারে আপনি যদি উদাসীন থাকেন, (সময়মত শক্ত খাবারে অভ্যস্ত না করেন) তাহলে বুকের দুধের প্রতি আকর্ষণ নিয়েই সে বেড়ে উঠতে থাকবে। আর অন্যান্য কঠিন খাদ্যে তাকে অভ্যস্ত করে তুললে সে কঠিন খাদ্যই গ্রহণ করতে থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

অতএব মনটাকে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ করে তৈরি করতে হবে। কিন্তু তা হতে হবে মনের শক্তি ও সামর্থের সীমারেখার মধ্যে। এ আঙ্গিকেই দোয়া করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা আমাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ج

"হে আমাদের রব ! যে বোঝা বহন করার শক্তি আমাদের নেই, তা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিও না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৬)

ইসলামী আন্দোলনের পথ দীর্ঘ ও কন্টকাকীর্ণ। তাই এ আন্দোলনের বিরামহীন পথে চলার জন্যে একজন ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে, নিজের শক্তি ও সামর্থের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব কাঁধে না নেয়া। কারণ, লাগাতর স্বল্প কাজ থেমে যাওয়া অনেক কাজের চেয়ে উত্তম। মনে রাখতে হবে যে, কোনো কাজে বাড়াবাড়ি অথবা ত্রুটি কোনোটাই ঠিক নয়। তাই ইসলামী আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে প্রত্যয়ী ও দৃঢ় সংকল্পের লোক।

অসহিষ্ণুতা এবং ধৈর্য

ইসলামী আন্দোলনের একজন পথিক তার দীর্ঘ পথ পরিক্রমার দিকে তাকিয়ে হয়ত দেখতে পাবে, আন্দোলনের কর্মীরা অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছে। অপরিসীম ত্যাগ-তিতীক্ষার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। তা সত্ত্বেও বিজয়ের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তখন তার ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি তাকে শক্তি ও অস্ত্র ব্যবহারের প্রতি ধাবিত করতে পারে। তার মতে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে–আন্দোলনের দীর্ঘ পথকে সংক্ষিপ্ত করা। এ আবেগে সে মনে মনে বলতে থাকে ঃ

وَانى وان كنت الاخير زمانه
لات بما لم يستطعه الاوائل ،

আগমন আমার ঘটেছে যদিও
যমানার শেষ ভাগে।
এমন কিছু করবো আমি
পারেনি যা পূর্বসূরীরা আগে।

এ আবেগের ফলে সে এবং তার সমর্থকরা এমন দুঃসাহসিক কিছু কাজ করে ফেলতে পারে যা বিবেচনা বহির্ভূত এবং যা দ্বারা কখনো কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। বরং এর দ্বারা ইসলামী আন্দোলনের ক্ষতিই সাধিত হবে। সাথে সাথে আন্দোলনকে একটি ক্ষতিকর পরিণতির দিকে ধাবিত করবে।

www.nagorikpathagar.org

একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঈমান ও আকীদার শক্তিই হচ্ছে প্রধান শক্তি। এরপরই হচ্ছে ঐক্য এবং পারস্পরিক সম্পর্কের শক্তি। এর পরের স্থানই হচ্ছে—বাহুবল এবং অস্ত্র বলের।

এ ক্ষেত্রে শহীদ ইমাম হাসানুল বান্না তাঁর "আল ইখওয়ান, শক্তি ও বিপ্লব" শিরোনামে পেশকৃত প্রবন্ধে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সুস্পষ্ট কিছু কথা উল্লেখ করেছেন।

রাজনীতি ও প্রশিক্ষণ

ইসলামী আন্দোলনের পথে আরো একটা প্রতিবন্ধকতা এমন রয়েছে, যা আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে দূরে নিয়ে যায়, তাহলো আমরা মযবুত শক্তিশালী ভিত্তি রচনার জন্য সংগঠন ও তরবিয়াতের বাধ্যবাধকতা এবং ইস-লামের মহান শিক্ষার অপরিহার্যতার ব্যাপারে নমনীয় ভূমিকা পালন করে থাকি। আর রাজনৈতিক দলগুলোর মতো আমরাও রাজনৈতিক পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকি। তরবিয়াতের বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণে অধিক লাভের সম্ভাবনা হতে সৃষ্ট সংখ্যাধিক্য দ্বারা আমরা ধোঁকা খাই ও প্রতারিত হই। এ পদ্ধতি এমনই বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর যার শেষ পরিণতির কথা চিন্তা করা যায় না। এর দ্বারা এমন শক্তিশালী উপাদান তৈরি হয় না যার দ্বারা কোনো বিজয় সূচিত হতে পারে। ইসলামের স্থিতিশীলতা অর্জিত হতে পারে। সংখ্যাল্পতা আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের কাম্য হলো গুণ সম্পন্ন লোক। আমরা সেই ইসলামী মডেল চাই যে ঈমানের বলে বলিয়ান। যে ইসলামী আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী। যে আন্দোলনের পথে নিজেকে বিলীন করে দেয়। যে মৃত্যু পর্যন্ত আন্দোলনে অটল ও অবিচল। তাই আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হলো তরবিয়াতের পথকে গ্রহণ করা এবং এছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পথে সন্তুষ্ট না হওয়া।

ইসলামী আন্দোলন ও তার ব্যক্তিবর্গ

আমরা মানুষ। আমরা কোনো কাজে ভুলও করতে পারি, ঠিকও করতে পারি। মত প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে মতভেদ হতে পারে। এটা একই ময়দানে কর্মরত কর্মীদের ব্যাপারে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এ মতভেদ প্রীতি ও আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসার ছত্রছায়ায় হতে হবে। মতভেদ হতে হবে সরলতা ও আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতার প্রতিচ্ছবি। ভুল শোধরানো, মতামত গ্রহণ করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক ও সহজ ব্যাপার। কেননা সম্প্রীতির উদ্দেশ্যে উদ্ভূত মতভেদ কোনো সম্পর্ক বিনষ্ট করতে পারে না। কিন্তু যখনই অন্তর এবং ব্যক্তিত্বের ভারসাম্যহীনতা ঘটে

www.nagorikpathagar.org

এবং আন্দোলন ও তার স্বার্থের ওপর আঘাত হানে, ব্যক্তি স্বার্থের জন্য যখন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ক্রোধ আত্মপ্রকাশ করে, পাপ-পঙ্কিলতার মাধ্যমে যখন সম্মান অর্জিত হয়, আর ব্যক্তি বিশেষের প্রতি সৌজন্য ও ভদ্রতা যখন আন্দোলনের নামে প্রকাশ পায় তখনই শয়তান এতে অনুপ্রবেশ করে। ফলে বিচ্ছিন্নতা সংঘটিত হয়। সমস্ত প্রচেষ্টা নস্যাত হয়ে যায়। মতপার্থক্য এবং আপোষ-নিষ্পত্তিতেই সময়ের অপচয় হয়। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের বহুবার পুনরাবৃত্তি ঘটে। অবশেষে আন্দোলন ও তার স্বার্থই এর কোপানলে পতিত হয়। সবচেয়ে উত্তম কর্তব্য হলো আন্দোলনের উদ্যমকে পারস্পরিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করা। সম্ভাবনাময় তরুণ বংশধরদের কাছে শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রস্তুতির মাধ্যমে সেই উদ্যম ও সাধনাকে কাজে লাগানো।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা আমরা আন্দোলনের এ অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতাগুলো সম্পর্কে সাবধান ও সতর্ক করাটাই চেয়েছিলাম। সর্বাগ্রে ও সর্বশেষে আমরা আল্লাহর কাছে এ সাহায্যই কামনা করছি, যেনো আমাদেরকে তিনি সঠিক পথ অবলম্বন করার তাওফীক দান করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী আন্দোলনের পথে বাধা-বিপত্তি ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

বাধা-বিপত্তির গুরুত্ব ও তার বিপদাশংকার প্রতি খেয়াল করে এবং কতিপয় ভাইয়ের আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে আরো স্পষ্ট আলোচনা অত্যাবশ্যক। এ আলোচনা অবশ্য কারো নিয়ত ও ইচ্ছার প্রতি দোষারোপ কিংবা কোনো মুসলিমের ক্ষতি করার জন্য হওয়া উচিত নয়। আমরা প্রথমেই সেই মুসলিম যুবকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চাই, যে ইসলামের কল্যাণ সাধনের জন্য উদগ্রীব। কিন্তু তার ধ্যান-ধারণায় রয়েছে ত্রুটি আর উপলব্ধির মধ্যে রয়েছে পূর্ণতার অভাব। এ দু'টি বিষয়ই তাকে নির্দিষ্ট কোনো পরিস্থিতির ছত্রছায়ায় আন্দোলন সম্পর্কীয় কিংবা আদর্শগত কোনো প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পদস্খলন ঘটিয়ে দেয়। কালের গতির সাথে সাথে আন্দোলনের প্রতি তার বিমুখতাও বেড়ে যায়। তার আচার-আচরণে সীমালংঘন করার প্রবণতা এবং ভুল-ভ্রান্তি বৃদ্ধি পায়। তার এ অবস্থা ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে যতদিন আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমত দ্বারা তাকে ঢেকে না ফেলেন। এবং সঠিক পথে তাকে নিয়ে না আসেন। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করছেন ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (الانعام : ١٥٣)

"এটাই আমার সোজা ও সরল পথ। অতএব এরই অনুসরণ করো। তোমরা একাধিক পথ অনুসরণ করো না। যদি করো তাহলে তোমাদেরকে (বহু পথের অনুসরণে) তাঁর পথ থেকে সরিয়ে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এটাই হলো তোমাদের প্রতি আল্লাহর হেদায়াত যাতে করে তোমরা খোদাভীতি অর্জন করতে পারো।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১৫৩)

কিছু বৈপরিত্ব ও সংশয়

আমাদের সমাজে আত্মমর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল মুসলিম ব্যক্তি তার চারপাশে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পান যে, বর্তমান সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কিছু বাস্তব নমুনা এবং ইসলামী সমাজের যে যে চিত্র অংকন করেছে তার মধ্যে আর বর্তমান অন্যায় অপরাধ ও পাপ-পঙ্কিলতায় সৃষ্ট জীবন ও ইসলামের পূত-পবিত্র জীবনের মধ্যে বিরাট বৈপরিত্ব বিরাজ করছে। সমাজের এ অবস্থা দেখে সে বিরাট দ্বিধা ও সংকোচ অনুভব করে। সে ভাবে যে, এ পরিবেশ

www.nagorikpathagar.org

পরিস্থিতির কাছে কি মাথানত করবে ? ইসলাম এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধন করার জন্য যে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য তার ওপর অর্পণ করেছে তা ভুলে গিয়ে কি নেতিবাচক এমন কাজ করবে যা অন্যান্য লোকেরা করে থাকে ? আর এ পদ্ধতির মাধ্যমেই কি ইসলামের সঠিক সামাজিক চিত্র তুলে ধরা যাবে ? না ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে ইসলামী আকীদার অনিবার্য দাবী অনুযায়ী সমাজ পরিবর্তনের কাজ করে যাবে। সচেতন হৃদয় অবশ্যই দ্বিতীয় অভিমতকেই অগ্রাধিকার দিবে। কেননা অন্তরের ওপর ধ্যান-ধারণা ও আকীদার এক শক্তিশালী আধিপত্য রয়েছে।

এখানেই মানুষের চিন্তা শক্তি তার সব পথ খুঁজে বেড়ায়। বিশেষ করে চিন্তাশীল যদি যৌবন বয়সের এবং যুগের নব্য অভিজ্ঞতা অর্জনকারী হয়ে থাকে, তাহলে এ মুহূর্তে যদি এমন পথের দিশারী খুঁজে না পায় যে, তার হাত ধরে কর্ম ও চিন্তা-ভাবনার সঠিক পথে নিয়ে যেতে পারে তখনই সে সত্য পথ থেকে ছিটকে পড়ে আর ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যে নিপতিত হয়। অথচ সে দৃঢ়তার সাথে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে-ই সঠিক পথে রয়েছে। আর অন্যরা ডুবে রয়েছে ভ্রান্তির মধ্যে। এর দ্বারা যে পন্থায় সে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ করতে চাচ্ছে, সে পন্থায়ই ইসলামের ক্ষতি করে বসবে।

দায়ী কে ?

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর সৎ নিয়ত ও সদিচ্ছার ব্যাপারে আমরা সচেতন থাকার পরও খোদ পথভ্রান্ত ব্যক্তিকেই আমরা দোষারোপ করবো ? আর পদচ্যুতির জন্য তাকেই দায়ী বলে গণ্য করবো ? নাকি এর জন্য দায়ী প্রকৃত কারণগুলো বর্ণনা করবো ?

এ পদচ্যুতি বা ভ্রান্তির কারণ হচ্ছে, সঠিক ধর্মীয় মূল্যবোধের দীর্ঘ শূন্যতা যা এখনো বিদ্যমান আছে। সেই বিরাট বৈপরিত্য যা পরিলক্ষিত হচ্ছে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বর্তমান সমাজ আর কাংখিত ইসলামী সমাজের মধ্যে। অতপর সেই অমানুষিক যুলুম-নির্যাতনও একটি কারণ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা প্রতিনিয়ত যার সম্মুখীন হচ্ছে। পক্ষান্তরে সেই স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা এর জন্য দায়ী যা অকল্যাণ সাধনকারীরা উপভোগ করছে।

পরিশেষে দলের সেই কার্যকর নৈতিক অভাবও এর জন্য দায়ী যা ইসলামের জন্য কাজ করতে আগ্রহী যুব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। তাদের চলার সঠিক পথ দেখাতে পারে। তাদের চোখ খুলে দিতে পারে। সেই মহান পথে তাদেরকে পরিচালিত করতে পারে যে পথে চলেছিলেন বিশ্বনবী মুহাম্মদ

www.nagorikpathagar.org

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাওফীক দিলে সে মহান পথেই চলবো।

চিন্তা ও আদর্শিক প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে কোনো কোনো যুবকের পদচ্যুতির জন্য উপরোক্ত কারণগুলোই প্রধানত দায়ী।

যেমন আমরা দেখতে পাই যে, অন্যের ধ্যান-ধারণা তথা আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি জঘন্য হুকুম চাপিয়ে দেয়া হয়। আর এ অন্যায় হুকুমের ওপর ভিত্তি করেই বিবেচিত হয়, তার সাথে কি ভূমিকা পালন করা হবে। আচার-আচরণ কেমন হবে। কিভাবে তার সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে। এমনিভাবে তার সাথে সংঘটিত বিবেচনাহীন আবেগ তাড়িত অপরিনামদর্শী কর্মকাণ্ড।

অতএব যদি আমরা উপরোক্ত ক্ষতিকর কারণগুলোর প্রতিকার চাই তাহলে এ ধরনের ক্ষতিকর বিষয়গুলো নিরসন করার জন্য কাজ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। ইসলাম আমাদের ওপর যে দায়িত্ব ফরয করে দিয়েছে তা থেকে আমরা এটাই অনুধাবন করতে পারি যে, ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও কাজের সঠিক পথ অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের মুসলিম যুব সমাজের কাছে তুলে ধরবো। সাথে সাথে মহান আল্লাহর কাছে তাঁর সাহায্য চাইবো এবং সঠিক পথের দিশা কামনা করবো।

চিন্তার ব্যাপকতা ও গভীরতা

ইসলামের জন্য কোনো কাজ করার সময় চিন্তা-ভাবনার ব্যাপকতা ও গভীরতা অত্যন্ত জরুরী। ব্যাপারটা এ রকম নয় যে, কাজের ফলাফল ও পরিণতির কথা চিন্তা-ভাবনা না করে শুধু মাত্র ব্যক্তিগত উন্মত্ততা ও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে আপন খেয়াল-খুশী মুতাবেক কোনো না কোনো উপায়ে উদ্যমতার প্রকাশ ঘটাবে। বিভিন্ন পরীক্ষা আর অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য এ প্রমাণই পেশ করেছে যে, প্রবল উন্মত্ততা কোনো ব্যক্তির দৃঢ় ঈমানের পরিচয় বহন করে না। বরং এর দ্বারা অধিকন্তু যা প্রমাণ হয় তাহলো নিজের দুর্বলতা, আর যাত্রা পথে দুঃখ-কষ্ট এবং ধৈর্যধারণ করার অপ্রস্তুতি, অপারগতা। ভাব প্রবণতা ও উন্মত্ততার বশবর্তী হয়ে সে এ কল্পনাই করে থাকে যে, ইসলামের জন্য সে এমন কিছু সাধন করতে পারবে যা ইতোপূর্বে অন্য কেউ করতে পারেনি। এর দ্বারা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, যা এমন সব লোকদেরকে কাপুরুষ ও দুর্বল বলে দোষারোপ করতে সাহায্য করবে যারা তার মতো উন্মত্ততা ও ঝোঁকপ্রবণ ছিলো না।

যে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ণের জন্য ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা শ্রম সাধনা করে যাচ্ছে, তা বিরাট ও মহান। এটা কেবলমাত্র আংশিক বা স্থানীয় পরিবর্তনের

www.nagorikpathagar.org

নাম নয়। বরং এ পরিবর্তন একটি বিশ্বজনীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামান্তর। কেননা আমাদের আন্দোলন হলো বিশ্বজনীন। গোটা মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তাই এ আন্দোলনের শত্রুরাও বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে আছে। শুধু স্থানীয়ভাবে বিরাজ করছে না। আজকের বিশ্ব গতকালের বিশ্ব নয়। আধুনিক যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা বিশ্বের এক অংশকে অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে দেয়নি। তারপর এটাও হিসেব করে দেখা প্রয়োজন যে, বিশ্বের যে কোনো অংশের যে কোনো ঘটনার জন্য একটা ত্বরিত প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

সঠিক পথ

কাজের ব্যাপকতা, প্রতিবন্ধকতার আধিক্য এবং শত্রুর নীরবতার অর্থ ইসলামের জন্য কাজ করা থেকে বিরত থাকা নয়। বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া নয়। সত্য-নিষ্ঠ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থেকে অবসর গ্রহণ করা নয়। সবকিছুই আমাদের করতে হবে—তবে সঠিক পথে করতে হবে।

আকীদার মূলনীতিকে হৃদয়ে বদ্ধমূল করতে হবে। মু'মিন, সত্যবাদী এমন এক বংশধরকে শিক্ষা-দীক্ষায় প্রস্তুত করে তুলতে হবে, যে বংশধর সমাজ পরিবর্তনে সক্ষম হবে। এমন পরিবার প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টান্ত তুলে ধরবে। ইসলামকে গণমুখী করে তোলার জন্য আন্দোলনের পক্ষে কাজ করে যাবে। এসবই হলো ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মযবুত ভিত্তি। আল্লাহর আহ্বানকে ভূপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এটাই একমাত্র সঠিক পথ। ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে ফলাফল লাভের জন্য তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। কেননা এ ক্ষেত্রে সময়কে আন্দোলনের বয়স দিয়ে বিচার করতে হবে। মানুষের বয়স দিয়ে নয়।

কেউ হয়ত বলতে পারে যে, এ পথ খুবই মন্থর। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের বাস্তবায়ণ এ পথে সম্ভব নয়। বিশেষ করে ধ্বংসের উপাদান ও বাতিলের অস্ত্র সত্য ও ন্যায়পন্থীদের গড়া কাজকে একটার পর একটা নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। আমি বলবো একথাটা মোটেও ঠিক নয়। কেননা ইতিহাস তা মিথ্যা প্রমাণ করেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র একথারই নিশ্চয়তা বিধান করছে যে, আল্লাহর দাওয়াত ঠিক এ রকম পথেই যাত্রা করেছিলো এবং এ ধরনের পরিস্থিতির মধ্যেই পথ অতিক্রম করেছিলো। তদুপরি কাফেরদের ষড়যন্ত্র এবং দুরভিসন্ধি সত্ত্বেও আন্দোলন তার ভিত্তিকে মযবুত করে নিয়েছিলো। আর আল্লাহ এর স্থিতিশীলতা দান করেছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছিলো তার ঈমানী শক্তির এবং আকীদার দৃঢ়তার কারণে।

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে, আল্লাহ অচিরেই হককে হক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন আর বাতিলকে বাতিল হিসেবে প্রমাণিত করবেন এতে পাপাচারীদের যতই গাত্রদাহ হোক না কেন।

আল্লাহ্ তাআলা যথার্থই বলেছেন ঃ

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ط فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ج وَاَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ط كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ط

"এভাবেই আল্লাহ্ তাআলা হক ও বাতিলের বর্ণনা দেন। যা অকল্যাণকর তা বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, আর যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা মাটিতে স্থিতিশীলতা লাভ করে। এভাবেই আল্লাহ্ তাআলা উদাহরণ পেশ করেন।"–(সূরা আর রাদ ঃ ১৭)

বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ও অন্যায়ের মূলোৎপাটন

আমাদের সমাজের অধঃপতন মুখী অবস্থার পরিবর্তন করা, বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টিকারী যাবতীয় রীতি-নীতি এবং ধ্যান-ধারণা পাল্টে দেয়ার দায়িত্বানুভূতি থাকার অর্থ এই নয় যে, এক্ষুণি তার পরিবর্তন সাধন করে ফেলতে হবে। আর সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে এ সমস্ত রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে এবং খণ্ড যুদ্ধের মাধ্যমে এ ধারণা পোষণকারীদের মুকাবিলা করতে হবে। এ রকম করলে ইসলামী কর্মকাণ্ডের রূপরেখাকে মানুষ বিভ্রান্তিকর বলে মনে করবে এবং আল্লাহর পথে আহ্বানকারী তথা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাছ থেকে মানুষ পালাতে থাকবে। সাথে সাথে ইসলামী আন্দোলনকারী এবং অপরাপর মানুষের মধ্যে অন্যায়ভাবে বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে।

এ রকম ধারণা করা মোটেই উচিত নয় যে, (বেদআত উৎখাতের ক্ষেত্রে) কতিপয় কবর ভেঙ্গে দিলেই সাধারণ মানুষ সেসব কবরের চারপাশের শরীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হয়ে যাবে অথবা এ ঘটনা ভবিষ্যতে স্মৃতি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করতে নিষেধ করবে। অথবা এমনটি চিন্তা করাও ঠিক নয় যে, মদের আড্ডাগুলো আর অপকর্মের স্থানগুলো নিশ্চিহ্ন করে দিলেই সমাজ অপরাধ মুক্ত হয়ে যাবে। একথাতো আমাদের অজানা নয় যে, (মিসরের) আল হারাম নামক রাস্তার কতিপয় কুকর্মের স্থানগুলোর ওপর শেষ পর্যন্ত কি ধ্বংস ও প্রলয়কাণ্ড ঘটে ছিলো ? অর্থাৎ কুকর্মের স্থানগুলো নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলো কিন্তু এ ধ্বংস লীলার পর অবস্থাটা কি রকম দাঁড়িয়েছিলো ? অবস্থা তো এই

www.nagorikpathagar.org

হয়েছিলো যে, সে ধ্বংস লীলার ক্ষতিপূরণ দিতে হলো, সংস্কার করতে হলো, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হলো এবং পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার গলা ফাটিয়ে পুনরায় বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলার অনুশীলন চলতে থাকলো। সমাজের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতার প্রমাণ পেশ করার জন্য পত্রিকার একটা প্রচারনাই যথেষ্ট। আর তাহলো, "তারা (ইসলামপন্থীরা) চেয়েছিলো এগুলোর (অন্যায় ও কুকর্মের) ধ্বংস এবং উৎখাত। আর আল্লাহ চেয়েছিলেন এগুলোর অগ্রগতি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি।" এ ধরনের নির্লজ্জতা ও ধৃষ্ঠতাপূর্ণ কথা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ওপর অর্পণ করা হলো। অর্থাৎ কতিপয় ভাবপ্রবণ মুসলমানের ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কুফলের জন্য আল্লাহকেও দায়ী করা হলো।

এ ধ্বংসাত্মক পন্থায় অন্যায়ের পরিবর্তন সাধন করা আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুতেই সঠিক বলে বিবেচনা করা যায় না। এমনিভাবে এ ধারণা পোষণ করাও ঠিক নয় যে, এ (ধ্বংস ও ভাংচুরের) পথ পরিহার করার অর্থই হচ্ছে বাস্তব অবস্থাকে মেনে নেয়া বা তার কাছে মাথানত করা অথবা অন্যায়কে স্বীকৃতি দেয়া। অতএব যেখানে মূল জিনিসটাই নষ্ট সেখানে তার শাখা প্রশাখা বা আনুসাংগিক জিনিসের সংস্কার বা সংশোধনের চেষ্টা করা অর্থহীন।

মক্কা নগরীতে থাকাকালীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি অন্যায় নিপাতের তাগিদে কা'বার চারপাশে অবস্থিত মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলার জন্য ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে নির্দেশ দিতে পারতেন না ? অথবা কাফেরদের শক্তি সামর্থকে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য কি তাদের কোনো নেতাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতে পারতেন না ? (অবশ্যই পারতেন) কিন্তু রাসূল সালাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আন্দোলনের সেই (প্রাথমিক) পর্যায়ে এ জাতীয় (আক্রমণাত্মক) কোনো কাজই করেননি। কারণ, এ ধরনের আংশিক কর্ম মূর্তিপূজারী মুশরিকদের আক্রোশকে উত্তেজিত করে তুলবে। যার ফলে ঈমানদার ব্যক্তিদেরক আক্রমণ ও হত্যা করার জন্য তারা ঘরে ঘরে তল্লাশী চালাবে অথচ মুসলমানদের অবস্থা এখনো নরম তুল তুলে (কাঁচা) ইটের মত রয়ে গেছে (অর্থাৎ যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত কিংবা এর সমুচিত জবাব দেবার মতো শক্তি এখানো হয়নি)। এরপরও যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূর্তি ভাঙ্গার নির্দেশ দিতেন তাহলে মুশরিকরা ধ্বংস প্রাপ্ত মূর্তির সংখ্যার চেয়েও অধিকসংখ্যক নিত্য নতুন মূর্তিস্থাপন করে ফেলতো। কিন্তু যখন উপযুক্ত সময় এসে গেলো তখন সব মূর্তি ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হলো। এরপর মূর্তির কোনো অস্তিত্বই আর টিকে রইলো না। কোনো অভিযোগকারী এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস

www.nagorikpathagar.org

পেলো না। এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো মক্কা বিজয়ের সময়। অথচ এর আগের বছরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানগণ যখন কা'বা ঘর তাওয়াফ করছিলেন তখনও কা'বার চারপাশে মূর্তিগুলো অবস্থান করছিলো। কুরাইশ বংশের কাফেররা তখন মক্কার বাইরে ছিলো। তথাপি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূর্তি ভাঙ্গার নির্দেশ দেননি। কিন্তু এ নির্দেশই কার্যকরী হয়েছিলো—যখন উপযুক্ত সময় হাতে এলো তখন।

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

"সত্যের আগমন ঘটলো আর মিথ্যার হলো বিলুপ্তি। কেননা মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য।"-(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮১)

শক্ত ও মযবুত কাণ্ডবিশিষ্ট বিরাট বৃক্ষটি যখন তার যাত্রা শুরু করেছিলো তখন আল্লাহর ইঙ্গিত রহস্যের কারণেই তার কাণ্ড কিছুটা উঁচু এবং নরম ছিলো। আল্লাহর রহস্যটা এখানে এই ছিলো যে, যখনই বাতাস কিংবা ঝড় তাকে আঘাত করবে তখনই সে বাতাসের সাথে সহজ হয়ে যাবে এবং ঝুঁকে পড়বে। বাতাস চলে যাবার পর তার ঠিক স্থানে ফিরে আসবে। সময়ের গতির সাথে তার শিঁকড়গুলোকে মযবুত করে নিবে। ধীরে ধীরে তার কাণ্ডটা শক্ত হয়ে উঠবে এবং বাতাসের সাথে সাথে তার ঝুঁকে পড়া ও ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। এমনিভাবে এমন এক দিন তার আসবে যখন তার কাণ্ডটা খুব শক্ত হয়ে যাবে, তার শিঁকড়গুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে তখন সে বাতাস ও তুফানের সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। এতে তার কোনো অংশ ভাঙ্গবে না এবং সে মূলোৎপাটিতও হবে না।

আমাদের কল্পনার মতো যদি বৃক্ষের কাণ্ডটা লম্বা ও শক্ত হতো তাহলে অবশ্যই বাতাস ও ঝড়ের আঘাতে সে ধ্বংসের মুখে পতিত হতো। ইসলামী আন্দোলনের সূচনা লগ্নের দুর্বলতা ও সংখ্যাল্পতার অবস্থাটাও ঠিক তেমনি (উদীয়মান শিশু বৃক্ষের মত)। এমতাবস্থায় শক্তি ও কঠোরতার সাথে শত্রুর মুকাবিলা করা সমীচীন নয়। বরং ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হওয়া চাই যাতে করে আন্দোলন শক্তিশালী হতে পারে এবং তার শাখা-প্রশাখা শক্ত হতে পারে। এমনিভাবে সেই বৃক্ষের প্রতি আমাদের বলপ্রয়োগ করাও ঠিক হবে না যার কাণ্ড বেশ শক্ত হয়ে যাবার ফলে বাঁকা করা বা ঝোঁকানো সম্ভব নয়। কেননা বলপূর্বক তা করতে গেলে বৃক্ষের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। আন্দোলনের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ, আন্দোলন যখন শক্তিশালী হয়ে উঠে তখন তার পক্ষে কোনো দুর্বল ভূমিকায় আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। তাই আল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

রাব্বুল আলামীন মুসলমানদেরকে এমন উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন যখন ইসলামী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠলো। আল্লাহ বলেন ঃ

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۝

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকেও অনুমতি দেয়া হচ্ছে (যুদ্ধ করার জন্য) কেননা তারা নির্যাতিত। আল্লাহ নিশ্চিতই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম।"–(সূরা আল হজ্জ ঃ ৩৯)

ধৈর্য, দৃঢ়তা অবলম্বন ও আন্দোলনের প্রচার

আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে জিহাদের জন্য সঠিক ও সর্বোত্তম পন্থা হলো নির্মম অত্যাচারের মধ্যে ধৈর্যধারণ করা, সত্যের সাথে দৃঢ়তা অবলম্বন এবং বার বার আন্দোলনের দাওয়াত পেশ করা। তবে এ কাজ কোনো কোনো সময় আন্দোলনকারীকে শাহাদাতের দিকে ধাবিত করতে পারে। যেমনটি ঘটেছিলো হযরত ইয়াসির এবং হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহ আনহার বেলায়। ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং আন্দোলনের অবিরাম প্রচার এ তিনটি উপাদানই ছিলো ইসলামী আন্দোলনের জীবনে গোপন রহস্য এবং তার স্থায়িত্ব ও বিস্তার লাভের একমাত্র কারণ।

হযরত ইয়াসির, বিলাল, সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুম প্রমুখের দৃষ্টান্তগুলো ইসলামী আন্দোলনের সূচনা লগ্নে, দুর্বল মুহূর্তে এক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলো। তাঁদের জীবন চরিত পাঠ করে আমরা এখনো তাদের সেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকে গতিশীল পাথেয় এবং শক্তি প্রতিনিয়ত অর্জন করে চলছি। আর বাহ্যিক দৃষ্টিতে কেউ কেউ এটাকে নেতিবাচক ভূমিকা হিসেবে ভুল ধারণা করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ পদক্ষেপ ইতিবাচক ভূমিকার শীর্ষে। নির্যাতনে অপরিসীম ধৈর্য, সত্যের সাথে দৃঢ়তা এবং ইসলামী আন্দোলনের বিরামহীন প্রচার এক বিরাট ত্যাগ ও কুরবানী। এ নিঃস্বার্থ ত্যাগ বাতিলপন্থীদের জন্য কষ্টদায়ক গাত্রদাহ এবং ভোগান্তির কারণ। এর পরিসমাপ্তি ঘটে ঈমানী বল এবং আকীদাগত দৃঢ়তার সামনে তাদের পরাজয়ের মাধ্যমে। হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহ আনহুর ঈমানী বল ও দৃঢ়তার দ্বারা আবু জেহেল এটাই বুঝতে পেরেছিলো।

হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহ আনহু সহ অন্যান্য নওমুসলিমগণ যে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেছেন তার অর্থ এই নয় যে, ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদের অর্থ, আত্মার শিক্ষা এবং সেই মুহূর্তে ত্যাগ ও কুরবানীর সঠিক অর্থ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

বাইয়াতে আকাবা [আকাবার শপথ] এবং এ শপথের মধ্যে দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার যে অর্থ লুক্কায়িত ছিলো, তাই তাঁর সচেতনতার সর্বোত্তম প্রমাণ।

জিহাদ এবং আল্লাহর জন্য স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ করা

কোনো কোনো যুবক এ প্রশ্নও করতে পারে যে, জিহাদ যখন আমাদের ওপর ফরয, আমরা যখন নিজেদের জান-মাল আল্লাহর কাছে বিক্রিই করে ফেলেছি তখন কেনইবা আমরা জিহাদে নেমে পড়ছি না আর কেনইবা আল্লাহর পথে নিজেদের জান-মাল বিলীন করে দিচ্ছি না ? এর জবাবে আমি বলবো, যে ব্যক্তি নিজের জান ও মালকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে ফেলেছে তার এ অধিকার নেই যে, নিজ কল্পিত সময়ে এবং কাজে এ বিক্রিত জান-মাল বিলীন করে দিবে। কেননা আল্লাহ্ শরীয়াতের মাধ্যমে যে সময় ও কাজের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন ঠিক সেই সময় ও কাজে জান-মাল উৎসর্গ করতে হবে। যে আল্লাহ্ জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন তিনিই জান-মাল উৎসর্গ করার সময় ও পদ্ধতি সম্পর্কে দিক নির্দেশ করার একমাত্র মালিক। জীবনের সব অবস্থাতেই এর মালিক। চাই সে মুহূর্ত নির্যাতন, ধৈর্যধারণ কিংবা দৃঢ়তা অবলম্বনেরই হোক। অথবা সে মুহূর্ত যুদ্ধ বিগ্রহ আর শত্রুর পীড়াদায়ক ভোগান্তিরই হোক। তাই অতিপ্রীতি, ভাবপ্রবণতা কিংবা ব্যাকুলতা ও ত্বরিত ফললাভের আকাঙ্ক্ষা যেন আমাদেরকে এমন কোনো কর্ম অথবা খণ্ড যুদ্ধের দিকে ধাবিত না করে যার মধ্যে আমাদের অমূল্য জীবন ও সম্পদ আন্দোলনের স্বার্থ সিদ্ধি ছাড়াই বিলীন করে দেয়। কারণ, এর দ্বারা উদ্ভূত পরিস্থিতি বাতিলপন্থীদের স্থিতিশীলতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এ বিষয়ে অতি চমকপ্রদ কথা হচ্ছে ঃ

من باع نفسه لله فلا حق له قبل من اذاه

"আল্লাহর জন্য যে ব্যক্তি স্বীয় জীবনকে বিক্রয় করে দিয়েছে, সে তার নির্যাতনকারীকে হত্যা করার কোনো অধিকার নেই।"

তাই হকের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্। তিনি চাইলে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন আবার শাস্তিও দিতে পারেন।

---

www.nagorikpathagar.org

চিন্তার বক্রতা

ইসলামী আন্দোলনের যেসব বাধা-বিপত্তির কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে, সেগুলো আন্দোলনের জন্য এবং তার কর্মীদের অন্যসব প্রতিবন্ধকতার চেয়ে বেশী মারাত্মক। তদুপরি আরো একটি ব্যাপার হলো, ধ্যান-ধারণা বা আদর্শিক বক্রতা আন্দোলনগত বক্রতার চেয়েও আশংকাজনক। কেননা সঠিক চিন্তা বা ধ্যান-ধারণার ছায়াতলে আন্দোলনকে সংশোধন করা যায় এবং ভ্রান্তপথ থেকে সঠিক পথে নিয়ে আসা যায়। কিন্তু যখন চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার জগতে বিভ্রান্তি থেকে যায় তখন প্রতিটি পদক্ষেপ ও চলন ভঙ্গি এ বিভ্রান্তিকর চিন্তা থেকে জন্ম লাভ করবে। যা কোনো কল্যাণ ও মঙ্গল সাধন করতে পারবে না। বরং অহরহ ক্ষতিই সাধন করতে থাকবে।

এজন্যই ইসলামী আন্দোলনের যাত্রা লগ্নের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই যে, কত নিখুঁত ও স্বচ্ছ আকীদা বা ধ্যান-ধারণা কর্মীদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছিলো, ইসলাম ও তার মিশনের কত সুস্পষ্ট এবং সঠিক ধ্যান-ধারণা হৃদয়ে গ্রথিত হয়েছিলো। একের পর এক যখন অহী নাযিল হচ্ছিলো তখন ইসলামের মূলনীতিগুলো হৃদয়ে গ্রথিত হয়ে যাচ্ছিলো। অহী সবকিছুই স্পষ্ট করে দিচ্ছিলো এবং সংশোধন করে দিচ্ছিলো। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহীর ব্যাখ্যা করে দিচ্ছিলেন। সাথে সাথে তার বাস্তব রূপ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ফলে চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রের সব বিভ্রান্তি মুছে যাচ্ছিলো।

শহীদ হাসানুল বান্না রাহেমাল্লাহুকে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি ঠিক এ পথেই যাবতীয় বিভ্রান্তির উর্ধে থেকে আল্লাহর কিতাব ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকে ইসলামের পবিত্র আকীদা এবং সূক্ষ্ম উপলব্ধির ছায়াতলে সব মুসলিমকে একত্রিত করার জন্য খুবই উদগ্রীব ছিলেন। আকীদাগত বিভ্রান্তি সবসময়ই মানুষকে দলাদলিতে লিপ্ত রাখে। হাসানুল বান্না চেয়েছিলেন মুসলিমদেরকে সলফে সালেহীনের পথে এবং তাঁদের পবিত্র ও বিশুদ্ধ চিন্তার জগতে নিয়ে আসতে। চেয়েছিলেন অহীর ছত্রছায়ায় এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংস্পর্শে ইসলামের যে সঠিক বাস্তবায়ণ হয়েছিলো সে পথে নিয়ে আসতে। এ কারণেই মরহুম হাসানুল বান্না ইসলামের সঠিক উপলব্ধিকে বাইআত (শপথ) এর রুকন (মূলনীতি) হিসেবে গণ্য করেছেন। কেননা অপরাপর মূলনীতিগুলো এর ওপরই নির্ভরশীল থাকে। এর সাথেই বাকী নীতিগুলোর গভীর সম্পর্ক জড়িত থাকে। সাধারণ কাঠামো হিসেবে তিনি এর জন্য বিশটির মত মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন। এগুলো

www.nagorikpathagar.org

অতিরঞ্জন, পক্ষপাতিত্ব এবং বিভ্রান্তি থেকে ইসলামী আন্দোলনকে মুক্ত রাখে। এমনিভাবে বাড়াবাড়ি এবং সংকীর্ণতা থেকেও আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখে। তাই তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, এ আন্দোলন সলফে সালেহীনের আন্দোলন।

চিন্তা ও জ্ঞান জগতের সবচেয়ে বড় অসুবিধা, আমাদেরকে যার মুকাবিলা করতে হচ্ছে তাহলো কুফরীর ফতোয়াবাজী। এখানে ফিকহ শাস্ত্রের বিভিন্ন দিক ও প্রমাণাদী খণ্ডানোর আলোচনা পেশ করতে চাই না। তবে ফতোয়াবাজীর অসুবিধার ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করবো। যাতে এর ভুল-ভ্রান্তি ও বিপদাশংকার পরিসীমা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

ফতোয়াদান কি সবার জন্যই আবশ্যক ?

এটা অবশ্যই আমাদের জানা কথা যে, শরীয়াত আমাদের ওপর কিছু দায়িত্ব অর্পণ করে। শরীয়াত আমাদের কাছে এ দাবীই করে যে, আমরা যেনো অপরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করি। সৎকাজের আদেশ করি। অসৎকাজের নিষেধ করি। আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের প্রত্যেককেই এ প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হবে যে, তোমার পরিবার, তোমার প্রতিবেশী, তোমার পরিচিত ব্যক্তি এবং তোমার সাথে সম্পর্কিত সবাইকে আল্লাহর পথে ডেকেছিলে কিনা, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত মুতাবিক কাজ করার জন্য তাদেরকে আহ্বান করেছিলে কিনা ? এ প্রশ্ন কখনো করা হবে না যে, তুমি অমুক ব্যক্তির ওপর ফতোয়াবাজী করেছিলে কিনা আর কেনইবা অমুকের ওপর ফতোয়াবাজী করনি ? এটা শরীয়াত কর্তৃক আরোপিত কোনো দায়িত্ব নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করার মহান দায়িত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে অনেক কল্যাণ ও সওয়াবের আশা আছে। আর অবহেলা করলে রয়েছে অনেক শাস্তির আশংকা।

অন্যের ওপর ফতোয়া দেয়ার ব্যাপারটা এ রকম যে, তা না করলে তোমার শাস্তির ভয় নেই কিন্তু তুমি যদি তা করতে যাও, তাহলে ভুল সিদ্ধান্তের জন্য তোমাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

এমন ইসলামী রাষ্ট্র বা সরকার যা আল্লাহর শরীয়াত বা বিধান প্রতিষ্ঠা করবে সেই হলো ব্যক্তির আকীদার ব্যাপারে তার অবস্থার সীমা নির্ধারণ করার জন্য একমাত্র দায়িত্বশীল। কেননা তার প্রতিটি আচরণ এটাই প্রতিভাত হবে যে, মুসলিম আর জিম্মী এক নয়। আবার জিম্মী আর মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীও এক নয়। এভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে বৈপরিত্য রয়েছে। তাই এটা কোনো ব্যক্তিগত সমস্যার ব্যাপার নয়। কিন্তু তবু কোনো ব্যক্তির

www.nagorikpathagar.org

অবস্থা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা কখনো দেখা দিতে পারে যেমন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে। অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা অন্য কোনো ব্যাপারে এমনও হতে পারে যার সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত করতে সে হয়ত একজন সমাজতন্ত্রী নাস্তিক অথবা ধর্মত্যাগী (বা মুরতাদ), এসব অবস্থায় যখন তার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়, তখন তার সাথে সম্পর্ক গড়ে না তোলাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তার বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, তার ওপর কুফরী ফতোয়া দেয়ার জন্য তোমাকে বাধ্য করা হয়নি।

কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে কুফরী ফতোয়া দেয়া চরম অন্যায়

আমরা সবাই জানি, একজন মুসলিমের কোনো কোনো বিষয় অন্য মুসলিমের জন্য হারাম। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

"একজন মুসলিমের রক্ত (জান), সম্পদ (মাল), মান-সম্ভ্রম বা ইজ্জত নষ্ট করা অন্য মুসলিমের জন্য হারাম।"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন ঃ

ان دماء كم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلد كم هذا -

"নিশ্চয়ই তোমাদের জীবন তোমাদের মাল এবং মন-সম্মান নষ্ট করা তোমাদের ওপর হারাম যেমনটি হারাম করা হয়েছে আজকের এ পবিত্র দিনে এ পবিত্র মাসে, এ পবিত্র নগরীতে।"

অগ্নি পরীক্ষা কি ভুলের মাশুল না আন্দোলনের চিরাচরিত নিয়ম ?

ইসলামী আন্দোলন তথা আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকার মহান দায়িত্ব পালনের ফলেই যুগে যুগে নবী রাসূল ও আন্দোলনকারীগণ আল্লাহর দুশমনদের পক্ষ থেকে অনেক যুলুম-নির্যাতন, অত্যাচার সহ্য করেছেন, মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছেন। আল্লাহ যদি তাদের এবং যুলুম-নির্যাতানের মাঝখানে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করতেন তাহলে অবশ্যই তা করে ফেলতেন। কেননা তাদের প্রতি আল্লাহ খুবই দয়ালু ও মেহেরবান ছিলেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তাদেরকে তিনি এমন অবস্থায় ছেড়ে দিলেন যেভাবে তাঁরা অসংখ্য

www.nagorikpathagar.org

যুলুম-নির্যাতন আর অত্যাচারের সম্মুখীন হচ্ছিলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফের মুশরিকদের অকথ্য নির্যাতনের পরও মহান আল্লাহর কাছে এ দোয়া করেছেন ঃ

اللهم اليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهواتى على الناس

"হে আল্লাহ আমি তোমার দরবারে আমার দাওয়াতী শক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করছি, দাওয়াতদানের কৌশলের স্বল্পতার অভিযোগ করছি, মানুষকে ভালোবাসতে না পারার অভিযোগ তোমার কাছে পেশ করছি।"

আল্লাহ মু'মিনদেরকে মযলুম অবস্থায় ছেড়েছিলেন, তাদেরকে কাফেরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করলেন না—এটা কি তাদের ভুলের মাশুল ছিলো ? ব্যাপারটা কি এই ছিলো যে, মু'মিনরা যে ভুল করেছেন এর মাশুল তাঁদেরকেই বহন করতে হবে ? রাসূল আলাইহিস সালামগণ এবং তাঁদের সাথে যারা ঈমান এনেছিলেন তারা যে অপরিসীম যুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন তা আন্দোলনের পথে চলার সময়কালীন ভুল-ভ্রান্তির মাশুল ছিলো—এ মিথ্যা দোষারোপ তাঁদের বেলায় কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে ? কিংবা কোনো বিবেকবান ব্যক্তি এটার স্বীকৃতি দিতে পারে ? আমরা কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরিত কথাই বলবো। আমরা বলবো ইসলামী আন্দোলনকে তাঁরা তাঁদের শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এ দু'টি জিনিসই তাঁদের যুলুম ও নির্যাতনের সম্মুখীন হবার একমাত্র কারণ ছিলো। যদি তাঁরা পথভ্রান্ত হতেন, অথবা আন্দোলনকে অবজ্ঞা করতেন কিংবা তোষামোদ ও চাটুকারিতা করতেন, তাহলে তাঁরা এত দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের সম্মুখীন হতেন না। আল্লাহ রাববুল আ'লামীন বলছেন ঃ

وَدُّوْا لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ○ (القلم : ٩)

"এই লোকেরা চায় যে আপনি কিছু নমনীয় হলে তারাও বিরোধিতায় কিছু নমনীয় হবে।"–(সূরা আল কালাম ঃ ৯)

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَه ق وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ○ (بنى اسرئيل : ٧٣)

"লোকেরা এ চেষ্টায় কোনো রূপ ক্রটি করেনি যা দ্বারা তোমাকে তারা ফেতনায় নিক্ষেপ করে এমন অহী থেকে তোমায় ফিরিয়ে রাখবে যা তোমার প্রতি পাঠিয়েছি। (তাদের উদ্দেশ্য হলো) যেন তুমি আমার নামে

www.nagorikpathagar.org

নিজের পক্ষ হতে কোনো কথা রচনা করে লও। তাহলে তারা অবশ্যই তোমাকে নিজেদের বন্ধু করে নিতো।"-(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৩)

আল্লাহর দুশমন ও বাতিল পন্থীরা মানব সমাজে ইসলামী আন্দোলনকে গতিশীল ও উদীয়মান শক্তি হিসেবে ছেড়ে দিতে রাজি নয়, এ ভয়ে যে এর শক্তি আরো বৃদ্ধি পেয়ে যায় কিনা এবং বাতিল মতাদর্শ এবং তার ধারক বাহকদের ওপর চেপে বসে কিনা। তাই তারা মিথ্যাচার, বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা, সন্দেহ সৃষ্টি, মানুষের পথ রোধ করা ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংঘর্ষ আরম্ভ করে দেয়। আর যদি তাদের যুক্তি-তর্কের দুর্বলতার কারণে সত্যের মুকাবেলা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে শক্তি প্রয়োগ, যুলুম, নির্যাতন এবং অত্যাচারের মাধ্যমে আন্দোলনের কর্মী ও পকাতাবাহীদের আকীদা বিশ্বাস থেকে মানুষকে ভিন্নমুখী করে দেয়ার জন্য এবং যারা ইসলামী আন্দোলনে প্রবেশ করতে চায় তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। তাদের এসব অপকর্মের মধ্যে রয়েছে আন্দোলনকারীদের চরিত্রে মিথ্যা এবং ঘৃণ্য অপবাদ দেয়া। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা (অত্যাচারীরা) যে যুলুম ও নির্যাতন আন্দোলনকারীদের ওপর চালিয়ে যাচ্ছে তা থেকে নিজেদেরকে পবিত্র বলে প্রমাণ করা। বিশেষ করে এ অবস্থাটা তখনই দেখা যায় যখন খোদাদ্রোহী শক্তি সব ধরনের প্রচার মাধ্যমের ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব লাভ করে বসে। এমতাবস্থায় সত্যপন্থীরা তাদের ওপর আরোপিত অপবাদগুলো খণ্ডন করার কোনো সুযোগই পায় না। এখানে কেউ কেউ একথা সত্য বলে মনে করেন যে, আন্দোলনের পথে যে দুঃখ-কষ্ট প্রতিয়মান হচ্ছে, তা সেই ভুল-ভ্রান্তিরই পরিণতি যা আরোপিত ঘৃণ্য অপবাদ নিয়ে আসতে বাধ্য করেছে।

যুগ যুগ ধরে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকার এ আন্দোলন, কল্যাণ ও শান্তির আন্দোলন। আল্লাহর দীনে প্রবেশ করার জন্য মানুষকে জোরজবরদস্তি করা হয় না। এ আন্দোলন মানুষের স্বভাব ও বিবেককে লক্ষ্য করে কথা বলে। কৌশল ও সৎ উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে আহ্বান জানায়। কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ না করে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর একত্ববাদ এবং তাঁর দাসত্বের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানায়। কিন্তু কতিপয় লোক বিশেষ করে বাতিলপন্থীদের মধ্যে যারা ক্ষমতাসীন তারা তাদের (সত্যপন্থীদের) স্বভাব প্রকৃতিকে অস্বীকার করে, আপন বিবেকের মুখে তারা তালা মেরে দেয়। ফলে আল্লাহর পথে আহ্বানকারী যখন তাদেরকে এমন জিনিসের প্রতি আহ্বান জানায় যা তাদেরকে জীবন দান করতে পারে, প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে তখন তারা তার সে আহ্বান শুনতে পায় না, আহ্বানে সাড়াও দেয় না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনে যথার্থই ঘোষণা করেছেন ঃ

www.nagorikpathagar.org

اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَايَعْقِلُوْنَ○(الانفال : ٢٢)

"সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর কাছে সে অন্ধ-বোবাই সবচেয়ে বেশী নিকৃষ্ট যে তার বিবেককে কাজে লাগায় না।"–(সূরা আল আনফাল ঃ ২২)

এসব লোকেরাই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ওপর যুলুম-নির্যাতন চালায় এবং ষড়যন্ত্র পাকায়।

এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামী শরীয়াত জ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ বিধানের মাধ্যমে এসব পবিত্র আমানতগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছে। কেসাসের [জানের বদলে জান] মাধ্যমে মানুষের জীবন রক্ষা করছে। মিথ্যা অপবাদ ও জিনার শাস্তি বিধানের মাধ্যমে মানুষের মান-সম্মান রক্ষা করছে। এবং চুরির জন্য উপযুক্ত শাস্তি বিধানের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা রক্ষা করছে।

তাই একজন মুসলমানকে কুফরী ফতোয়া দেয়ার অর্থই হচ্ছে, এসব পবিত্র আমানতগুলোর পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করা। এজন্যই একজন মুসলমানের ক্ষেত্রে কুফরী ফতোয়া দেয়া হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধের শামিল। এ কারণেই যেমন কর্ম তেমন শাস্তির বিধান ইসলামে রয়েছে। আর তাহলো, যদি কেউ অন্যায়ভাবে কোনো মুসলিমকে কুফরী ফতোয়া দেয় তবে কুফরীর পাপ তার দিকেই ফিরে আসে। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবু যার গিফারী রাদিয়াল্লাহ আনহু রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছেন যে–

لايرمى رجل رجلا بالفسق او الكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك -

"কেউ যেনো কোনো ব্যক্তিকে ফাসেক এবং কাফের আখ্যা না দেয়। কারণ, যদি উক্ত ব্যক্তি সে রকম না হয়ে থাকে, তবে আখ্যাদানকারী ব্যক্তির দিকেই সেই ফেসক এবং কুফরী ফিরে যায়।"

তাঁর কাছ থেকে আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছেন যে–

من دعا رجلا بالكفر او قال عدو اله وليس كذلك الاحار عليه -

"কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে কাফের আখ্যা দেয় অথবা আল্লাহর দুশমন বলে ডাক দেয়, অথচ সে ব্যক্তি তদরূপ নয়, তাহলে উক্ত অপবাদ আখ্যাদানকারীর প্রতিই ফিরে যায়।–(বুখারী ও মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما فان كان كما قال والا رجعت عليه۔

"কোনো ব্যক্তি যদি তার ভাইকে বলে, 'হে কাফের' তাহলে একটি কথা তার দিকে ফিরে আসে। যদি প্রকৃত ব্যাপার সে যা বলেছে তাই হয়, তবে তাহলো , অন্যথায় কুফরী তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।"

এ বক্তব্য থেকে আমরা এটাই মনে করি যে, কোনো মুসলমানকে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করার ঝুঁকি গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে এমন ধ্বংসের ঝুঁকি গ্রহণ করা–যার অন্তরালে কোনো প্রকার কল্যাণ আশা করা যায় না এবং যা শরীয়াতের পক্ষ থেকে কোনো অর্পিত দায়িত্বও নয়।

কোন্‌টা কঠিনভাবে রক্ষা করা দরকার

আমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো রোগী সম্পর্কে একথা শুনতে পায় কিংবা স্বচক্ষে দেখতে পায় যে, রোগ অসুস্থ্য লোকটি কেএকদম অচল করে ফেলেছে, তার স্থান থেকে সে একটুও নড়াচড়া করতে পারছে না, তবে কি সে রোগী ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করে তাকে দাফন করার নির্দেশ দিবে ? রোগীর প্রকৃত মৃত্যুর ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চয়তা ও আস্থা অর্জনের পূর্বেই কি সে এমন নির্দেশ দিতে পারবে ? মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার পূর্ণ আস্থার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে —এ ব্যাপারে কেউই দ্বিমত পোষণ করবে না। যদি রোগী কয়েকদিন অজ্ঞান অবস্থায়ও পড়ে থাকে তবুও নয়। আর যদি সত্যিকার মৃত্যুর পূর্বে তার সাথে মৃত ব্যক্তির মতো আচরণ করা হয়, তাহলে উক্ত রোগীর স্বাস্থ্যগত অবস্থা খুব খারাপ থাকা সত্ত্বেও এ আচরণে হত্যার অপরাধ বলে অবশ্যই বিবেচনা করা হবে।

এমতাবস্থায় এ নশ্বর দেহ রক্ষার ব্যাপারে যদি এতবেশী সতর্কতাবলম্বন প্রয়োজন হয়, তাহলে আকীদা রক্ষার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা তার চেয়েও বেশী দরকার। একজন জীবন্ত মানুষের ব্যাপারে মৃত বলে ঘোষণা দেয়ার অপরাধের চেয়ে একজন মুসলিমের ওপর থেকে ইসলাম ছিনিয়ে নেয়ার অপরাধ অধিকতর হারাম ও বিপজ্জনক। তাহলে আমরা কেন লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে কাফের বলার মত ঝুঁকি অনায়াসেই কাঁধে তুলে নিবো ?

এটা আমরা অস্বীকার করছি না যে, আমরা যেসব মুসলিমদের সাথে জীবন-যাপন করছি তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যাকে আমরা সূক্ষ্মভাবে

www.nagorikpathagar.org

যাঁচাই করলে দেখতে পাবো যে, সে মুরতাদ হয়ে গেছে এবং বাস্তবিকই সে ইসলামকে পরিত্যাগ করেছে।

যদি মুরতাদ হওয়া কিংবা কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনো অকাট্য প্রমাণ না থাকে, তাহলে আমরা তাদের সবাইকে মুসলিম বলে বিবেচনা করবো। এটাই আমাদের করণীয়। যার ব্যাপারে কুফরীর প্রমাণ রয়েছে সে ছাড়া অন্যান্য সবাইকে আমরা কাফের মনে করবো না। কোনো মানুষের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ পাবার পূর্ব পর্যন্ত আমরা তাকে মুসলিম বলেও বিবেচনা করবো না, আবার কাফের হিসেবে বিবেচনা করবো না, এটা অবাস্তব ও অযৌক্তিক। যেমন কোনো রোগীকে এমনভাবে পরিত্যক্ত রাখা অযৌক্তিক যে, চিকিৎসার মাধ্যমে তার প্রতি জীবন্ত মানুষের আচরণ করবো না। আবার দাফনের মাধ্যমে তার প্রতি মৃত ব্যক্তির আচরণও করবো না। অতএব রোগীর জন্য মৌলিক কথা হলো মৃত্যু প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে জীবন্ত। এমনিভাবে মুসলমান ভাইদের ব্যাপারে আসল কথা হলো, ইসলাম ছাড়া অন্যকিছু প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা সবাই মুসলমান।

কুফর ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য

কোনো মানুষ সম্পর্কে তার ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী সীমা হিসেবে আল্লাহ তাআলা এমন কোনো স্তর করে দেননি, যা অতিক্রম করা তার জন্য অপরিহার্য। যার ফলে উক্ত স্তরের সম্পূর্ণ অথবা কিয়দাংশ অতিক্রম করার আলোকে তার মূল্যায়ণ করাকে কেন্দ্র করে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হতে পারে। এবং এরপরই তাকে মুসলিম কিংবা কাফের হিসেবে বিবেচনা করাকে লক্ষ্য করে মতভেদ সৃষ্টি হতে পারে। এর ওপর ভিত্তি করে কতিপয় চরম বিপজ্জনক বিষয়ের সৃষ্টি হতে পারে। এ কারণেই আমাদের ওপর আল্লাহর অসীম দয়া, রহমত এবং করুণা এটাই যে, কুফর ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী এমন একটা সূক্ষ্ম লাইন আমাদের জন্য ঠিক করে দিয়েছেন, যার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই এবং যা হলে আমরা কঠিন সংশয় ও দ্বিধায় পতিত না হই। আর তাহলো শাহাদাতাইনের (কালেমা তাইয়্যেবা এবং কালেমা শাহাদাত) উচ্চারণ। ইসলামে প্রবেশ করার ব্যাপারে এ শাহাদাতাইনের উচ্চারণ ঠিক করা হয়েছে। এমনিভাবে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবার ব্যাপারেও মুরতাদ হওয়ার [ইসলাম অস্বীকার করার প্রকাশ্য ঘোষণা] কথা বলা হয়েছে। আর মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে এমন অকাট্য ও সুস্পষ্ট বিষয় অপরিহার্য যার মধ্যে কুফর-এর আশংকাই বিদ্যমান। মুরতাদ হওয়ার শাস্তি প্রদানের পূর্বে অবশ্যই তাওবা করার সুযোগও দিতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী শরীয়াত কে ইসলাম গ্রহণ করতে চায় তার জন্য এমন কোনো পরীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য আমাদের কাছে দাবী করেনি। যার ফলে আমরা সেই পরীক্ষার্থীর নম্বর ও পাশ-ফেল নির্ধারণ নিয়ে বিতর্ক ও মতপার্থক্যের সৃষ্টি করতে পারি। বরং আমরা এখানে একথাই স্মরণ করবো ঃ

ادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول اللّه فان قالو ها فقد عصموا دماء هم واموالهم -

"তাদেরকে আহ্বান জানাও যে, যেনো তারা একথায় সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। যদি তারা একথা স্বীকার করে তাহলে তাদের জান ও মাল নিরাপত্তা লাভ করলো।"

আমাদের প্রত্যেকেই সেই মুশরিকের ঘটনা জানি, যে মুশরিকের সাথে যুদ্ধ করছিলো আবার কালেমা শাহাদাতাইনও উচ্চারণ করেছিলো। এ লোকটিকে উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এই ভেবে হত্যা করেছিলেন যে, লোকটি হয়ত হত্যা থেকে বাঁচার জন্যই কালেমা শাহাদাতাইন উচ্চারণ করেছে। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসামা বিন যায়েদকে এ কাজের জন্য কঠোর ভর্ৎসনা করেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন তুমি কি তার বুক চিরে দেখেছিলে ? অর্থাৎ সে কালেমা শাহাদাতাইনের উচ্চারণ হত্যা থেকে বাঁচার জন্য করেছিলো এটা কি তুমি তার বুক চিরে দেখেছিলে ? যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলেন, তাকে এ কালেমার দাবী অনুযায়ী আমল না করলে মুসলিম হিসেবে গণ্য না করার সিদ্ধান্ত নিতান্তই ভুল। এ কালেমা উচ্চারণের দ্বারা সে মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে বটে কিন্তু পরবর্তীতে সে হয়তো আনুগত্যকারী মুসলিম হবে নতুন পাপীষ্ঠ মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে কিংবা সে ইসলামের জন্য অপরিহার্য বিষয় অস্বীকার দ্বারা বা কুফরী কোনো কাজের দ্বারা সে মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে।

আন্দোলনের ময়দানে বিস্ফোরণ

যেসব মুসলমানদের মাঝে আমরা বসবাস করি। যাদেরকে আমরা আল্লাহর দিকে ডাকি। ইসলামকে উপলব্ধি করার জন্য আমরা যাদেরকে আহ্বান জানাই ইসলামের জন্য যারা কাজ করে, তারাই হলো ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্র। যাদের মধ্যে আমরা কাজ করছি, এ ময়দান থেকেই আমরা এমন বিশ্বাসী ও প্রভাবশালী উপাদান খুঁজে নেবো যা আন্দোলনের গুরুদায়িত্ব বহন করতে সক্ষম। এ পথে ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ; কিন্তু তারা যদি ভাবে ও মনে

www.nagorikpathagar.org

করে যে, আমরা তাদেরকে কাফের হিসেবে বিবেচনা করি, তাহলে তারা আমাদের কাছ থেকে দূরে ছিটকে পড়বে। তারা আমাদের কোনো কথাই শুনবে না। তাদের শত্রুতাই বরং তখন আমাদের ভাগ্যে জুটবে। আর এর দ্বারা আমরা যেনো আপন হাতে আন্দোলনের ময়দানে বিস্ফোরণ ঘটালাম। তখন আমাদেরকে একটা রুদ্ধ পথে চলতে হবে। কারণ, আমরা নিজেদেরকে তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি। ফলে আমরা ইসলাম এবং মুসলমানদের কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারবো না।

যেসব খোদাদ্রোহী লোকেরা দীর্ঘকাল থেকে মুসলিম দেশে উপনিবেশবাদ কায়েম করে রেখেছিলো তারা ইসলামের অন্তর্নিহিত এবং মূল জিনিসকে মুসলমানদের জীবন থেকে দূরিভূত করার জন্য বহুকাল যাবত ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা করে আসছে। আর এ ষড়যন্ত্র তখনই শুরু করেছে যখন তারা মুসলমানদেরকে নিজেদের দীন পরিবর্তনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। তবে তাদের এ প্রচেষ্টার ফলে এমন বংশধর মুসলমানদের ঘরে তৈরি হয়েছে যাদের অধিকাংশই ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ। এবং জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামের কোনো নমুনা বা দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। এ করুণ অবস্থা আমাদের চেষ্টা সাধনাকে তাদের হাত শক্ত করে ধরার জন্য তাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য এবং চক্ষুষ্মান করার জন্য আরো দ্বিগুণ করার দাবী করছে। ইসলাম বর্জিত লোকদেরকে কাফের বলে এবং তাদের ও আমাদের মাঝখানে প্রতিবন্ধক দাঁড় করানো কিছুতেই উচিত নয়। মুসলমানদের সারিতে একদল অপর দলকে কাফের ফতোয়া দেয়া, এক স্থানে সম্মিলিত লোকদের প্রত্যেকেই একে অপরকে কাফের ফতোয়া দেয়া, এক কারখানা অপর কারখানার লোকদেরকে কাফের ফতোয়া দেয়া, এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এবং একটি সংস্থা অপর একটি সংস্থার লোকদেরকে কাফের ফতোয়া দেয়ার মতো জঘন্য কুকর্মের চেয়ে বেশী আর কি জঘন্য কাজের আশা—আল্লাহর দুশমনেরা আমাদের কাছ থেকে পাবার আশা করে ? ইসলাম ও মুসলমানদের কোনো কল্যাণ সাধন না করে আমরা কি আল্লাহর দুশমনদের মনোবাসনা এ রকম সহজ উপায়ে পূর্ণ করবো ?

সঠিক পথ

আমরা যদি সত্যিকার অর্থে ইসলামের জন্য কল্যাণ সাধন করতে চাই, পৃথিবীতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহলে সে পথেই আমাদেরকে চলতে হবে, যে পথে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলেছেন। ঈমান, আমল, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বকে অবলম্বন করে পথ চলতে হবে। রাসূলে

www.nagorikpathagar.org

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেশকৃত ইসলামে কোনো প্রকার পরিবর্তন সংকোচন কিংবা অতিরঞ্জন করা যাবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ز وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً ۝ لِّيَجْزِىَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَاءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ (الاحزاب : ٢٣-٢٤)

"ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর কাছে কৃত ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ স্বীয় মানত পূর্ণ করেছে। আর কেউ সময় আসার অপেক্ষায় রয়েছে। তারা নিজেদের আচরণে কোনো প্রকার পরিবর্তন রচিত করেনি। যেনো আল্লাহ সত্যবাদী লোকদেরকে তাদের সত্যতার পুরস্কার দেন। আর মুনাফেকদেরকে ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন অথবা তাদের তাওবা কবুল করে নিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"–(সূরা আল আহযাব ঃ ২৩-২৪)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন–

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ قف عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ط وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ (يوسف : ١٠٨)

"তুমি তাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দাও এটাই আমার পথ। আমি (মানুষদেরকে) আল্লাহর পথে আহ্বান জানাই। আমি নিজেও সুস্পষ্টভাবে পথ দেখতে পাই এবং আমার সাথীরাও দেখতে পায়। আল্লাহ তো মহান পবিত্র। আর মুশরিকদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"
–(সূরা ইউসুফ ঃ ১০৮)

আল্লাহ আমাদেরকে সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা কোনো পরিবর্তন ছাড়া রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষকে অনুসরণ করছে।

---

www.nagorikpathagar.org

যে বাধা অতিক্রম করতে হবে

ইসলামী আন্দোলনের পথ খুবই প্রিয় এবং মূল্যবান। কেননা এ পথ জান্নাতের। আল্লাহর সন্তুষ্টির। মোদ্দাকথা এ পথ হলো স্বয়ং আল্লাহর। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার পথে অটল রেখো। এ পথ কণ্টকাকীর্ণ। ফুলের বিছানা নয়। আঁকা বাঁকা এ পথে রয়েছে অনেক বাধাবিপত্তি।

তাই যে মুসলমানের অন্তর ঈমানী শিক্ষায় জাগ্রত সে মুসলমান ইসলামের প্রতি স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুধাবন করতে পেরেছে। ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পদ্ধতি অনুসন্ধান করেছে। এর কর্মনীতি বুঝতে পেরে তা গ্রহণ করেছে। তার ওপর পরবর্তী কর্তব্য হলো খুব বিচক্ষণতা, সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে পথ চলা। যেনো পথের কোনো বাঁকে তার পা পিছলে না যায় এবং কোনো বাধা আসলে হোঁচট খেয়ে পড়ে না যায়।

পথের বক্রতা ও প্রতিবন্ধকতা

পথের বক্রতা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পথের বক্রতা পথিককে সঠিক পথ থেকে ভিন্নদিকে নিয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত পথিক অন্তর দিয়ে তা বুঝতে না পারে। কাছ থেকে ফিরে আসতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত দিন বৃদ্ধির সাথে সাথে তার দূরত্ব ও ভুল যাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বিশেষ করে পথিক যদি অতিরিক্ত আবেগী ও ভাবপ্রবণ হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় ইসলামী আন্দোলনের সঠিক পথে ফিরে আসা তার জন্য খুব কঠিন হয়ে পড়ে। আর আল্লাহর রহমত ছাড়া সে এ পথে স্থিতিশীল থাকতে পারে না। আমরা গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাবো, ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে যেসব দল, উপদল এবং গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে সেগুলোর মধ্যে এ ধরনের আদর্শিক কিংবা আন্দোলন সংক্রান্ত ভুল-ভ্রান্তি বিদ্যমান ছিলো।

আর এ প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি এমন যে, সে তার নিজস্ব প্রকৃতি ও নিয়মানুযায়ী চলতে থাকে। প্রত্যেক মতাবলম্বীর কাছেই সে উপস্থিত হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মতাবলম্বীকে পঙ্গু করে দেয়া এবং কর্মহীন স্থবির বানানো। তার দৃঢ় সংকল্পের মধ্যে একটা হতাশা ও দুর্বলতার উদ্ভব ঘটানো। তার চিন্তা-চেতনাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া। চেষ্টা-সাধনায় ভাটার সৃষ্টি করা। আন্দোলনের জন্য সৃজনশীল কিছু করার উদ্যমকে থামিয়ে দেয়া। কোনো কোনো সময় ইসলামী আন্দোলন তথা জিহাদের পথ থেকে সরিয়ে দেয়া। এর ফলে সে এমন এক ভিন্ন মানুষে পরিণত হয়, যার কোনো প্রভাব, প্রতিপত্তি ও গাম্ভীর্য বলতে কিছুই থাকে না।

www.nagorikpathagar.org

এটা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, ইসলামী আন্দোলনের পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা আসে সেগুলো বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার রূপ ছাড়া অন্য কিছু নয়। মু'মিনদের এসব পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই।

الٓمٓ ۝ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝

"আলিফ-লাম-মীম। লোকেরা কি একথা ধরে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এতোটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে ? আর তাদেরকে কোনো পরীক্ষা করা হবে না ? অথচ তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকদেরকে আমি পরীক্ষা করেছি। কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী তা আল্লাহকে অবশ্যই দেখে নিতে হবে।"–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ১-৩)

ইতিপূর্বেকার আলোচনায় ইসলামী আন্দোলনের পথে বক্রতা সম্পর্কিত বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। এখন ইসলামী আন্দোলনের পথের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আলোকপাত করবো। কেননা আমাদের কিছুসংখ্যক ভাই এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, আন্দোলনের পথে বক্রতা সম্পর্কিত বিষয়টি যেরূপ বিপজ্জনক, বিষয়টির আলোচনাও তদ্রূপ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আন্দোলন বর্তমানে সে সময়টা অতিক্রম করছে তার জন্য কিছু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তাই পথের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কিত আলোচনার পর আমরা এতদসংক্রান্ত বক্রতা সম্পর্কিত আলোচনা আল্লাহ তাআলার তাওফীক কামনা করে শুরু করছি।

আন্দোলনের পথে বাধা-বিপত্তি

মানুষের অনীহা–অনিচ্ছা

ইসলামী আন্দোলনের কর্মী আন্দোলনের পথে বেশ বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়। তন্মধ্যে প্রধান বাধাই হলো আন্দোলনের প্রতি মানুষের অনীহা-অনিচ্ছা। যে বিষয়ের দিকে তাদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে সেদিকে তাদের কর্ণপাত না করা। তাদের অবস্থা দেখে মনে হয় যেনো তাদের কর্ণকুহরে কোনো ভারী জিনিস চেপে রয়েছে। মানুষের এ অন্যমনস্কতা যদি আন্দোলনের কর্মীর কাছে কষ্টকর মনে হয়, তার মনোবলের মধ্যে যদি দুর্বলতা এসে যায়, নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া মুখ থেকে কোনো কথাই বের না করে তাহলে আন্দোলনের পথে তার যাত্রার শুরুতে সে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী কাফেলার সাথে অবিরাম চলার আশা তার কাছ থেকে করা যায় না।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের পথকে যে ব্যক্তি জীবন চলার পথ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে তার অপরিহার্য কর্তব্য হলো আন্দোলনের বন্ধুর পথেই তার অন্তরকে শক্তিশালী করে তোলা। তার মনে রাখা দরকার, যে জিনিসের দিকে সে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে তার জবাব স্বল্প সময়ের মধ্যে খুব সহজেই পেয়ে যাবে না। কারণ, সে লোকদেরকে এমন জিনিস পরিত্যাগ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে যার প্রতি তাদের একটা আকর্ষণ ও এর সাথে একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছে। তাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করা হচ্ছে, যা তাদের মন-মানসিকতা এবং প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত।

অতএব আন্দোলনের দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে খুব ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। আন্দোলন থেকে মানুষ যতই দূরে থাকুক না কেনো অথবা যতই বিমুখ হোক না কেনো দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। কেননা এ ক্ষেত্রে আমাদের যা করণীয় সে সম্পর্কে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শ আমাদের জন্য রয়ে গেছে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য তিনিই হলেন সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। মানুষের অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং শত অনীহার পরও বিভিন্ন গোত্র এবং হাট-বাজারে নিজেকে তাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। অনেক বাধা-বিপত্তি ও বিরাট প্রতিবন্ধকতার ওপর দিয়েই দাওয়াত ও তাবলীগের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন।

পরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার ব্যাপারে পবিত্র কুরআন যেসব কিস্‌সা কাহিনী বর্ণনা করেছে তা থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে। যেমন নিজ জাতিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানোর ক্ষেত্রে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম যে ধৈর্য ও সবরের পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। লোকদের অনীহা সত্ত্বেও তাঁর চেষ্টা-সাধণা দীর্ঘ দশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। তারপরও তিনি মহান আল্লাহর কাছে বলছেন ঃ

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلاً وَّنَهَارًاۙ○ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاۤءِىْٓ اِلاَّ فِرَارًا○ وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا○ ثُمَّ اِنِّىْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا○ ثُمَّ اِنِّىْٓ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا○(نوح : ٥-٩)

"হে আমার রব ! আমার জাতিকে দিবা-নিশি তোমার পথে আহ্বান জানিয়েছি। কিন্তু আমার আহ্বান তাদের দূরে সরে যাওয়াকেই শুধু বৃদ্ধি করেছে। আর যখনই আমি তাদেরকে ডেকেছি—যেন তুমি তাদেরকে

www.nagorikpathagar.org

মাফ করে দাও। তখনই তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে। কাপড় দ্বারা নিজেদের মুখ ঢেকে নিয়েছে। আর নিজেদের আচরণে অনমনীয় থেকেছে এবং খুববেশী অহংকার করেছে। আমি তাদেরকে উচ্চস্বরে আহ্বান জানিয়েছি। প্রকাশ্যভাবে তাদের কাছে আমি দীনের দাওয়াত দিয়েছি। আবার গোপনে গোপনেও তাদেরকে বুঝিয়েছি।"

–(সূরা আন নূহ ঃ ৫-৯)

এমনিভাবে তিনি দিবা-নিশি, গোপনে ও প্রকাশ্যে নির্বিঘ্নে আল্লাহর পথে মানুষকে ডেকেছেন। তারপর হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের যে ঘটনা তাঁর জাতির সাথে ঘটেছিলো তা থেকে আমরা এটাই শিক্ষা নিতে পারি যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের মানুষের বিমুখতা ও অনীহার কারণে জাতির ওপর রাগান্বিত হয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে একটা উপযুক্ত শিক্ষা দিলেন। যাতে করে আল্লাহর পথে আন্দোলন-কারীদের জন্য একটা শিক্ষণীয় উপদেশ হয়ে থাকে।

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلاَّ الْبَلَغُ ط

"রাসূলের দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধুমাত্র দীনের দাওয়াত অন্যের কাছে পৌছে দেয়া।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৯৯)

ঠিক এমনিভাবে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দায়িত্ব হলো আন্দোলনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছে দেয়া। তারা দাওয়াতের ফলাফলের জন্য দায়ী নয়। কারণ, হেদায়াতের একচ্ছত্র অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

اِنَّكَ لاَتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ ج

"তুমি যাকে পসন্দ করো তাকে তুমি হেদায়াত দান করতে পারবে না। বরং আল্লাহ যাকে চান তাকেই হেদায়াত দান করেন।"

–(সূরা আল কাসাস ঃ ৫৬)

যখনই তুমি কোনো মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানাবে তখন হয়ত সে সহজেই তোমার আহ্বানে সাড়া দিবে। এ সাড়া দেয়া হবে আল্লাহর অশেষ করুণা ও মেহেরবানী। নতুবা সে তোমার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং প্রতিবাদ করবে। শেষোক্ত অবস্থায় ঘটনা এমনও ঘটতে পারে যে, স্থান ও কালের এক বিরাট ব্যবধানের পর সে এ ঘটনার স্মৃতিচারণ করবে। আর তুমি যে জিনিসের প্রতি তাকে আহ্বান করেছিলে সেদিকে তার মন ফিরে আসবে।

www.nagorikpathagar.org

ফলে তোমার দাওয়াতের দ্বারা সে বহুদিন পরে হলেও নতুনভাবে প্রভাবিত হবে। আর এটাই হবে তার হেদায়াত প্রাপ্তির একমাত্র পথ আর যদি সে পাপ-পঙ্কিলতা ও মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকে যায়, আপন পরিণতি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকে তাহলে তুমি আল্লাহর কাছে জবাব দেয়ার একটা প্রমাণ ধরে রাখতে পেরেছো। আর আন্দোলনের পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব তুমি পালন করতে পেরেছো।

আমাদের একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আমরা যেসব লোকদেরকে তাদের উদাসীন ও পঙ্কিলময় মুহূর্তে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাচ্ছি অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় তারা যেনো সত্য উপলব্ধির জ্ঞান ও হৃদয়ের অনুভূতিকে হারিয়ে ফেলেছে। তাদের এ অসহায় অবস্থা আমাদের কাছে তাদের জন্য দাওয়াতের সার্বক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা এবং তাদেরকে তাদের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার দাবী করে। যাতে করে তারা তাদের উদাসীনতার বিভোর নিদ্রা থেকে জেগে উঠে এবং আমরা যা চাই সে বিষয়ে মনোযোগী হয়। আমাদের মধ্যে কারো একথা মনে করা উচিত নয় যে, যাদেরকে আমরা দাওয়াত দিচ্ছি তাদের প্রথম সাড়াই তাদের সার্বক্ষণিক সচেতনতা এবং পথ চলার অবিরাম গতি সঞ্চারের জন্য যথেষ্ট। তুমি যদি তাদেরকে কখনো যোগাযোগ বিহীন অবস্থায় ছেড়ে দাও তাহলে পূর্ব উদাসীনতায় আবার তারা ফিরে যাবে। এটাকে হয়ত তাদের অনীহা হিসেবে বিবেচনা করতে পারো। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো এ অনীহার জন্য তোমার খামখেয়ালীই দায়ী।

তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ

মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই কারো অশুভ স্পর্শে ক্রোধান্বিত হয়ে উঠে কিন্তু সাধারণভাবে ইসলামের ক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রকৃতিকে এমনভাবে ট্রেনিং দেয়া উচিত যেনো আমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপের মত এ জাতীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারি এবং আল্লাহর কাছে এর সওয়াবের আশা করতে পারি। কারণ, এগুলো দ্বারা আমাদের মান-সম্ভ্রমের কোনো ঘাটতি হবে না। এ ব্যাপারে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে। মুশরিকরা তাঁকে কতইনা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। মিথ্যা, যাদু এবং মস্তিষ্ক বিকৃতির অপবাদ দিয়ে তাঁর সুন্দর ও পবিত্র জীবনকে কলঙ্কিত করতে চেষ্টা করেছে। এসব মিথ্যাচার আন্দোলনের বিরামহীন প্রচেষ্টা থেকে তাঁকে বিরত রাখতে পারেনি। বরং এসব বিভ্রান্ত মানুষের হেদায়াতের জন্য তিনি দোয়া করেছেন ঃ

رَبِّ اهْدِ قَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ-

www.nagorikpathagar.org

"হে আমার প্রতিপালক ! আমার কওমকে তুমি হেদায়াত করো। কেননা তারা সত্যকে বুঝতে পারছে না।"

এ কৌশল এবং বিজ্ঞানময় পদ্ধতির মাধ্যমে মূর্খতার অন্ধকারে রুদ্ধ হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করতে তুমি সক্ষম হবে। মহান আল্লাহ্ যথার্থই বলেছেনঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ○ وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ط اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ○ وَمَا يُلَقّٰهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ج وَمَا يُلَقّٰهَا اِلاَّ ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ○(حم السجدة : ٣٣-٣٥)

"সে ব্যক্তির কথার চেয়ে অধিক উত্তম কথা আর কারই বা হতে পারে, যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানালো এবং নেক আমল করলো আর ঘোষণা করলো, আমি একজন মুসলিম। আর হে রাসূল ! ভালো ও মন্দ কখনো এক হতে পারে না। তুমি অন্যায় ও মন্দকে যা অতি উত্তম ও সুন্দর তা দিয়ে প্রতিরোধ করো। এর ফলে তুমি দেখতে পাবে, যে ব্যক্তি তোমার শত্রু ছিলো সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে। আর এ গুণটা তাদের ভাগ্যেই রয়েছে যারা ধৈর্যধারণ করে। এ মর্যাদার অধিকারী কেবলমাত্র ভাগ্যবান লোকেরাই হতে পারে।"

–(সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৩৩-৩৫)

অতএব ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর উচিত এ ব্যাপারে ক্রোধান্বিত না হওয়া। আর মানুষের ঠাট্টা-বিদ্রূপকে আন্দোলনের কাজ থেকে বিরত থাকা এবং তা থেকে অব্যাহতি নেয়ার কারণ মনে না করা। এ মুহূর্তে শহীদ ইমাম হাসানুল বান্নার কথা আমার মনে পড়ছে। তিনি ইখওয়ান কর্মীদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন ঃ

كونوا مع الناس كالشجر يرمونه بالحجر ويرميهم بالثمر

"মানুষের কাছে সেই বৃক্ষতুল্য হও যার দিকে লোকেরা পাথর নিক্ষেপ করছে। এর প্রতিদানে বৃক্ষটি তাদেরকে ফল উপহার দিচ্ছে।"

নির্যাতন

নির্যাতনের ধরন ও প্রকৃতি অনেক। আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী অর্থাৎ ইসলামী আন্দোলনের কর্মী তার জান-মাল, পরিবার-পরিজন এবং মান-

www.nagorikpathagar.org

সম্মানের ক্ষেত্রে নির্যাতনের সম্মুখীন হতে পারে। নির্যাতনের সূচনা হয়ত আল্লাহর দিকে আহুত লোকদের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগতভাবে হতে পারে নতুবা খোদাদ্রোহী ও বাতিলপন্থীদের দুর্বলতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে হতে পারে। যুক্তিতে না পারলে শক্তিপ্রয়োগের নীতিকে দুর্বলতা বলা হয়েছে। তার কারণ হলো, সত্যের আন্দোলনের মুকাবিলার জন্য যখন তাদের সকল যুক্তি ব্যর্থ হয়ে যায় তখন দুর্বল নীতির [শক্তি প্রয়োগের] আশ্রয় নেয়। তারা আশ্রয় নেয় শক্তিপ্রয়োগ এবং সত্যের পথিকদের প্রতি যুলুম ও নির্যাতনের। তাদের ধারণা হলো, হত্যা, যুলুম ও নির্যাতন চালিয়ে তারা সত্যের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দিবে আর আল্লাহর জ্বলন্ত প্রদীপকে ফুঁৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিবে। কিন্তু তাদের এ ধারণা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ○ (التوبة : ٣٢)

"তারা চায় আল্লাহর প্রদীপকে মুখের ফুঁৎকারে নিভিয়ে দিবে। কিন্তু আল্লাহ তার আলোকে পূর্ণতাদান না করে কিছুতেই ছাড়বেন না। কাফের লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন।"–(সূরা তাওবা ঃ ৩২)

ইসলামী আন্দোলনের এটাই হলো আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম। আল্লাহ ঘোষণা করছেন ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ط أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ○ (البقرة : ٢١٤)

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের ওপর তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় যুলুম-নির্যাতন আবর্তিত হয়নি। তাদের ওপর বহু দুঃখ-কষ্ট ও কঠিন বিপদাপদ আবর্তিত হয়েছে। তাদেরকে যুলুম নির্যাতনে জর্জরিত করা হয়েছে। এমনকি তৎকালীন রাসূল ও তাঁর সাথীগণ আর্তনাদ করে বলে উঠেছে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ? সান্ত্বনার সূরে তাদেরকে বলা হয়েছে, আল্লাহর সাহায্য অত্যাসন্ন।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৪)

www.nagorikpathagar.org

আন্দোলনের কর্মী যদি এ নির্যাতন সহ্য করতে না পারে, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন না করে এবং তার দীন ও সত্যের সাথে বর্তমান অবস্থানের চেয়ে দৈহিক নিরাপত্তাকে বেশী মূল্যবান মনে করে, সংগ্রাম ও আন্দোলনের পথে বিরামহীন চলার গতি বন্ধ করে দেয়, তাহলে বাধা অতিক্রম করতে সে ব্যর্থ হলো এবং আল্লাহর পথে অসংখ্য মুজাহিদের কাফেলায় সম্পৃক্ত হওয়ার গৌরব থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলো। আর আল্লাহ্ তাআলা অন্যকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দিবেন।

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَايَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ۝

"তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আল্লাহ্ অন্য কোনো মানব গোষ্ঠীকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করে দিবেন। আর তারা নিশ্চয়ই তোমাদের মতো [অলস] হবে না।"–(সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩৮)

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের প্রতি এবং আমাদের সংগ্রামের প্রতি মোটেই মুখাপেক্ষী নন।

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

"যেই সংগ্রাম করবে সে নিজের কল্যাণের জন্যই সংগ্রাম করবে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই দুনিয়া জাহানের কারো মুখাপেক্ষী নন।"–(সূরা আনকাবুত ঃ ৬)

অতএব ইসলামী আন্দোলনের কর্মীকে যাত্রা পথের প্রারম্ভেই নিজের সংকল্পকে যুলুম-নির্যাতন বরদাস্ত করার জন্য আরো শক্তিশালী করে নিতে হবে। এর জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে সাহায্য কামনা করতে হবে। আর আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত যে পুরস্কার রয়েছে তা থেকে আমাদেরকে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতে হবে। মনকে এটাই সান্ত্বনা দিতে হবে যে, পৃথিবীর সকল দুঃখ-কষ্ট জাহান্নামের আগুনের তুলনায় শান্তির সমতুল্য। তাই মিথ্যা ও বাতিলের কাছে পরাজয় বরণ করা যাবে না। যুলুম-নির্যাতন সহ্য করা এবং সত্যের ওপর অটল থাকার ব্যাপারে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবনের মধ্যে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহর সাহায্য সবরের সাথে সম্পৃক্ত। এবং দুঃখের সাথে সুখ সম্পৃক্ত। আর বর্তমানের নির্যাতন সাহায্য আগমনেরই হাতছানি।

وَاُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰـهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ

www.nagorikpathagar.org

"তাদের প্রতি আরোপিত জ্বালাতন ও নির্যাতন তারা বরদাস্ত করে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতি আমার সাহায্য এসে পৌছেছে। আর আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই।"–(সূরা আল আনআম ঃ ৩৪)

কঠিন অবস্থার পরই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য

ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মী আল্লাহর দুশমনদের পক্ষ থেকে তার প্রতি অবহেলা, তিরস্কার ও নির্যাতনের সমুচিত জবাব দিতে পারে তার সঞ্চিত সমস্ত শক্তিকে তার সচেতনতা ও সাবধানতার সাথে কাজে লাগিয়ে ইসলামী আন্দোলনের পথে দৃঢ়তা ও ধৈর্যের পথ অবলম্বন করে। যাতে সে বাতিলের ছুড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে পারে এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে। জীবনযাত্রা যতই কঠিনই হোক না কেন, আর দীনের দুশমনদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন চাপের ফলে অবস্থা যত খারাপই হোক না কেনো তার চলার পথে যেনো কোনো প্রকার দুর্বলতার আবির্ভাব না ঘটে। এ দৃঢ়তার ফলে আল্লাহ তাআলা হয়তো ইসলামী আন্দোলনের পথে দুঃখ ও বেদনা দূর করে দিবেন। চাপের তীব্রতা কমিয়ে দিবেন। এর ফলে স্বভাবতই ইসলামী আন্দোলনের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে। আর তখনই শুরু হতে পারে কিছুটা স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ ও তৎপরতায় আসতে পারে নতুনত্ব। আর এখানেই প্রকাশ ঘটতে পারে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিবন্ধকতা। এ ধরনের স্বাচ্ছন্দ্যের ফলে অন্তরে স্বস্তির ভাব আসতে পারে, হয়ে যেতে পারে সে হতোদ্যম অবসন্ন তন্দ্রাচ্ছন্ন। বিশেষ করে এ স্বস্তির সাথে স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা বিলাসময় জীবনের হাতছানি যোগ দেয় তাহলে এ অবস্থা নতুন শক্তি, কর্মপ্রেরণা আর বিরামহীন পথ চলার মাধ্যম না হয়ে এখান থেকেই যাত্রা শুরু হয় স্থবিরতার ও কর্মবিমুখতার।

এ ধরনের অবস্থা বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন যারা হয় তাদের মধ্যে কেউ কেউ নফসে লাওয়ামার চাপ লাঘবের জন্য [আন্দোলনের পথে স্বীয় স্থবিরতার] ওজর-আপত্তি এবং যৌক্তিকতা খুঁজে বেড়ান। তখন কোনো চাপ ছাড়াই সে পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে।

এ কারণেই ইসলামী আন্দোলনের একজন সত্যিকারের কর্মীর উচিত আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকা, যিনি তার জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। তাকে থাকতে হবে পূর্ণ সচেতন। তাকে ছিন্ন করতে হবে প্রতিবন্ধকতার জাল। অতিক্রম করতে হবে কণ্টকাকীর্ণ পথ, অথচ তাতে পতিত হওয়া যাবে না। আর ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভাইদের উচিত হচ্ছে, এ অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করা, তাকে সাহায্য করা। ইসলামী আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে

www.nagorikpathagar.org

পূর্ণাঙ্গ চেষ্টা, সাধনা ও শক্তি। কারণ, ইসলামী আন্দোলনের ময়দান অত্যন্ত উর্বর, আলহামদুলিল্লাহ।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ج (الاعراف : ٥٨)

"যে যমীন ভাল, তা উহার রবের হুকুমে খুব ভাল ফুল ও ফল ফলায়।"
-(সূরা আল আরাফ ঃ ৫৮)

----

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী আন্দোলনের পথে যেসব বাধা আমাদের অতিক্রম করতে হবে

আল্লাহ তাআলা মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করে তাতে রূহ দান করেছেন। মানুষের মধ্যে এমন কিছু প্রবণতা আছে যা তাকে মাটির দিকে আকৃষ্ট করে, আর এ মাটিতেই তাকে চিরস্থায়ী বানাতে চায়।

আবার তার মধ্যে এমন কিছু গুণাবলী আছে যা আল্লাহ প্রদত্ত এবং যা তাকে মহৎ ও মহিয়ান করে তোলে। আর এটাই হচ্ছে মানুষের চেষ্টা-সাধনা ও অধ্যবসায়ের ক্ষেত্র। পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান। যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় সেকি দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট, নাকি পরকাল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য সে সচেষ্ট।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ○ (الشورى : ٢٠)

"যে কেহ পরকালীন ফসল চায়, তার ফসল আমরা বৃদ্ধি করি। আর যে দুনিয়ার ফসল পেতে চায়, তাকে দুনিয়াতেই দান করি ; কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য হবে না।"-(সূরা আশ শুরা ঃ ২০)

যে ব্যক্তি পৃথিবীর প্রতি তার আকর্ষণকে লাঘব করতে পেরেছে, আর নফসকে করতে পেরেছে উন্নত, সেই সক্ষম হয়েছে ইসলামী আন্দোলনের পথে যাবতীয় বাধাকে অনায়াসে অতিক্রম করে পথ চলতে। আর এ পথেই রয়েছে আল্লাহর সাহায্য ও তাওফীক। পক্ষান্তরে দুনিয়ার আকর্ষণীয় বস্তুর কাছে যে দুর্বল হয়ে পড়েছে আর নফসের সাথেও সংগ্রাম করেনি দুনিয়ার আকর্ষণ তাকে কাবু করে ফেলেছে। দুনিয়ায় তাকে স্থায়ী জীবনের লোভ দেখিয়েছে। ফলে সে আল্লাহর গযব ও শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে।

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○ (التوبة : ٢٤)

www.nagorikpathagar.org

"আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়াকে তোমরা ভয় পাও, আর তোমাদের অতি পসন্দনীয় বাড়ি-ঘর, তোমাদের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তোমাদের সামনে চূড়ান্ত ফায়সালা পেশ করেন। আর আল্লাহ তো ফাসেক লোকদের কখনো হেদায়াত দান করেন না।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ২৪)

চাকুরী ও উপার্জনের মাধ্যম

একজন মুসলিম যুবক কিংবা ছাত্র যখন ইসলামী আন্দোলনের পথকে বেছে নেয়, তখন পারিবারিক দায়-দায়িত্ব এবং জীবিকার বাধ্যবাধকতা তার ওপর খুব কম থাকে। ইসলামী আন্দোলনে তখন সে বিনা বাধা ও বিনা প্রতিবন্ধকতায় অনায়াসে পথ চলতে পারে। কিন্তু যখন সে ছাত্রজীবন থেকে বের হয়ে কোনো কাজে বা চাকুরীতে সম্পৃক্ত হয়, তখন এর নিয়ম-নীতি, বাধ্যবাধকতা এবং এর প্রতি যত্নবান হওয়ার একটি অনুভূতি তার মধ্যে জাগতে আরম্ভ করে। এমনও হয় যে, তার এ অনুভূতি ইসলামী আন্দোলনে সীমিত করে ফেলে, আস্তে আস্তে ইসলামী আন্দোলনের পথে তার তৎপরতায় ঘাটতি দেখা দেয়। কোনো কোনো সময় এ পথে তার যাত্রা সম্পূর্ণরূপে থেমে যায়। এটা সেই ঈমানী শক্তি আর দৃঢ় সংকল্পের পরিপন্থী। যা দ্বারা সে পথের বাধা অতিক্রম করতে এবং বিরামহীন পথ চলতে সক্ষম। সেই বিশ্বাস আর দৃঢ় প্রত্যয়ের ও পরিপন্থী যার মাধ্যমে এ আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ তাআলা তার অভিভাবক এবং রিযিকের জামিনদার, আর চাকুরী হচ্ছে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন সে উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে একটা উপায় মাত্র। তাই একটা নির্দিষ্ট উপায় বা মাধ্যমে একটা শক্তি প্রতিবন্ধকে পরিণত হওয়া কিছুতে ঠিক নয়।

সংসার ও সন্তান-সন্ততি

চাকুরীর পরেই আসে সংসার বা বিয়ে শাদী ও এতদসংক্রান্ত ব্যস্ততা ও চিত্তাকর্ষক কিছু বিষয়, যা মানুষকে দুনিয়াতে স্থায়ী করার প্রতি প্ররোচনা দেয়। এমনিভাবে সন্তান-সন্ততি এবং তদসংক্রান্ত বিষয়গুলোর অবস্থাও তথৈবচ। সন্তানদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া আর তাদের ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত থাকা ইত্যাদি বিষয়গুলো ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এগুলো ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও আন্দোলনের স্বার্থে পথ চলার মাঝখানে

www.nagorikpathagar.org

অন্তরায় সৃষ্টি করে। সংসার ও সন্তান-সন্ততি লাভের পূর্বে একই পেশা ও কর্মকাণ্ডের দ্বারাও এ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে। সন্তান-সন্ততি ও সংসারের কারণে আন্দোলনের কাজ চূড়ান্তভাবে ছেড়ে দেয়াটাও তার জন্য বিচিত্র কিছু নয়।

আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ج

"হে ঈমানদার লোকেরা ! নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে তোমাদের দুশমন লুকায়িত আছে। অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো।"–(সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৪)

আর সত্যিকারের মু'মিন ব্যক্তি যে ইসলামী আন্দোলনে কাজ করার জন্য আল্লাহ্ তাআলার সাথে চুক্তিবদ্ধ সে সুন্নত অর্থাৎ নবীর শিক্ষা ও আদর্শকে আঁকড়ে ধরে। এর ফলে সে এমন পবিত্রা নারীকে স্ত্রী হিসেবে বেছে নেয় যে তাকে সাহায্য করবে, বাধা দিবে না। সু সন্তান প্রতিপালনে তাকে সহযোগিতা করবে। যাতে সন্তানরা মাতা-পিতার জন্য নয়নমণি হতে পারে এবং যাদের দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা তার দীনকে শক্তিশালী করতে পারেন। আল্লাহ্র নেককার বান্দারা যে মোনাজাত করে তা কতই না সুন্দর ঃ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ـ

"হে আমাদের রব ! আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের দ্বারা আমাদের চক্ষুসমূহের শীতলতা দাও এবং আমাদেরকে পরহেজগার লোকদের ইমাম বানাও।"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৭৪)

এর ফলশ্রুতিতে সে, তার স্ত্রী এবং তার সন্তানেরা সবাই হবে ইসলামী আন্দোলনের যাত্রী। তারা পথ চলবে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে। তারা মুসলিম পরিবারের জন্য উত্তম নমুনা। তারা হবে ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য শক্তিশালী স্তম্ভ।

ইসলামের প্রাচীন ও সাম্প্রতিক ইতিহাসে আমরা নেককার রমনীদের অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখেছি যারা তাদের স্বামীদের জন্য সহযোগিনী ও সাহায্যকারিনীর ভূমিকা পালন করেছেন। এর সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রধান দৃষ্টান্ত হলো উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহ আনহা। মুসলিম উম্মাহর সাহায্যকারী কখনো কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়নি। আমাদের যুগেও বহু মুসলিম রমণীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পেয়েছি। যারা বিশ-পঁচিশ বছরের মত

www.nagorikpathagar.org

দীর্ঘ সময় ধৈর্যধারণ করেছে। তাদের স্বামীগণ জেলখানার অন্ধকার কুটিরে আর কয়েদখানায় থাকার সময় তারা বহু যুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তারা অসন্তুষ্ট হয়নি, এর বিনিময়ে তারা আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা করেছে। শুভ পরিণামের আশায় বুক বেঁধেছে। স্বামীর অবর্তমানে সন্তানদের প্রতিপালন করেছে, স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়েছে, বাতিল শক্তির নির্যাতনের মুকাবিলায় হকের পথে অবিচল থাকার জন্য স্বামীকে সাহস যুগিয়েছে। তাদের [নারীদের] কেউ কেউ জেল ও গ্রেফতারের শিকার হয়েছে। আবার কেউ কেউ নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। এমতাবস্থায় তারা ধৈর্যধারণ করেছে। কষ্ট ও যাতনা সহ্য করেছে। তথাপি আন্দোলনের পথ পরিহার করেনি।

দুনিয়ার প্রতি মনোযোগ ও রিযিকের প্রশস্ততা

আরো কতিপয় প্রতিবন্ধকতা আছে, যার মুকাবিলা কেউ কেউ করেছে। কিন্তু এগুলো থেকে দূরে থাকা উচিত। কারণ, এগুলোর প্রতি মানুষের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রকট। আর তা হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি মনোনিবেশ এবং ধীরে ধীরে অর্থ উপার্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিস্তৃতি। এমনকি এ পথ অবলম্বনকারী নিজেকেই অর্থোপার্জনের একটা ক্ষেত্র মনে করে। ফলে তার সমস্ত সময়, শ্রম-সাধনা ও চিন্তা কেবল অর্থোপার্জনের জন্যই নিবেদিত হয়। শেষ পর্যন্ত মাল তার খাদেম হওয়ার পরিবর্তে সে নিজেই মালের খাদেম হয়ে যায়। হালাল পন্থায় অর্থোপার্জনের মধ্যে কোনো দোষ নেই কিন্তু সেটাই জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর জ্ঞানের ফসল মনে করা ঠিক নয়। অর্থোপার্জন যেন ব্যক্তি ও ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ায়। অথবা আল্লাহর হক আদায়ের ক্ষেত্রে অর্থ যেন বাধার সৃষ্টি না করে। ধন-সম্পদের কিয়দংশ আল্লাহর রাস্তায় সাহায্য করা প্রশংসা ও শুকরিয়ার বিষয় কিন্তু এ সামান্য সাহায্যের দ্বারা আন্দোলনের দাবী পূরণ করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে সাইয়্যিদেনা ওসমান এবং সাইয়্যিদেনা আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহ আনহুমার উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। ব্যবসা থেকে উপার্জিত প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন তারা। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধ করার মতো বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন থেকে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য তাদেরকে বিরত রাখতে পারেনি। এ ছাড়াও তারা আন্দোলনের স্বার্থে প্রয়োজন মুতাবিক আল্লাহর রাস্তায় অঢেল সম্পদ দান করেছেন।

সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয় হচ্ছে, সম্পদ ও সম্পদ আহরণ করার প্রতি তীব্র ভালোবাসা অন্তরে প্রবেশ করা এবং সম্পদ জীবন ধারণের ওসিলা (মাধ্যম) না হয়ে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পরিণত হওয়া। নফল তো দূরের কথা ফরয আদায়ের

www.nagorikpathagar.org

ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়া। তখন একমাত্র সম্পদ অর্জন করাই জীবনের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এবং সে এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে শত চেষ্টা করেও তাকে ঐ অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যতক্ষণ না মৃত্যু তাকে বিচ্ছিন্ন করে অথবা অনিচ্ছাকৃত কোনো জবরদস্তিমূলক ব্যাপার তার ওপর নিপতিত হয়, যার ফলে সে সম্পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তখন তার অনুতাপ করা আর হিসাব করা ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

একজন সত্যিকারের মু'মিন বান্দার উচিত এ ধরনের বিপদে নিপতিত হওয়ার ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা। অন্যথায় তাকে এ নীতি মনে রাখা দরকার যে, প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম এমন স্বল্প সম্পদ ধ্বংসকারী অনেক সম্পদের চেয়ে যথেষ্ট। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন সে ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে আর প্রয়োজন মাফিক রিযিকপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ্ তাআলা তাকে যা দিয়েছেন তার ওপরই সে পরিতৃপ্ত হয়েছে।

নিরাশা ও হতশার কানাঘুষা

যেসব প্রতিবন্ধকতার ব্যাপারে আমাদের দুর্বলতা থাকা মোটেই উচিত নয়, তার মধ্যে রয়েছে নিরাশা, হতাশা ও দুর্বলতা সম্পর্কিত কানাঘুষা। একজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মী এসব কানাঘুষা শুনতে পায় তার চারপাশে বসবাস লোকজনদের কাছ থেকে। এসব কথা আসে কখনো উপদেশ হিসেবে। আবার কখনো সতর্কবাণী হিসেবে। আর কথাগুলো উচ্চারিত হয় তাদেরই মুখে যাদের অন্তর রোগাক্রান্ত অথবা আন্দোলনের বিরামহীন পথ চলা যাদের স্তিমিত হয়ে গেছে অথবা পথের কষ্ট যাদেরকে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত করে ফেলেছে। আর জিহাদের উত্তপ্ততার ওপরে যারা স্বাচ্ছন্দের শীতলতাকে স্থান দেয়। অথবা সেসব লোকদের মুখে কথাগুলো শুনা যায় যারা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সর্বদাই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে কারীম আমাদের সতর্ক করে দিয়েছে। এবং তাদের ষড়যন্ত্রের ধরন ও পদ্ধতি ও এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছে। তাদের হীন উদ্দেশ্যের কথা ফাঁস করে দিয়েছে।

وَقَالُوْا لَاتَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ ط قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ط لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ۝

"তারা লোকদেরকে বললো যে, এ রকম কঠিন গরমের মধ্যে তোমরা বের হয়ো না। তাদেরকে আপনি বলে দিন, জাহান্নামের আগুনতো এর চেয়েও অধিক গরম। হায়! যদি তারা একথা বুঝতে সক্ষম হতো।"

—(সূরা আত তাওবা ঃ ৮১)

www.nagorikpathagar.org

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَاقُتِلُوْا ط قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ (ال عمران : ١٦٨)

"তাদের যেসব ভাই বন্ধু জিহাদ করতে গিয়েছিলো এবং শাহাদাত বরণ করেছিলো তাদের সম্পর্কে তারা বললো, তারা যদি আমাদের কথা শুনতো তাহলে তারা নিশ্চয়ই নিহত হতো না। আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা যদি তোমাদের কথায় সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের মৃত্যু যখন আসবে তখন তা দূরে রেখে তোমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করো।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৮)

لَوْخَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّازَادُوْكُمْ اِلاَّ خَبَالاً وَّلاَ اَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ج وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ○ (التوبة : ٤٧)

"তারা যদি তোমাদের সাথে বের হতো, তাহলে তোমাদের মধ্যে দোষ-ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করতো না। তারা তোমাদের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টির জন্য পূর্ণ শক্তি দিয়ে চেষ্টা করতো। আর তোমাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে। আল্লাহ্ এসব যালেমদেরকে ভালো করেই জানেন।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ৪৭)

কোনো কোনো সময় হতাশা ও নিরাশার বিষয়টি ইসলামী আন্দোলনের দুশমন ও তাদের শক্তির ভয় থেকে সৃষ্টি হয়। কিন্তু কুরআনে কারীম আমাদেরকে সত্যিকারের মু'মিনরা এ ধরনের ভয়-ভীতির মুকাবেলা করেছে ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যমে, আল্লাহ্র ওপর ভরসা করার মাধ্যমে, এসব ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে। সাথে সাথে আমাদেরকে এর ফলাফলের কথাও বলে দিয়েছে যা মু'মিনদেরই প্রাপ্য। অতপর কুরআন ভয়-ভীতির একটা চিত্র আমাদের সামনে পেশ করে একথাই বলছে যে, উক্ত ভয় অভিশপ্ত শয়তানেরই কারসাজি। আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ج لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○ج اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ق وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ○ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ لا وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ط

www.nagorikpathagar.org

وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ○ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ص فَلاَ تَخَافُوْهُمْ
وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ (ال عمران : ١٧٢-١٧٥)

"যারা আহত হওয়ার পরও আল্লাহ্ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা প্রকৃত, নেককার ও পরহেযগার তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। আর যাদের কাছে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্যবাহিনী সমবেত হয়েছে ; তাই তাদেরকে ভয় করো একথা শুনে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেলো। উত্তরে তারা বললো, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক। পরিশেষে তারা আল্লাহর অনুগ্রহে এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করলো যে, তাদের কোনো ক্ষতিই হলো না। আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী পথ চলার সৌভাগ্যও তারা লাভ করলো। বস্তুত আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহকারী। এখন তোমরা জানতে পারলে যে, মূলত শয়তানই তার বন্ধুদেরকে শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছিলো। অতএব ভবিষ্যতে তোমরা তাদেরকে ভয় করবে না কেবলমাত্র আমাকেই তোমরা ভয় করবে—যদি বাস্তবিকই তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।"
–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭২-১৭৫)

আর আমরাও দেখতে পাচ্ছি যে, কুরআন আমাদেরকে নিরাশ, দুর্বল এবং হতাশাগ্রস্ত হতে নিষেধ করছে। আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করছেন ঃ

وَلاَ تَهِنُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ (ال عمران : ١٣٩)

"তোমরা মন ভংগুর (হতাশ) হয়ো না, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।"–(আলে ইমরান ঃ ১৩৯)

وَلاَ تَهِنُوْا فِى ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ط اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ج
وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَالاَيَرْجُوْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○ (النساء : ١٠٤)

"তোমরা তাদের পশ্চাদধাবনে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা প্রদর্শন করো না। তোমরা কষ্টে পড়ে থাকলে, মনে রেখো যে তারাও তোমাদের মতো কষ্টে পড়ে আছে। পক্ষান্তরে তোমরা আল্লাহর কাছে এমন জিনিস আশা করো যার আশা তারা করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছুই জানেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১০৪)

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন ঃ

www.nagorikpathagar.org

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ۝

"ইতিপূর্বে আরো কতক নবী এমন এসেছিলো যাদের সাথে এক হয়ে বহু লোক লড়াই করেছে। আল্লাহর পথে যত বিপদই তাদের ওপর পতিত হয়েছিলো তারা হতাশ হয়ে পড়েনি। তারা দুর্বলতা দেখায়নি। (বাতিলের কাছে) মাথানত করেনি। বস্তুত ধৈর্যশীল লোকদেরকে আল্লাহ পসন্দ করেন।–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৬)

তাই ইসলামী আন্দোলনের যে কর্মী তার জান-মাল আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে, হতাশা, নিরাশা আর দুর্বলতা সংক্রান্ত কোনো কানাঘুষায় তার প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। মহান আল্লাহ ও তাঁর সাহায্যের ব্যাপারে তাকে দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে। তার ওপর ভরসা করতে হবে। বাতিলের সামনে তাকে দুর্বল হলে চলবে না। এ ব্যাপারে শহীদ ইমাম কতইনা মূল্যবান উক্তি করেছেনঃ "সত্যের সাথে সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে 'শক্তি'। আর বাতিলের সামনে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে 'দুর্বলতা'।"

দীর্ঘসূত্রিতার জন্য অন্তরের দুঃখ

এটাও (ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে) এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা যা থেকে সাবধান থাকা উচিত। কেননা এ বিষয়টি হঠাৎ করে আবির্ভূত হয় না। এটা এমন মন্থর গতিতে শুরু হয় যাতে আন্দোলনের কর্মীরা বুঝতে না পারে। বিষয়টি হচ্ছে এই যে, পথের দৈর্ঘের কারণে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। আর ধীরে ধীরে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী উদাসীন হয়ে পড়ে। অতপর তার অন্তরে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের প্রতি তার আবেগ অনুভূতি ও প্রভাব দিন দিন লোপ পেতে থাকে। এভাবে দিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে সে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয় যে, সে কুরআন পড়ছে অথচ এর দ্বারা সে প্রভাবিত হচ্ছে না। নামায পড়ছে কিন্তু একাগ্রতা আসছে না। কখনো নামায থেকে উদাসীন থাকছে, অন্তরে এর জন্য কোনো অনুশোচনা হচ্ছে না। সে নিজেকে সেই মর্দে মু'মিন থেকে অনেক দূরে দেখতে পায় যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ (الانفال : ٢)

www.nagorikpathagar.org

"প্রকৃত ঈমানদার তারাই, আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রকম্পিত হয়। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের রবের ওপর আস্থা রাখে এবং নির্ভরশীল হয়।"–(সূরা আল আনফাল ঃ ২)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শক্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার মতো অবস্থায় নিপতিত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন ঃ

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ لا وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ط وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○(الحديد : ١٦)

"ঈমানদার লোকদের জন্য এখনো কি সেই সময় আসেনি যে, তাদের হৃদয় আল্লাহর যিকিরে বিগলিত হবে এবং তার নাযিলকৃত মহা সত্যের সামনে অবনত হবে। আর তারা সেসব লোকদের মতো হবে না, যাদেকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিলো পরে তাদের ওপর দিয়ে দীর্ঘ একটি কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলো, পরিশেষে তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেলো। তাদের অনেকেই ফাসেক হয়ে গিয়েছে।"–(সূরা আল হাদীদ ঃ ১৬)

এ বাঁধা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর উচিত হচ্ছে—তার সহকর্মী ভাইদেরকে ছেড়ে তার একাকীত্বকে প্রশ্রয় না দেয়া। এতে সে ইসলামী আন্দোলনের কর্মক্ষেত্র পারস্পরিক সহযোগিতা, সত্যের উপদেশ এবং ধৈর্যের উপদেশদানের মধ্যে সবসময় লেগে থাকতে পারবে। তার উচিত হচ্ছে—তার নিজেকে একজন কর্মী ভাইয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। সাথে সাথে আল্লাহর কিতাব তথা আল কুরআনের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং সর্বাগ্রে আত্মসমালোচনা করা। ইসলামী আন্দোলনের ভাইদের ওপর তার অধিকার হচ্ছে—যখন সে কিছু ভুলে যায়, তখন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া। আর মনে থাকলে কাজে-কর্মে তাকে সহযোগিতা করা।

এতদসত্বেও আমরা নিশ্চয়তা দিতে পারি না

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর এক মুহূর্তেরও নিশ্চয়তা নেই। কারণ, সে হয়ত ভাবতে পারে যে, সব বাধা ও প্রতিবন্ধক সে অতিক্রম করেছে, আন্দোলন ও সব বাধা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছে। এ ধারণাও সে করতে পারে যে, সে দৃঢ়তা ও ঈমানী শক্তির একটি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এতদসত্বেও এমন কোনো নিশ্চয়তা দেয়া যাবে না যে, আর কোনো বাধা তাকে অতিক্রম করতে

www.nagorikpathagar.org

হবে না। তদ্রূপ এ ধারণা পোষণ করাও তার জন্য ঠিক হবে না যে, সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করার পর তার আর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।

একথা অবশ্যই তাকে জানতে হবে যে, শয়তান এবং তার খোদাদ্রোহী সাথীরা সত্যের আহ্বানকারীদের পথে ওঁৎ পেতে বসে আছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সত্যের বাহকদেরকে তাদের দাওয়াত ও জিহাদের পথ থেকে সরিয়ে দেয়া।

তাদের এ ষড়যন্ত্রের কবল থেকে একমাত্র সে ব্যক্তিই পরিত্রাণ পেতে পারে যার খোদা প্রদত্ত দূরদৃষ্টি রয়েছে। যে ব্যক্তি তাদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং যে ব্যক্তিকে অসীম দৃঢ়তা ও স্থিরতা দ্বারা সম্মানিত করেছেন।

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

"আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হও। তিনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ২০০)

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ○

وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَىِّ ثُمَّ لَايُقْصِرُوْنَ ○(الاعراف : ٢٠١ - ٢٠٢)

"যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের ওপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে তারা সতর্ক হয়ে যায়। আর তখনই তাদের বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে যারা শয়তানের ভাই, তাদেরকে সে ক্রমাগতভাবে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। অতপর এতে সে কোনো কমতি করে না।"
–(সূরা আল আরাফ ঃ ২০১-২০২)

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ع

"আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের মযবুত বাক্য দ্বারা পার্থিব জীবনে এবং পরকালে দৃঢ় ও মযবুত করেন।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭)

আমরা সবাই আল্লাহর কাছে এ মুনাজাত করি, তিনি যেন আমাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের পথে দৃঢ়তাদান করেন। সত্যের পথ থেকে পদস্খলন থেকে তিনি যেন আমাদেরকে হেফাযত করেন। আমাদেরকে নফসের অনিষ্টতা এবং শয়তানের অনিষ্টতা থেকে দূরে রাখেন। আমাদেরকে যেন তিনি মঙ্গলময় অন্তিম দান করেন। আমীন।

---

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী আন্দোলনের পথে পরীক্ষা ও কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

ইসলামী আন্দোলনের পথে কঠিন পরীক্ষা কি ভুলের মাশুল ? নাকি এসব আন্দোলনের চিরাচরিত রীতি ? এসব পরীক্ষা এড়িয়ে চলা কিংবা তীব্রতা হ্রাস করা কি সম্ভব নয় ? এসব এড়িয়ে চলা কি আন্দোলনের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার শামিল ? ইসলামী আন্দোলনের জীবনে এ সময়টুকু কি তার মৃত্যুকালীন সময় ? নাকি এটা তার জীবন থাকার আলামত যার একটা প্রভাব আছে ? এটা কি তাহলে চূড়ান্ত আঘাত যার ফলে ইসলামী আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটবে ? নাকি এটা ইসলামী আন্দোলনের বিশুদ্ধিকরণ আর বদ্ধমূল করার পর্ব ? আর দল ও ব্যক্তির ওপর এর প্রভাবই বা কতখানি ? এর দ্বারা ক্ষতি হলো না লাভ হলো ? একথা কি ঠিক, এটা পরীক্ষার আকারে এক বিরাট প্রাপ্তি ?

এসবের কতিপয় প্রশ্ন অথবা সবগুলোই কারো কারো মাথায় উদিত হয়। এগুলোর সঠিক উত্তর সঠিক নিয়মে প্রশ্নকারী খুঁজে নাও পেতে পারে। আবার কেউ কেউ অসৎ উদ্দেশ্যে, সন্দেহ সৃষ্টি ও বিশৃংখলার উদ্ভব ঘটানোর নিমিত্তে এসব প্রশ্নের মাধ্যমে অন্যকে প্ররোচিত করতে পারে। আবার কেউ কেউ সৎ উদ্দেশ্যেই এসব প্রশ্নের মাধ্যমে অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে, কিন্তু সঠিক জবাব জানা না থাকার কারণে এর দ্বারা অন্তরে অস্বস্তির অবস্থা এবং সংশয়ের সৃষ্টি হতে পারে।

তাই আমাদের উচিত এ প্রশ্নগুলো উপস্থাপন করা, যাতে এর সঠিক ও সুস্পষ্ট জবাব আমরা জেনে নিতে পারি। এর ফলে সত্য সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। আর অসত্য ও বাতিলের অপনোদন হবে। আর আল্লাহই সঠিক পথের সন্ধান দিবেন।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী আন্দোলনে অগ্নি পরীক্ষা আল্লাহর চিরাচরিত নীতি

ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে আল্লাহর নীতি হলো এই যে, মু'মিনরা এবং আন্দোলনের কর্মীরা যুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হবেই। এমনকি কোনো কোনো সময় অগ্নি পরীক্ষার তীব্রতা এতটুকু বৃদ্ধি পায় যে, এ পরীক্ষার কথা শুনলে মন ও দেহে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায়। অতএব মুখের কথার নাম ঈমান নয়। অথবা কতগুলো নিছক আলামতের নামও ঈমান নয়। কিংবা কতগুলো বাহ্যিক দৃশ্য আর গগন ভেদী শ্লোগানের নাম ঈমান নয়। বরং ঈমানের জন্য অপরিহার্য বিষয় হলো অগ্নি পরীক্ষা এবং নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়া। সাফল্যের সাথে এসব অগ্নি পরীক্ষা অতিক্রম করা ছাড়া আল্লাহর সাহায্য আসতে পারে না। পবিত্র কুরআন এ চিরন্তন নীতির স্বীকৃতি দিয়ে ঘোষণা করছে ঃ

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ

مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝

"লোকেরা একথাই ভেবে নিয়েছে, আমরা ঈমান এনেছি এতটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদেরকে কোনো পরীক্ষা করা হবে না ? অথচ আমরা এদের পূর্ববর্তী সব লোকদেরই পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।"

–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ২-৩)

পবিত্র কুরআন আরো ঘোষণা করছে ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ

مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ۖ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ۝ (البقرة : ٢١٤)

"তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমরা সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পেয়ে যাবে ? অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের ওপর তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় আপদ-বিপদ আবর্তিত হয়নি। তাদের ওপর বহু দুঃখ-কষ্ট ও কঠিন বালা-মুসিবত আবর্তিত হয়েছে। তাদেরকে অত্যাচারে নির্যাতনে জর্জরিত করে ফেলা হয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তদানিন্তন

www.nagorikpathagar.org

রাসূল এবং তাঁর সাহাবীগণ আর্তনাদ করে বলেছে আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে ? তখন তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর সাহায্য খুব শীঘ্রই আসবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৪)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ ۝

"আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করবো, যেনো আমরা তোমাদের অবস্থার যাচাই করতে পারি এবং তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ আর কে কে আপন স্থানে অবিচল রয়েছে তা জানতে পারি।"
–(সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩১)

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ
نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ۝

"তোমাদের পূর্বেও বহুসংখ্যক রাসূলকে অমান্য করা হয়েছে। কিন্তু এ অমান্যতা এবং তাঁদের প্রতি যে নির্যাতন করা হয়েছে তা তাঁরা বরদাশত করে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের সাহায্য তাদের প্রতি এসে পৌঁছেছে। আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। পূর্ববর্তী নবীগণের খবরাদি তো তোমার কাছে পৌঁছেছে।"–(সূরা আল আনআম ঃ ৩৪)

وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ

"আল্লাহ চাইলে তিনি নিজেই সবকিছু বুঝা-পড়া করে নিতেন কিন্তু তিনি এ পন্থা এজন্য অবলম্বন করেছেন যেনো তোমাদেরকে একজনের দ্বারা অন্যজনের পরীক্ষা ও যাঁচাই করতে পারেন।"–(সূরা মুহাম্মদ ঃ ৪)

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ
مِنَ الطَّيِّبِ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ـ(ال عمران : ١٧٩)

"আল্লাহ মু'মিনদেরকে কিছুতেই এ অবস্থায় থাকতে দেবেন না, যে অবস্থায় তোমরা বর্তমানে অবস্থান করছো। তিনি পবিত্র লোকদেরকে অপবিত্র লোকদের থেকে অবশ্যই পৃথক করবেন। কিন্তু গায়েব সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা আল্লাহর নিয়ম নয়।"–(আলে ইমরান ঃ ১৭৯)

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ (ال عمران : ١٤١)

"বস্তুত পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি সাচ্চা মু'মিনদেরকে পৃথক করে দিয়ে কাফেরদের মস্তক চূর্ন করতে চান।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪১)

www.nagorikpathagar.org

مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ۝

"উপমা দ্বারা আল্লাহ তাআলা হক ও বাতিলের ব্যাপারকে স্পষ্ট করে তোলেন। যা ফেনা তা উড়ে যায়, আর যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা যমীনে স্থিতিশীল হয়। এভাবে আল্লাহ তাআলা উপমা দ্বারা নিজের কথা বুঝিয়ে দেন।"–(সূরা আর রাদ ঃ ১৭)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ۝ (العنكبوت : ١٠-١١)

"লোকদের মধ্যে কেউ এ রকমও আছে, যারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি কিন্তু যখন আল্লাহর ব্যাপারে তারা নির্যাতিত হলো তখন লোকদের পক্ষ থেকে আরোপিত পরীক্ষাকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করলো। এখন যদি তোমার রবের তরফ থেকে বিজয় ও সাহায্য এসে যায়, তাহলে এসব ব্যক্তিরাই বলবে আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। দুনিয়াবাসীর মনের অবস্থা কি ভালোভাবে আল্লাহর জানা নেই ? আর আল্লাহকে তো যাঁচাই করে দেখতে হবে কে ঈমানদার আর কে মুনাফেক।"–(সূরা আল আনকাবূত ঃ ১০-১১)

এভাবে আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা যে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয় তা আন্দোলনের পথে আল্লাহর এক অপরিবর্তীত চিরাচরিত বিধান। এটা কোনো ভুলের মাশুল নয়। আর ঠিক একথাটিই পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো স্বীকার করে যাচ্ছে যে, সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী, মু'মিন ও মুনাফিক যাঁচাই করার এটা একটা বিধান বৈ কিছু নয়। এ পরীক্ষার দ্বারা জানা যায়, কারা ধৈর্যশীল ও মুজাহিদ যেমনিভাবে জানতে পারা যায় কারা অবাধ্য, খোদাদ্রোহী এবং অত্যাচারী। আর এটা এজন্যই করা হয়েছে যেনো প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকার্যের উপযুক্ত এবং সমুচিত প্রাপ্য প্রদানের সময় আমাদের কাছে খোদায়ী ন্যায়-নীতি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

মু'মিনদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পবিত্র করা আল্লাহর হেকমতেরই অন্তর্ভুক্ত। মূলতঃ মু'মিনরা এর দ্বারা নিজেদের ঈমানকে আরো শক্তিশালী করে

www.nagorikpathagar.org

তোলে। এবং শক্ত হাতে তাঁদের আন্দোলনকে আঁকড়ে ধরতে প্রয়াস পায়। যেনো তারা তাদের ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। ফলে তারা আপন ঈমানকে রক্ষার ব্যাপারে বেশ যত্নবান হয় এবং যোগ্যতার সাথে আপন দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○ (الحج : ٤١)

"তারা এমন লোক যে, তাদেরকে আমরা যদি যমীনে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং খারাপ কাজের নিষেধ করবে। আর এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা আল্লাহর হাতেই রয়েছে।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৪১)

اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ قف يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ○

"এ যমীন আল্লাহর, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তাকে এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর চূড়ান্ত সাফল্য তাদের জন্যই নিহিত যারা তাঁকে ভয় করে কাজ করে।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ১২৮)

অতএব আমরা একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, আন্দোলনের পথে যেসব দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষা রয়েছে তা আল্লাহ তাআলার এক চিরাচরিত নীতি —কোনো ভুলের মাশুল নয়। তদুপরি আমরা একথা বলতে পারি যে, আন্দোলনের যেসব কর্মীদের কোনো দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় না তাদের প্রকৃত অবস্থা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। হতে পারে তারা রাস্তা ভুল করেছে আর এমন পথ হয়ত তারা অবলম্বন করেছে যা ইসলামী আন্দোলনের ধারকগণ অবলম্বন করেননি। শহীদ হাসানুল বান্না (র) আন্দোলনের কর্মীদের ওপর অগ্নি পরীক্ষা, যুলুম-নির্যাতনের ব্যাপারে যে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন তা (আশংকা প্রকাশের) দশ বছর পরে বাস্তবে সংঘটিত হয়েছিলো। তাঁর এ পূর্ব আশংকা অর্থহীন নিছক ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো না, বরং এটা ছিলো ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস অধ্যয়নে তাঁর সঠিক উপলব্ধির ফলশ্রুতি। এ অগ্নি পরীক্ষা সত্য ও হক। আন্দোলনের ক্ষেত্রে আল্লাহর চিরাচরিত বিধান। এ কারণেই তিনি আসন্ন পরীক্ষার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, "যখনই আন্দোলনের ধারক ও বাহকদের পথ অবলম্বন করবে তখনই তোমাদের পরীক্ষার সময় দীর্ঘায়িত হতে থাকবে। তখন কি তোমরা আন্দোলনের পথে অবিচল থাকবে?"

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ওপর যে দুঃখ-দুদর্শা ও কঠোর পরীক্ষা চলছে তা কি কোনো ভুলের মাশুল নাকি আল্লাহর অমোঘ বিধান ? এটা কোনো ভুলের মাশুল নয় বরং আল্লাহর অমোঘ বিধান এ প্রসংগে আমাদের কথার অর্থ এই নয় যে, কোনো প্রকার ভুলই সংঘটিত হয়নি। আমরা মানুষ। আমরা নিষ্পাপ নই। যে কাজ করবে, সে ভুল-ভ্রান্তির সম্মুখীন হবেই। যার কোনো কাজ নেই সে ভুলও করে না। কিন্তু দেখতে হবে যে, ভুলটি সংঘটিত হলো তা কি আংশিক না ব্যক্তিগত, ইজতেহাদের ফল স্বরূপ যা মানুষের সীমিত জ্ঞান দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এবং যার উদ্দেশ্যও ছিলো মহৎ, এ ধরনের ভুলের আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার আশা করা যেতে পারে। এর দ্বারা কল্যাণ লাভ করা যেতে পারে, বরং এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী আন্দোলনের পথে কঠিন পরীক্ষা ও কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

কঠিন পরীক্ষার পথ ত্যাগ করা অথবা যুলুম-নির্যাতনের তীব্রতা হ্রাস করা কি সম্ভব ? কঠিন পরীক্ষার পথ পরিহার কি আন্দোলনের পথ থেকে সরে দাঁড়ানোরই নামান্তর ?

উপরোক্ত ব্যাপারকে (কঠিন পরীক্ষার পথ বর্জন করা অথবা তার তীব্রতা হ্রাসের পথ বেছে নেয়া) কেউ কেউ মনে করে এটা একটা পলিসি, বিচক্ষণতা আর পরিণামদর্শিতা ছাড়া আর কিছুই নয় ; মনে করে আন্দোলনের কর্মী ও পরিচালকদের পক্ষে অগ্নি পরীক্ষাকে এড়িয়ে চলা সম্ভবপর। এ যুলুম-নির্যাতন এবং আল্লাহর দুশমনদের পক্ষ থেকে যে অত্যাচারের মুকাবিলা বারবার করতে হয় তা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম অথবা আর না হলেও কমপক্ষে অত্যাচারের তীব্রতা কিংবা সময় হ্রাস করতে সক্ষম। এমনটি মনে করা কি ঠিক ? এমনটি করতে কি তারা সক্ষম ?

আসুন এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব আমরা সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন চরিত থেকে খুঁজে বের করি যাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা চলি এবং যাঁর পথ অবলম্বনে আমাদের জীবন পরিচালনা করি। আমরা জানি যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের সার্বিক কল্যাণ কামনাকারী। তাদের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ও করুণা সিক্ত। তাদের ক্ষতি তাঁর কাছে কষ্টদায়ক। আল্লাহ তাআলা তাই তার সুন্দর ও কোমল হৃদয়ের কথা বলেছেন ঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○ (التوبة : ١٢٨)

"তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে এমন একজন রাসূল এসেছেন তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যার পক্ষে খুবই কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের সার্বিক কল্যাণই কামনা করেন। ঈমানদার লোকদের জন্য যিনি সহানুভূতিশীল ও করুণাসিক্ত।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ১২৮)

তিনি অনেক ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতেন। তিনি দেখতে পেতেন যে, মুসলমানরা কুরাইশীয় কাফেরদের অনেক রকমের নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি তাঁর এমন কোনো ক্ষমতা থাকতো যার দ্বারা তাঁদের নির্যাতন ঠেকানো যায়, তাহলে অবশ্যই তিনি তা করতেন। কিন্তু এমন কিছু তিনি না করে মুসলমানদেরকে ধৈর্যধারণ ও আন্দোলনের পথে অটল থাকার উপদেশ দিতেন। জান্নাত ও আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তির এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠালাভের সুসংবাদ দান করতেন। তিনি ইয়াসির পরিবারের প্রতি লক্ষ্য করে বলতেন ঃ

صبراً ال ياسر فان موعدكم الجنة

"হে ইয়াসির পরিবার ধৈর্যধারণ করো। কেননা জান্নাতই হলো তোমাদের জন্য ওয়াদাকৃত স্থান।"

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাহি কায়েস থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

سمعت خبابا يقول : أتيت النبى ﷺ وهو متوسد ببردة وهو فى ظل الكعبة ، وقد لقينا من المشركين شدة ، فقلت ألا تدعو اللّه ؟ فقعد وهو محمر الوجه فقال : (قد كان من كان قبلكم لتمشط بامشط الحديد مادون عظامه من لحم او عصب ، ما يصرفه ذلك عن دينه . ويوضع المنشار علي مفرق رأسه فيشق باثنتين ، ما يصرفه ذلك عن دينه . وليتمن اللّه هذا الامر ، حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت ، لا يخاف الا اللّه عد وجل ، والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون).

কায়েস বলেছেন যে, হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমি একথা বলতে শুনেছি, আমি একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হলাম। তিনি তখন তাঁর চাদরটাকে বালিশ বানিয়ে কা'বা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মুশরিকদের পক্ষ থেকে আমাদের ওপর তখন কঠোর নির্যাতন চলছিলো। তাই আমি তাঁকে বললাম, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কি দোয়া করবেন না ? একথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। তখন তাঁর চেহারা মুবারক রক্তিম দেখাচ্ছিলো। তারপর তিনি বললেন, [তোমাদের ওপর এমন আর কি নির্যাতন চলছে] তোমাদের পূর্ব যুগে যারা ঈমানদার ছিলো তাদের কারো কারো শরীরের হাড় পর্যন্ত যাবতীয় গোশত ও শিরা লোহার চিরুণী দিয়ে আঁচড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তবু এ নির্যাতন তাকে তার দীন থেকে ফেরাতে পারেনি। আবার কারো মাথার ওপর করাত চালিয়ে তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। তবু ঐ

www.nagorikpathagar.org

নির্যাতন, তাকে তার দীন থেকে বিমুখ করতে পারেনি। আল্লাহর কসম, নিশ্চয় এ দীন ইসলামকে আল্লাহ্ পরিপূর্ণ করবেন। [এবং সর্বত্র নিরাপত্তা বিরাজ করবে] এমনকি তখন এক উষ্ট্রারোহী সান্‌আ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ এতটা অভয় নিয়ে অতিক্রম করবে যে, সে আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুরই ভয় করবে না। এবং সে নিজ মেষ পাল সম্পর্কে নেকড়ে বাঘ ছাড়া আর কিছুরই ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা বড্ড তাড়াহুড়া করছো।–(বুখারী–কিতাবুল মানাকিব)

এমনিভাবে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিমগণ যে যুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন তার প্রতি তার হৃদয়ের গভীর অনুভূতি থাকার পরও যখন এ ব্যাপারে তাঁর কাছে দোয়া করার আবেদন জানানো হয়েছে, তখন তিনি রাগান্বিত হয়েছেন। এতে মনে হচ্ছিলো তিনি যেনো একথাই জোর দিয়ে বলছেন যে, এ যুলুম-নির্যাতন নতুন কোনো ঘটনা নয়। বরং এটা হলো আল্লাহর দীনের পথে তাঁর শাশ্বত বিধান। এর মুকাবিলা পূর্ববর্তী লোকদেরও করতে হয়েছে। তথাপি তারা তাদের দীন থেকে বিচ্যুত হননি। অতএব পূর্ববর্তী লোকেরা যে সবর ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন ইসলামী আন্দোলনের বর্তমান কর্মীদেরকেও সে সবর ও ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। তাঁরা যেমন অটল ও অবিচল ছিলেন তাদেরকেও তেমনি অবিচল ও দৃঢ় থাকতে হবে। আর আন্দোলনের ফলাফলের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে হবে যে, আল্লাহ্ তাঁর এ কাজ সমাপ্ত করবেন এবং শত্রুদের হীন ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে তার দীনকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করবেন।

মু'মিনদের ওপর আল্লাহর শত্রুদের নির্যাতনের অবসান হবে কবে ?

যারা দীনের আন্দোলনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের চেষ্টা তদবীরের মাধ্যমে তাদেরকে আন্দোলনের পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করে যাচ্ছে আল্লাহর দুশমনরা। কখনো উৎসাহ আর উত্তেজনা, কখনো সন্ত্রাস আর নির্যাতনের মাধ্যমে তারা ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করে যাচ্ছে। ইসলামী আন্দোলনের ধারক বাহকগণ যতদিন পর্যন্ত আন্দোলনকে পরিত্যাগ না করবে, যতদিন পর্যন্ত খোদাদ্রোহীদের ধ্যান-ধারণার সাথে ঐকমত্য পোষণ না করবে এবং বাতিলের সাথে হাত না মিলাবে ততদিন পর্যন্ত খোদাদ্রোহীদের এ যুলুম নির্যাতনের অবসান হবে না। তাই মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেন ঃ

وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ط

www.nagorikpathagar.org

"তারা তো তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই থাকবে। এমনকি তাদের ক্ষমতায় সম্ভব হলে তারা তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে নিবে।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৭)

اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَاءً وَّيَبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ○(الممتحنة : ٢)

"তাদের আচার-আচরণ এমন যে, তারা তোমাদেরকে কাবু ও জব্দ করতে পারলে তোমাদের সাথে দুশমনি করে। হাত ও মুখের ভাষা দিয়ে তোমাদেরকে জ্বালাতন করে। তারা তো এটাই চায় যে, কোনো না কোনো ভাবে তোমরা কাফের হয়ে যাও।"–(সূরা আল মুমতাহিনা ঃ ২)

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ط

"ইহুদী খৃষ্টানরা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১২০)

সত্য আকীদা পোষণ করার কারণে খোদাদ্রোহীরা যে যুলুম-নির্যাতন চালায় তার কোনোদিন অবসান হবে না। তবে এ যুলুমের অবসান হতে পারে একটি শর্তে, হয় সত্য আকীদা পোষণকারীরা তাদের আকীদা অর্থাৎ দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিত্যাগ করবে। অথবা আন্দোলনকে গতিহীন, স্থবির করে দিতে হবে। আন্দোলনের প্রতি আহ্বান বন্ধ করে দিতে হবে। আর এটা অতীব সত্য কথা যে, আন্দোলনকারীদের প্রতি খোদাদ্রোহীদের এ শত্রুতা কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা নয় অথবা পার্থিব কোনো মান-সম্ভ্রমের জন্যও নয়। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনেও রাজ্য এবং ধন-সম্পদ উপস্থাপন করেছিলো কিন্তু মুসলমানদের ঈমানী শক্তি এবং আল্লাহর দীনকে শক্তভাবে ধারণ করার দৃঢ় প্রত্যয়কে অবলম্বন করে উপস্থাপিত রাজ্য ও ধন-সম্পদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ পথে তাঁর জীবন চলে যাওয়ার আশংকাকেও তিনি পরোয়া করেননি। এ ব্যাপারে তিনি যে দ্ব্যর্থহীন বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন তাহলো, "চাচাজান, আল্লাহর কসম, তারা যদি আমার ডানহাতে সূর্য আর বামহাতে চন্দ্র দিয়ে আমার আন্দোলনকে পরিত্যাগ করতে বলে তবুও আমার আন্দোলনকে পরিত্যাগ করতে পারবো না। হয় আল্লাহ ইসলামের বিজয়দান করবেন। অথবা এর জন্য আমার জীবন বিলীন হয়ে যাবে।"

যুলুম-নির্যাতনের কারণে এ মহান আদর্শের অধিকারী ব্যক্তিগণ কখনো তাদের মযবুত আদর্শকে পরিত্যাগ করতে পারে না। কিংবা তাদের কর্ম-

www.nagorikpathagar.org

তৎপরতা কখনো বন্ধ করে দিতে পারে না। আর তাই যদি না, তবে তো এ বিরাট আমানত গ্রহণ করা এবং তার দাবী অনুযায়ী কাজ করার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শুরু থেকেই নিজেকে পেশ না করাটাই সবচেয়ে ভালো ছিলো।

দৃঢ়তার ওপরই আন্দোলনের স্থায়িত্ব

একথা সত্য যে, যে ব্যক্তি অকথ্য যুলুম ও নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছে এবং অন্তর আল্লাহকে অস্বীকার করতে সম্মত হয়নি বরং অন্তরে আল্লাহর প্রতি নিশ্চিতভাবে ঈমান রয়েছে, এমন ব্যক্তির মৌখিক কুফরী কথাকে [শুধু নির্যাতন থেকে বাচাঁর জন্য মুখে মুখে আল্লাহকে অস্বীকার করা] ওজর হিসেবে আল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন। এ ওজর গ্রহণ বস্তুত আপন বান্দাগণের প্রতি আল্লাহর বিরাট করুণা। আর এ করুণা এজন্য যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষের সিমীত শক্তি ও সামর্থের কথা জানেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ○

"যে ব্যক্তি ঈমান লাভের পর বাধ্য হয়ে কুফরী করে, অথচ তার অন্তর ঈমানের প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ও অবিচল থাকে তবে কোনো দোষ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি মনের সন্তোষ সহকারে কুফরী কবুল করে নিলো তার ওপর রয়েছে আল্লাহর গযব। এসব লোকদের জন্য ভীষণ আযাব।"

–(সূরা আন নাহল ঃ ১০৬)

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যুলুম ও নির্যাতনের সময় এ সহজ অনুমতিকে মু'মিনদের ভূমিকার একটা মৌলিক ও প্রধান নীতি বানিয়ে নিতে হবে, আর ঈমানের পথে অবিচল থাকা ও দৃঢ়ভাবে ইসলামী আদর্শকে ধারণ করাকে বাদ দিতে হবে এবং ঈমান ও আকীদার দাবীকে উপেক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ অনুমতির অর্থ এটা নয়, বরং কুফরীর মুকাবিলায় দৃঢ় ঈমানের সাথে নিজের জীবনকে আল্লাহর পথে কুরবানী করাই উত্তম।

প্রকৃত আন্দোলন সুবিধা ও সুবিধা গ্রহণকারীদের ওপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। বরং আন্দোলন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে দৃঢ়তা এবং দৃঢ় মনোবল পোষণকারীদেরকে ভিত্তি করে। এ কারণেই আন্দোলনে আল্লাহর চিরাচরিত নীতি হলো মূলতঃ কর্মীদেরকে যাঁচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অগ্রসর করা। তাই আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুযোগ গ্রহণের উপদেশ দেননি, যাতে করে কুরাইশদের যুলুম-

www.nagorikpathagar.org

অত্যাচার থেকে নব মুসলিমরা বেঁচে থাকতে পারে। বরং তাদের প্রতি তাঁর অপরিসীম সহানুভূতি থাকার পরও সবর, দৃঢ়তা এবং নির্যাতন সহ্য করার উপদেশ দিয়েছেন। সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্য এবং জান্নাত প্রদানের শুভ সংবাদ দিয়েছেন।

মুসলমানদের সাথে এ ভূমিকা পালন করা ছাড়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আর কোনো পথ ছিলো না। এমতাবস্থায় তাঁর ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী নাযিল হচ্ছিলো ঃ

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ ○ (الزخرف : ٤٣ ـ ٤٤)

"অবস্থা যাই হোক না কেন তুমি এ কিতাবকে মযবুত করে ধরে রাখো যা অহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে। তুমি নিসন্দেহে সঠিক পথের পথিক। প্রকৃত কথা এই যে, এ কিতাব তোমার জন্য এবং তোমার জাতির জন্য বিরাট মর্যাদার বিষয়। আর অতি শীঘ্রই তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।"–(সূরা আয যুখরুফ ঃ ৪৩-৪৪)

আল্লাহ তাআলা আরো ঘোষণা করেন ঃ

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ ـ (الشورى : ١٥)

"(এজন্যই হে মুহাম্মদ !) তুমি দীনের প্রতি দাওয়াত দাও। আর তোমাকে যে হুকুম দেয়া হয়েছে তার ওপর দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকো। এসব লোকদের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করো না। তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহ যে কিতাবই নাযিল করেছেন আমি তার ওপরই ঈমান এনেছি।"

–(সূরা আশ শূরা ঃ ১৫)

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ○ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ○ (الدهر : ٢٣ـ٢٤)

"হে নবী ! আমি তোমার প্রতি এ কুরআন অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি। অতএব তুমি তোমার রবের আদেশ-নিষেধ পালনে ধৈর্যধারণ করো। আর এদের মধ্য হতে কোনো দুষ্কৃতকারী কিংবা সত্য অমান্যকারীর কথা পালন করো না।"–(সূরা আদ দাহর ঃ ২৩-২৪)

www.nagorikpathagar.org

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ○ (الحجر : ٩٤)

"(হে নবী !) যে জিনিসের হুকুম তোমাকে দেয়া হয়েছে তা জোরেশোরে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করো। আর মুশরিকদেরকে বিন্দুমাত্র পরোয়া করো না।"
–(সূরা আল হিজর ঃ ৯৪)

মু'মিনদের কর্তব্য হলো ঐ ব্যক্তির অক্ষমতা (অসুবিধা) বিবেচনা করা, যে ব্যক্তি নির্যাতনের যন্ত্রণা সহ্য করতে অক্ষম অথচ তার অন্তর আল্লাহর প্রতি আস্থাবান রয়েছে। মু'মিনদের অন্তর নির্যাতিত ব্যক্তির দিক থেকে ফিরিয়ে নেয়া উচিত নয় এবং উভয়ের মধ্যে যে মহান ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বদ্ধমূল রয়েছে তা যেনো কখনো ছিন্ন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

অগ্নি পরীক্ষার পথ পরিহার আন্দোলন থেকে বিচ্যুতির শামিল

ইসলামী আন্দোলন যখন আপন গতিতে চলতে থাকবে, আন্দোলনের ধারক-বাহকগণ যখন এর সার্বিক ব্যাপকতা, পবিত্রতা এবং পূর্ণতা নিয়ে সঠিক পথে যাত্রা করতে থাকবে এবং এর মধ্যে যখন কোনো অবহেলা ও বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হবে না তখন আন্দোলনের ফলাফল কি দাঁড়াবে তা খুবই স্পষ্ট। এর ফলাফল সম্পর্কে দুশমনেরা পুরোপুরি জানে। আর তাহলো বাতিলের মূলোৎপাটন, আর সত্যের প্রতিষ্ঠা লাভ। তাই সত্যের দাবী হলো, সত্যের অনুসরণ করা।

এ কারণেই ইসলামী আন্দোলন ও এর কর্মীদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি করাবার জন্য আল্লাহর দুশমনদের অবিরাম প্রচেষ্টা কোনোদিন বন্ধ হবে না। আর এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকার কারণেই ঈমানদারগণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। তাই মু'মিনগণ একটি জামায়াত হিসেবে এ অগ্নি পরীক্ষা থেকে কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারে না। যদি তারা তাদের আন্দোলনকে পরিত্যাগ না করে। অথবা আন্দোলনের এমন কোনো দিক পরিহার করে যা ইসলামের দুশমনদেরকে খুশী রাখে। কিংবা আন্দোলনের যাবতীয় গতিশীল কর্ম-তৎপরতাকে স্তব্ধ করে দেয়। আন্দোলনের কর্মতৎপরতায় উপরোক্ত অবস্থা পরিলক্ষিত হওয়ার অর্থই হচ্ছে এমন মহান পথ থেকে সরে দাঁড়ানো, যে পথে রয়েছে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি। যে পথে পদচারনা করেছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরাম। সে পথে মহান আদর্শের মূর্তপ্রতীক রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হিসেবে আমাদের চলা অবশ্য কর্তব্য।

www.nagorikpathagar.org

অতএব ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে অবশ্যই জেনে রাখা উচিত, আন্দোলনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। তাদের উচিত স্বীয় আকীদা ও ধ্যান-ধারণার প্রতি মনোবলকে আরো দৃঢ় করা। এর ওপর অধিক ধৈর্যধারণ করা। অবিচল থাকা। তাদের প্রতি যে আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা রয়েছে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা। আসলে আল্লাহর দুশমনেরা ইসলামী আন্দোলনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কিংবা তাদের সেই দুর্বল দেহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে না যা তাদের চাবুক, কামান ও ফাঁসীকাষ্ঠের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে—বরং তারা সংগ্রাম করছে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে। আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ ○ (يوسف : ٢١)

"আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই আপন দীন প্রতিষ্ঠার কাজ সমাধা করার ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। অধিকাংশ লোকই তা অনুধাবন করতে পারে না।"

আমাদের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে কেউ যেনো একথা মনে না করে যে, আমরা জেল, গ্রেফতারী, যুলুম-নির্যাতন ও নিহত হবার জন্য তার আকাঙ্ক্ষ পোষণ করি। আমাদের মানসিকতা কখনো এ রকমের নয়। বরং আমরা সবসময়ই আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করি। আল্লাহ যেনো আমাদেরকে যালেমদের অত্যাচার ও যুলুমের শিকারে পরিণত না করেন, আমরা সবসময়ই এ কামনাই করি। আমরা আরো কামনা করি আল্লাহ তাঁর করুণা দ্বারা যেনো কাফের জাতির ফেতনা থেকে আমাদেরকে নাজাত দান করেন। যতদিন পর্যন্ত আমাদের ঈমান ও আকীদার ওপর কোনো আঘাত না আসে এবং যতদিন পর্যন্ত আমাদের আন্দোলনের অবিরাম চলার গতি বাধার সম্মুখীন না হয়—ততদিন আমরা শান্তির পরিবেশ প্রত্যাখ্যান করি না।

শত্রুর সাথে সংঘর্ষ হোক এটা আমরা কামনা করি না। তাকে উত্তেজিত করার ইচ্ছাও আমাদের আদৌ নেই। শত্রুতা চরিতার্থ করার সুযোগও আমরা দিতে চাই না। তারপরও যদি যুলুম-নির্যাতনের পথ সে অবলম্বন করে, এর দ্বারা সে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি তার শত্রুতা ও বিরোধিতাকে তীব্র করে ফেলে। এমতাবস্থায় একমাত্র ধৈর্যধারণ, নির্যাতন বরদাশত করা এবং আল্লাহর কাছে এর শুভফল কামনা করা ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই। এ পরিস্থিতিতে আন্দোলনের জন্য আমাদের কর্মতৎপরতায় অবহেলা ও কার্পণ্য করা উচিত নয়। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ঃ

فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ط وَاللّٰهُ

www.nagorikpathagar.org

يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ○ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○ فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَبَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

"আল্লাহর পথে যত বিপদই তাদের ওপর এসেছিলো তাতে তারা হতাশ ও নিরাশ হয়ে যায়নি। তারা দুর্বলতা প্রকাশ করেনি। বাতিলের সম্মুখে তারা মাথানত করেনি। বস্তুত এরূপ ধৈর্যশীল লোকদেরকেই আল্লাহ পসন্দ করেন। আল্লাহর দরবারে তাদের এটাই দোয়া ছিলো, "হে আমাদের রব ! আমাদের ভুল-ত্রুটি ও অক্ষমতাকে ক্ষমা করো। আমাদের কাজে-কর্মে তোমার নির্দিষ্ট সীমার যতটুকুই লংঘতি হয়েছে তা মাফ করে দাও। আমাদেরকে তোমার পথে অটল ও অবিচল রাখো এবং কাফেরদের মুকাবিলায় আমাদেরকে সাহায্য করো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণও দান করেছেন। এর থেকে উত্তম পরকালীন সাওয়াবও দান করেছেন। আল্লাহ এ ধরনের সৎকর্মশীল লোকদেরকে ভালোবাসেন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৬-১৪৮)

وَمَا لَنَآ اَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلَنَا ط وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○ (ابرهيم : ١٢)

"আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করবো না কেনো ? অথচ তিনি আমাদের জীবন চলার সঠিক পথ দেখিয়েছেন, যাতে করে আমাদেরকে তোমরা যেসব দুঃখ-কষ্ট দিয়েছো তা সহ্য করতে পারি। আর ভরসাকারীদের উচিত একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা করা।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ১২)

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী আন্দোলনের পথে কিছু অগ্নি পরীক্ষা ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা না করেই অনেক লোক একথা মনে করে যে, দুঃখ-কষ্ট, যুলুম-নির্যাতন এবং অপরিসীম দুর্ভোগের অগ্নি পরীক্ষা ইসলামী আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি করছে। আন্দোলনকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। এ ধারণা তাদের কাছে অগ্নি পরীক্ষার সময়কেই শুধু দীর্ঘায়িত করবে। কারণ, তাদের কাছে এ অগ্নি পরীক্ষার রহস্য অস্পষ্ট। এর দ্বারা আন্দোলনের ক্ষেত্রে কি লাভ হচ্ছে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তারা উপলব্ধি করতে পারছে না। তাই তারা প্রশ্ন করে যে, প্রচুর জনশক্তি এক সময় আমাদের কাছে ছিলো, সে জনশক্তি এখন কোথায় ? কোথায় সেসব নিদর্শন, যা প্রতিটি স্থানে এক সময় শোভা পেতো ? কোথায় সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লাব, সমিতি ও বিভিন্ন সংস্থা যেগুলো এ সমাজের মধ্যে আপন ভূমিকা পালনে ব্যস্ত থাকতো ?

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এসব জিনিস হাতছাড়া হওয়া ইসলামী আন্দোলনের বিরাট ক্ষতির দিকেই ইঙ্গিত করে। আন্দোলন ও এর ধারক-বাহকগণ যে দুঃখজনক ও কঠিন ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তারই স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করে। একথা বস্তুজগতে এবং বস্তুবাদী মাপকাঠিতে নির্ঘাত সত্য। কিন্তু আন্দোলন ও আদর্শের জগতে এবং আল্লাহর মাপকাঠিতে প্রকৃত ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

এ ধারণার স্পষ্টতার জন্য ইসলামী আন্দোলন ও তার কর্মীরা ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় যেসব ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তার একটা সম্ভাব্য চিত্র তুলে ধরছি। এটা এজন্য যে, আন্দোলনের পথে যে কঠিন পরীক্ষা হয় তা কতটুকু কল্যাণকর তা যেনো অনুধাবন করা সহজ হয়।

● এমন ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা মোটেই কম নয়, যারা শত্রুদের হাতে আল্লাহর নৈকট্য (শাহাদাত) লাভ করেছেন। আর সে শাহাদাত লাভ হয়েছে অত্যধিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে কিংবা ফাঁসির মঞ্চে। অথচ তারা ছিলেন এমন মহান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, আন্দোলনের ময়দানে যাদের মর্যাদা ও প্রভাব ছিলো অপরিসীম। তাই বাহ্যিক দৃষ্টিতে এসব নেতৃস্থানীয় লোকের তিরোধানে এবং আন্দোলনের ময়দানে তাঁদের শ্রম-সাধনা ও জিহাদের অনুপস্থিতির ফলে আন্দোলন অপরিসীম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, আন্দোলনের পথে শহীদের শাহাদাত আন্দোলনের মহত্ব ও উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে ও লক্ষ্য অর্জনের বেলায় ঈমান ও

www.nagorikpathagar.org

আকীদার জন্য আত্মত্যাগের প্রমাণ বৈ কিছু নয়। শহীদের শাহাদাত শত শত অনলবর্ষী বক্তার বক্তৃতার চেয়েও অন্তরে অধিক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। শাহাদাত ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য পথের সম্বল ও পাথেয়। আমরা যখন জীবন চরিত পাঠ করি, তখন তাঁদের শাহাদাত লাভের শত শত বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও আমাদের অন্তরে উদগ্র ঈমানী প্রেরণা জেগে ওঠে। হযরত ইয়াসির ও সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুমাদের শাহাদাত থেকে আমরা এমন পাথেয় খুঁজে পাই যা চলার পথে আমরা প্রার্থনা করি।

এসব শহীদানের শাহাদাতের দ্বারা আন্দোলনকারী দল স্বীয় পথে যা অর্জন করবে তাহলো এমন এক বিশাল ও মহান প্রাপ্তি যা প্রকাশ পায় সম্ভাবনাময় মুসলিম যুবকদের গতিশীল শক্তিশালী অন্তরে। শহীদগণ যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রেখে গেছেন তা দ্বারা আজকের যুবকেরা যে উপকার পাচ্ছে তাই হলো ইসলামী আন্দোলনের পথের পুঁজি।

আর শহীদানের ব্যাপার হলো, তারা শাহাদাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে সফলকাম হয়েছেন। "শাহাদাত" আন্দোলনের জন্য সাধারণ কল্যাণ এবং শহীদানের জন্য বিশেষ কল্যাণ—প্রকৃতপক্ষে শাহাদাত আন্দোলনের জন্য ক্ষতিকর নয়। যেমনটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায়।

● বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা আন্দোলনের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে হয়, তার মধ্যে যারা আন্দোলনের কর্মতৎপরতা থেকে বিমুখ হয়ে গেছে এবং যারা বিপথগামী হয়ে গেছে তাদের সংখ্যা একেবারে কম নয়।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে বলতে হয়, আন্দোলনের সারির লোক কমে গেছে এবং আন্দোলন সেসব লোকদের কর্মতৎপরতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, কর্মীদের সারি দৃঢ়তার দিক থেকে আরো শক্তিশালী হয়েছে। দুর্বলতার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। এরপর আল্লাহ তাআলা চলে যাওয়া লোকদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। এটাই আল্লাহর চিরাচরিত বিধান।

مَاكَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآاَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ط-(ال عمران : ١٧٩)

"আল্লাহ তাআলা মু'মিনদেরকে এ অবস্থায় কিছুতেই থাকতে দিবেন না, যে অবস্থায় তোমরা বর্তমানে দাঁড়িয়ে আছো। তিনি অপবিত্র লোকদেরকে পবিত্র লোকদের থেকে আলাদা করে দিবেন।"-(আলে ইমরান ঃ ১৭৯)

www.nagorikpathagar.org

অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ ۙ

"তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আল্লাহ তোমাদের স্থানে অন্য কোনো মানব গোষ্ঠীকে নিয়ে আসবেন, যারা তোমাদের মতো খারাপ হবে না।"–(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩৮)

আজ আমরা যেসব যুবকদেরকে পাচ্ছি সত্যিই তারা সম্পূর্ণরূপে প্রাণবন্ত। তারা দৃঢ় মনোবল ও গভীর প্রত্যয়ের সাথে আন্দোলনের পথে চলছে। তাদের পূর্ববর্তী ভাইদের ভাগ্যে যা ঘটেছে তা জেনে শুনেও তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

● বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আন্দোলনের জন্য যা ক্ষতিকর বলে মনে হয় তার মধ্যে রয়েছে, প্রচারের বদলে আন্দোলনের প্রচারকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা, বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা বাজেয়াপ্ত ও প্রকাশনা নিষিদ্ধ করণের মাধ্যমে আন্দোলনকে কোণঠাসা করে ফেলা।

প্রকৃতপক্ষে আন্দোলনের ময়দানে অগ্নি পরীক্ষার সময় প্রান্তিক ফলাফল কম হলেও মূল ফলাফল তার স্থলাভিষিক্ত হয়। অর্থাৎ যারা অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে আন্দোলনের মাধ্যমে তারা নিজেদের ঈমান অভিজ্ঞতা এবং দৃঢ়তাকে আরো বৃদ্ধি করে নেয়। যেমনিভাবে তাদের অন্তরে একাগ্রতা, দৃঢ়তা, ত্যাগ, পারস্পরিক বিশ্বাস, ভ্রাতৃত্ব ও সম্পর্কের মূল শিক্ষা বদ্ধমূল হয়। একজন ব্যক্তি তার আন্দোলনের দ্বারা পূর্বের চেয়েও বেশী উপকৃত হয়।

এতদসত্ত্বেও যারা আপন মাতৃভূমিতে দুঃখ-দুর্দশা ও যুলুমের দরুন মাতৃভূমি থেকে আল্লাহর দুনিয়ায় অন্যত্র নির্বাসিত ও বিতাড়িত হচ্ছে, তারা যেখানেই যাচ্ছে আন্দোলনের প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। ইসলামী আন্দোলনের প্রথম যাত্রা লগ্নেই তা ঘটেছিলো। যার ফলে মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে যারা মদীনায় গিয়েছিলেন তাঁদের দ্বারাই মদীনাতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিলো। আমাদের বর্তমান ইতিহাসেও এ ঘটনার নজীর খুঁজে পাই। তাই ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য মহাদেশগুলোর বহু দেশে ইসলামী কর্ম-তৎপরতার অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর এ মহান কাজ তাঁদের হাতেই হচ্ছে যাঁরা আপন জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা যথার্থই ঘোষণা করেছেন ঃ

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝ (التوبة : ٣٢)

www.nagorikpathagar.org

"লোকেরা চায় যে, আল্লাহর প্রদীপকে তারা নিজেদের ফুঁৎকারে নির্বাপিত করে দিবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর আলোকে পূর্ণতাদান না করে কিছুতেই ছাড়বেন না। কাফের লোকদের কাছে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন।"

--(সূরা আত তাওবা ঃ ৩২)

আরো একটি এমন দিক আছে যা বাহ্যিক দিক থেকে মনে হয়, যেনো এটা আন্দোলনের এক বিরাট ক্ষতি। আর তাহলো, বহু লোক যুলুম, নির্যাতন, জেল-জরিমানা এবং দীর্ঘ জীবনের কারা ভোগের সম্মুখীন হচ্ছে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও এটা ক্ষতিকর কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আন্দোলনের জন্য কল্যাণকর। যদি শহীদগণ তাদের শাহাদাতের মাধ্যমে আত্মত্যাগের মূর্তপ্রতীক হয়ে থাকেন, তাহলে বিশ বছর কি তারও বেশী সময় ধরে যেসব লোকেরা যুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার, জেল-যুলুম, গ্রেফতারীর সম্মুখীন হচ্ছেন তারাও হচ্ছেন সত্যের সাথে অবিচল থাকা এবং আন্দোলনের কাজে লিপ্ত থাকার প্রতীক। আর এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য চলার পথের প্রেরণা এবং পাথেয়।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে মুসলমান শারীরিক, আর্থিক এবং নৈতিক দিক থেকে একটানা বিশ বছর যাবত কোনো নমনীয়তা অবলম্বন ছাড়া বিভিন্ন চাপের সম্মুখীন হচ্ছে, অথচ তার এ করুণ অবস্থা থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্তি পেতে পারতো যদি সে অত্যাচারীকে সমর্থন করতো, আর তার আন্দোলনের কর্ম-তৎপরতা বন্ধ করে দিতো। এটা অবশ্য হকপন্থীদের হকের সাথে অবিচল থাকার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর এ ব্যাপারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল করুণা একমাত্র আল্লাহর।

আমরা যদি এটা ধরে নেই যে, সবাই আন্দোলনের পতাকা বহন থেকে বিরত রয়ে গেলো, সুখ-স্বাচ্ছন্দ এবং জীবনকে অগ্নি পরীক্ষার দ্বারা দগ্ধ হওয়ার ওপরে অগ্রাধিকার দিলো, তাহলে এর দ্বারা খারাপ ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতো। উদীয়মান বংশধরদের সামনে ইসলামী কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতা পশ্চাৎমুখী ও নিস্তব্ধ হয়ে পড়তো।

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে যা ক্ষতিকর তা সাধারণভাবে আন্দোলনের জন্য কল্যাণকর। আর যারা নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে—তাদের জন্য বিশেষভাবে কল্যাণকর। ধৈর্যধারণের জন্য এবং সত্যের ওপর অবিচল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে তাঁদের পুরস্কার সংরক্ষিত রয়েছে ইনশাআল্লাহ।

www.nagorikpathagar.org

● বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইসলামী আন্দোলন ও তার কর্মীরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ইসলামী আন্দোলনের গায়ে মিথ্যা অপবাদের প্রলেপ দেয়া, তার ভাবমূর্তিকে বিকৃত করা, মানুষের মধ্যে আল্লাহর আন্দোলনের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং মানুষকে ইসলামী আন্দোলনের পথ থেকে বিরত রাখা। সত্যের আন্দোলনের ক্ষেত্রে এগুলো কোনো নতুন বা অদ্ভুত ব্যাপার নয়। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও দুশমনেরা কত রকমের বিশেষণে ভূষিত করেছে। প্রিয় নবীকে তারা বলেছে যাদুকর, বলেছে মিথ্যাবাদী, পাগল। তারা আরো বলেছে, এ লোক যা নিয়ে এসেছে তা দ্বারা একজন মানুষকে তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। তাঁদের প্রভুদেরকে নির্বোধ আখ্যায়িত করছে। মোটকথা ইসলাম ও তার নবীর বিরুদ্ধে সর্বশেষ মিথ্যা প্রচারাভিযান চালিয়েছে কিন্তু পরিশেষে সত্যের সামনে মিথ্যা টিকে থাকতে পারেনি। সত্যের হয়েছে বিকাশ ও জয়। আর মিথ্যার হয়েছে ধ্বংস ও ক্ষয়। প্রমাণিত হয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা এবং তার দীন ও আন্দোলনের পবিত্রতা।

একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটা বিচিত্র কিছুই নয়। সন্ত্রাসবাদীরা, শয়তানের দোশররা এবং উপনিবেশবাদের গোলামেরা দেশের ইসলামী প্রতিষ্ঠান আর উৎপাদন কেন্দ্রগুলোকে ধূলিস্মাৎ করে দিতে চায়। নিরপরাধ মানুষের জীবন সংহার করতে চায়। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ক্ষমতা দখল। প্রচার মাধ্যমগুলোর সাহায্যে ইসলামী আন্দোলনের ভাবমূর্তিকে বিকৃত করার জন্য যুব সম্প্রদায় এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যারা কাজ করে তাদের হৃদয়ে বিতৃষ্ণা ও অনীহা সৃষ্টির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা চান যে, আসল রহস্য উদঘাটিত হয়ে যাক। মিথ্যা গোপন না থাকুক। যালিমের যুলুম প্রমাণিত হোক। নির্যাতন ও হত্যার রহস্য লিপিবদ্ধ হোক। আর যুবকেরা ইসলামী আন্দোলনকে সত্য ও নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করুক।

● ইসলামী আন্দোলনের জন্য বাহ্যত আরো যা ক্ষতিকর বলে মনে হয়, তার মধ্যে রয়েছে ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয়, অর্থনৈতিক কোম্পানী, ক্লাব, সমিতি এবং বিভিন্ন ধরনের ইসলামী কর্মতৎপরতার বিলুপ্তিকরণ ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের সুফল থেকে সমাজকে বঞ্চিত করা। ইসলামী আন্দোলনে বস্তুগত দিক মুখ্য বিষয় নয়। অতীতে আমরা দেখতে পেয়েছি, মুসলিমগণ ইসলামী আন্দোলনকে সামরিক প্রয়োজনীয়তার উর্ধে স্থান দিয়ে নিজেদের ধন-সম্পদ ও দেশ পরিত্যাগ করে অন্য দেশে হিজরত করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা পরবর্তী বিজয়ের মাধ্যমে এর বিনিময় দান করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

হযরত ছুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর আপন ধন-সম্পদ হিযরাত করতে গিয়ে কুরাইশ বংশের কাছে ফেলে এসেছেন শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ ربح صهيب ربح "ছুহাইব লাভবান হয়েছে, ছুহাইব লাভবান হয়েছে।" আমরা এ উক্তি কোনো দিন ভুলতে পারবো না। মুহাজির ভাইদের ব্যাপারে আনসারগণ যে স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং অপরকে নিজেদের ওপরে অগ্রাধিকার প্রদানের যে মহান নজীর পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ রয়েছে তা কোনোদিন আমরা ভুলতে পারবো না। এখানে যে বস্তুগত ক্ষতি হচ্ছে বলে ধারণা করা হয়, তা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ওপর অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ তরবিয়াতী প্রভাব পড়ে থাকে। আর তাহলো এই যে, বস্তুবাদ কর্মীদেরকে বস্তু অর্জনে ব্যস্ত রাখবে না অথবা বস্তুবাদ তাদের অন্তরে কোনো স্থান দখল করতে পারবে না। এমনিভাবে অগ্নি পরীক্ষার মাধ্যমে আন্দোলনের ক্ষেত্রে কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সংহতি, সহযোগিতা এবং আত্মত্যাগের এক মহান শিক্ষা অর্জিত হয়।

তবে আসলেই যে দিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাহলো এই যে, ইসলামের শিক্ষা-সভ্যতার ওপর ভিত্তি করে যে মহান খেদমত প্রতিষ্ঠানগুলো আনজাম দিয়ে যেতো তা থেকে সমাজ বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু যখনই আন্দোলনকারীরা এসব সামাজিক খেদমত করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যাবে এবং নতুন করে আবার এসব প্রতিষ্ঠান চালু করার সুযোগ পাবে তখনই এ পথে তাদের শ্রম-সাধনাকে কাজে লাগাতে দ্বিধাবোধ করবে না।

এমনিভাবে আমরা আল্লাহর চিরাচরিত বিধান হিসেবে আন্দোলনের পথে যেসব অগ্নিপরীক্ষা দেখতে পাচ্ছি তা বাহ্যত ক্ষতিকর বলে মনে হলেও এর অভ্যন্তরে মানুষের অনন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। পরীক্ষার রূপে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট দান। যাকিছুই ঘটুক না কেন ইসলামী আন্দোলন এবং তার কর্মীদের প্রতি কল্যাণ ভিন্ন মহান আল্লাহ কি অন্য কিছু চান ? অতএব অগ্নি পরীক্ষা আন্দোলনের জন্য মৃত্যুর লগ্ন নয়। নিষ্ঠুর আঘাতও নয়। বরং আন্দোলনের জন্য এটা একটা প্রাণ সঞ্চারকারী মুহূর্ত এবং দৃঢ়তার সাথে আন্দোলনের পথে এগিয়ে চলার এক ধাবমান শক্তি।

---

www.nagorikpathagar.org

আন্দোলনের পথে অগ্নি পরীক্ষা ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

কিছুসংখ্যক লোক ইসলামী আন্দোলনের অগ্নি পরীক্ষাকে এভাবে চিন্তা করে থাকে যে, এ পরীক্ষা এমন একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় যা প্রলয় ও ধ্বংস ডেকে আনে। ইসলামী আন্দোলনের জীবন চিত্রকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এর দ্বারা তাদের মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, শত্রুরা ইসলামী আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি করে ফেলে এবং আন্দোলনকে ধ্বংস করার ব্যাপারে শত্রুদের মনে যে কামনা ছিলো তা লাভ করতে তারা সক্ষম হয়েছে। কেনইবা এ ধারণা পোষণ করবে না, যেহেতু (পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত যাবতীয়) সাইনবোর্ড সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আবার কোনো সংস্থার বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। বিভিন্ন ইসলামী কর্মতৎপরতা বহিদৃশ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে সেহেতু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ইসলামী আন্দোলনের পিছনে অতীতের শ্রম-সাধনা সবই যেনো ভেস্তে গিয়েছে। এর কোনো প্রভাবই যেনো আর বাকী থাকলো না।

কতিপয় লোকের এ ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি কতটুকু সঠিক এবং বাস্তবতার দিক থেকে তা কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

একটি উপমা

বিশ বছরের চেয়েও বেশী আগের একটি কথা আমার মনে পড়ছে। যখন আমরা ১৯৫৪ ইং সনে জাতীয় আদালত থেকে জারিকৃত আইন প্রয়োগ করছিলাম। সে সময় একটি লোক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলো তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলামী দলকে এমন একটি বিরাট অট্টালিকার সাথে উপমা দিলো যা শক্ত পরীক্ষার সময় ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো। তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে, এ উপমাটি নিতান্তই ভুল এবং নৈরাশ্যজনক। কারণ, এর দ্বারা সে একথাই বুঝাতে চাচ্ছে যে, ইতিপূর্বে ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে যত শ্রম সাধনা ব্যয় করা হলো তা সবই নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর আন্দোলনও খতম হয়ে গেছে। আর সেই আন্দোলনেরও কোনো প্রভাব বাকী নেই। সে আরো বুঝাতে চাচ্ছে যে, নতুন অট্টালিকা তৈরির যে কোনো প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। এভাবেই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য সে একটি নৈরাশ্যজনক উপমা পেশ করেছে। এ উদাহরণ আমাকে ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে অগ্নি পরীক্ষার যে প্রভাব পড়ে, তার তাৎপর্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম। সত্যিই এমন একটি ইমারত

www.nagorikpathagar.org

বানানো কি ঠিক ছিলো যা পরক্ষণেই ভেঙ্গে যায় ? নাকি আমরা এখনো ইমারত তৈরির প্রস্তুতি পর্বেই রয়ে গেলাম ?

যখন চিন্তা করলাম, তখন বুঝতে পারলাম, স্বাভাবিক নিয়ম হলো, অট্টালিকা তৈরির পূর্বে এমন পুরু ও শক্তিশালী ইট তৈরি করতে হয়, যার দ্বারা এমন মযবুত ভিত্তিস্থাপন সম্ভব হয়, যার ওপর বৃহৎ অট্টালিকা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

অট্টালিকার জন্য মযবুত ইট তৈরি করতে হবে

সাধারণ নিয়ম হলো এই যে, কোনো ইমারত তৈরির জন্য সর্বপ্রথম একটা বিশেষ কাঠামো এবং নির্দিষ্ট মাপে আমরা নরম ইট তৈরি করি। তারপর এটা শুকানো হয় এবং সারিবদ্ধভাবে সাজানো হয়। এরপরই শুরু হয় তাকে আগুন দিয়ে পোড়ানোর পালা। যাতে করে ইটের কঠিনতা (বা সহ্য করার শক্তি) বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে এ অগ্নিদগ্ধ মযবুত ইটের দ্বারাই অট্টালিকা তৈরি হয়।

তুলনামূলক আলোচনায় আমরা দেখতে পাই যে, অগ্নি পরীক্ষার পূর্বে আন্দোলন তার নরম ইটগুলোর প্রস্তুতি পর্বে অবস্থান করছিলো। আর পরীক্ষাটা ছিলো আগুন দিয়ে পোড়ানোর মাধ্যমে ইটগুলোকে যাঁচাই-বাছাই করার পর্ব। এর দ্বারা একথাই বুঝানো হচ্ছে যে, শহীদ ইমাম ইসলামী আন্দোলনের ইমারত গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে তার পর্যায়গুলো নির্ধারণ করে নিলেন। অতপর আকীদা, ইবাদাত, চরিত্র, সহানুভূতি এবং বাস্তব কর্মের আলোকে ইসলামের সঠিক ছাঁচে লোক সংগঠিত করেছিলেন। পরিবার, দল, শিক্ষাশিবির, আলোচনা, বক্তৃতা ও ভ্রমণের মাধ্যমে যে কর্মতৎপরতা দেখিয়েছেন, তা ছিলো প্রকৃতপক্ষে ইসলামের নির্ভুল কাঠামোতে লোক সুসংগঠিত করার উপকরণ মাত্র।

صِبْغَةَ اللّٰهِ ج وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ز وَّنَحْنُ لَهُ عٰبِدُوْنَ

"আল্লাহর রং ধারণ করো। আল্লাহর রং থেকে আর কার রং উত্তম হতে পারে। আর আমরা আল্লাহরই দাসত্ব করি।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৩৮)

এ পর্বের পরই যাঁচাই-বাছাই করার জন্য উপস্থিত হলো অগ্নি পরীক্ষা।

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -(ال عمران : ١٤١)

"(অগ্নি পরীক্ষা এজন্য যে) আল্লাহ তাআলা মু'মিনদেরকে যাঁচাই-বাছাই করবেন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪১)

www.nagorikpathagar.org

الٓمّٓ ۝ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝

"আলিফ-লাম-মীম। লোকেরা একথা ধরে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এতটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে। আর তাদেরকে কোনো পরীক্ষাই করা হবে না। অথচ তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত সব লোককেই পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে, কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।"–(সূরা আনকাবুত ঃ ১-৩)

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ -(ال عمران : ١٧٩)

"আল্লাহ্ তাআলা মু'মিনদেরকে এ অবস্থায় কিছুতেই থাকতে দিবেন না, যে অবস্থায় তোমরা রয়েছো। তিনি পবিত্র লোকদেরকে অপবিত্র লোকদের থেকে পৃথক করবেন। কিন্তু গায়েব সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা আল্লাহর নিয়ম নয়।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৯)

অগ্নিকুণ্ড থেকে এমন মযবুত ইট বের হয়ে আসে যা বেশ চাপের ভার সহ্য করতে পারে। পানিতে যা বিগলিত হয়ে যায় না। পক্ষান্তরে কাঁচা ইটগুলো মোটেই মযবুত নয়। এভাবে অগ্নি পরীক্ষার প্রভাব ব্যক্তিদের ওপর এমনভাবে পড়ে যে, কিছুসংখ্যক কর্মী এর দ্বারা তার দৃঢ়তা ও শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়। তাদের ঈমানী শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দুর্দিন তাদেরকে দমাতে পারে না। আর স্বাচ্ছন্দ তাদেরকে উত্তেজিত করতে পারে না। আবার এ অগ্নি পরীক্ষা অপর এক শ্রেণীর লোকের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পরীক্ষার দরুন তাদের ইচ্ছা শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। মনোবল স্তিমিত হয়ে যায়। এ উভয় শ্রেণীর লোকের মানের মধ্যেও বিরাট ব্যবধান রয়েছে।

একটি ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে থাকে। যেসব ইটের মধ্যে কোনো বক্রতা ও দুর্বলতা নেই সেসব ইট দ্বারাই এমন ইমারত তৈরি হয়, যার প্রতিটি ইট সুশৃংখলভাবে একটি অপরটির সাথে শক্তভাবে লেগে থাকে এবং সিমেন্টযুক্ত উপকরণগুলোকে শক্তির সাথে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে যেনো ইমারতে শক্তি ও বলিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। ঠিক এমনিভাবে অগ্নি পরীক্ষা যাদেরকে শক্তি ও দৃঢ়তাদান করে ; পদচ্যুতি না ঘটিয়ে সঠিক ইসলামী কর্মনীতির ওপর অবিচল রাখে এবং দলের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমত পালন করতে সহযোগিতা

www.nagorikpathagar.org

করে তাদের মধ্যেই ভ্রাতৃত্ব, বিশ্বস্ততা ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসার সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপিত হয়, যাতে করে আন্দোলনের ইমারত শক্তিশালী হতে পারে।

তৃতীয় দল

আন্দোলনের পথে অগ্নি পরীক্ষা চলার সময় তৃতীয় আরেকটি দলের আবির্ভাব ঘটে থাকে। এটাও পরীক্ষার আরেকটি ফল বলা যেতে পারে। এটা এমন একটি দল, যারা আন্দোলনকে বুঝার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। ফলে তারা অন্যের বিচার করতে অতিরঞ্জিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দলের ঐক্য রক্ষার নিয়ম-কানুন মেনে চলে না। এর উদাহরণও বর্তমান রয়েছে। তাদের দৃষ্টান্ত সেই ইটগুলোর মতো যেগুলোর রং অগ্নি শিখার অত্যধিক তাপের ফলে একদম কালো হয়ে গেছে। আকৃতিতে পরিবর্তন এসে গেছে। স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে পারেনি। এমনকি একটি অপরটির সাথে এমনভাবে লেগে গিয়েছে যে, সহজে পৃথক করাও সম্ভব নয়। ফলে সেগুলো নির্মাণ কাজের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। যদিও দেখতে সেগুলোকে মযবুত বলে মনে হয়। কোনো কোনো সময় দুর্বল ইট দিয়েও সাধ্যানুসারে কাজ করা যায় কিন্তু ওসব পোড়া ইট দ্বারা ইমারতের কাজ করা যায় না। কারণ, অতিরিক্ত পোড়া ইটগুলো বক্রতার কারণে লাইনের মধ্যে ঠিক মতো বসে না। মানুষের বেলায়ও ঠিক একই দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য। নিজ শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে খেদমত নেয়া যেতে পারে। কিন্তু এসব গোড়া লোকদের গোড়ামী এবং অস্থিরতার কারণে তাদের কাছ থেকে কোনো খেদমত আশা করা যায় না। —যত দিন তারা তাদের গোড়ামী থেকে ফিরে না আসে আর তাদের ধারণা ও কর্মপদ্ধতিকে শুধরিয়ে না নেয়। এর জন্য প্রয়োজন আমাদের এবং তাদের পক্ষ থেকে সত্যনিষ্ঠ প্রচেষ্টা ও ধৈর্য।

অগ্নি পরীক্ষার প্রভাব অনুধাবনের জন্য এটাই সঠিক ও নির্ভুল উপমা। তাই বলতে হয় যে, অগ্নি পরীক্ষা কোনো কিছু গড়ে ওঠার জন্য ধ্বংসের কারণ নয়। বরং অগ্নি পরীক্ষা হচ্ছে বিশুদ্ধতা ভালো-মন্দ যাঁচাই ও বাছাই করা এবং আন্দোলনের ইমারত গড়ে তোলার সুযোগ গ্রহণ করা। এ দৃষ্টান্ত এ প্রশ্নেরও জবাব দেয় যেখানে বলা হয়, পূর্ববর্তী এমন কিছু লোক আন্দোলনে কেনো টিকে থাকতে পারেননি, যাঁরা অগ্নি পরীক্ষার পূর্বে দায়িত্বশীল ছিলেন। তাহলে কি তাঁরা যে আন্দোলনকে গ্রহণ করেছিলেন তা কি ভুল ছিলো?

আমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখতে পাবো যে, আগুনে দেয়ার পূর্বে ইট যত পরিপক্কই হোক না কেনো, পোড়ানোর সময় ইটের সেই কাঠিন্য ও দৃঢ়তা বজায় থাকবে এটা অবধারিত নয়। এমনিভাবে আগুনে দেয়ার পূর্বে

www.nagorikpathagar.org

কিছু ইটের চাপ সহ্য করার যে ক্ষমতা থাকে তার অর্থ এই নয় যে, সেগুলো পোড়ানোর সময়ও আপন দৃঢ়তা ও কাঠিন্য নিয়ে টিকে থাকতে পারবে।

সম্ভবত হুবহু এ দৃষ্টান্তটি ব্যক্তির ওপর অগ্নি পরীক্ষার প্রভাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। যার অর্থ এই দাঁড়ায়, ইটগুলো যেমন মাটির তৈরি আমরাও তেমনি মাটির তৈরি। প্রভেদ শুধু ঐ অগ্নিটার মাঝে যার দ্বারা ইটগুলোকে পোড়ানো হয় অথবা মানুষকে পরীক্ষা করা হয়।

পরীক্ষার বিষয়

পরীক্ষার মুহূর্তে ব্যক্তির সম্মুখে যা পেশ করা হয়, তা স্পষ্ট করে দিলে হয়ত উপকারে আসতে পারে। কেবলমাত্র দেহই যুলুম-নির্যাতনের ভার বহন করার পাত্র নয়। বরং ইসলামী আন্দোলনের প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষাই হয়ে থাকে ব্যক্তির ঈমান, ইখলাস এবং তার কুরবানী ও ত্যাগের। এমনিভাবে পরীক্ষা হয়ে থাকে ইসলাম সম্পর্কে তার উপলব্ধির। সংশয়, বিভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে ইসলাম কতটুকু পবিত্রতার দাবীদার এ বিষয়েও পরীক্ষা হয়ে থাকে। এমনিভাবে পরীক্ষা হয় ব্যক্তির আমলের। তাতে দেখা হয় তার আমল কতটুকু ইসলামী শরীয়াত সম্মত রয়েছে এবং সে ইসলামে কিছু যোগ-বিয়োগ করছে কিনা। আন্দোলনের প্রতি তার একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা, চেষ্টা-সাধনা তাঁর সংগ্রামের সত্যতা এবং তার সংগ্রাম সত্যিই আল্লাহর দীনকে উড্ডীন করার জন্য কিনা, এ ব্যাপারেও পরীক্ষার সম্মুখীন তাকে হতে হয়। এমনিভাবে আন্দোলনের পথে তার দৃঢ়তা শত দুঃখ-কষ্টেও আন্দোলনের ঝাণ্ডা ছেড়ে না দেয়া, অন্যান্য ভাইদের সাথে তার ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা ইত্যাদির ব্যাপারেও তার পরীক্ষা হয়ে থাকে। ইসলাম বিরোধী চক্রের কুপ্ররোচনা ও অনৈক্য সৃষ্টির মাধ্যমে আন্দোলনের যত বড় ক্ষতিই করুক না কেনো এরপরও তার কর্মতৎপরতার বন্ধন ঠিক আছে কিনা তাও পরীক্ষা করা হয়। আন্দোলনের প্রতি তার আনুগত্য, বিশ্বস্ততা, আন্দোলনের পথে গৃহীত পদক্ষেপের জন্য তার আন্তরিক প্রশান্তি ও সংশয়হীনতা রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়।

উল্লেখিত দিকগুলোর ব্যাপারে কোনো আন্দোলনকারী বিভিন্ন ধরনের চাপের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এর সবই কিন্তু যুলুম ও নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং অন্য পদ্ধতিতেও পরীক্ষা হয়ে থাকে। যেমন প্ররোচনা, উত্তেজনা, পথভ্রষ্টতা, প্রতারণা ইত্যাদি দুশমনদের পক্ষ থেকে উপদেশ ও পরামর্শ হিসেবে প্রবেশ করে আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি করে থাকে। এসব ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতে হয়। কেননা তিনিই এসব ফেতনার পথ বন্ধ করবেন। ধৈর্যধারণ এবং অবিচল থাকার শক্তি তিনিই দান করবেন এবং মু'মিনদের ঈমানকে তিনি আরো বৃদ্ধি করে দিবেন।

www.nagorikpathagar.org

ইমারতের ভিত্তি

যে মযবুত ভিত্তির ওপর ইসলামী আন্দোলনের ইমারত স্থিতিশীলতা ও মর্যাদা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে তা এমন মু'মিন ও বিশ্বাসী বংশধরের ওপর নির্ভর করে যার ঈমান ইসলামী আকীদার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ইসলামের রং-এ যার জীবন রংগীন। যে তার এ দৃঢ় আকীদার জন্য সবকিছুই কুরবানী করতে পারে। যে শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। এবং তাদের চক্রান্তকে ঠেকাতে পারে বা তার মুকাবিলা করতে পারে। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর দীন যমীনে প্রতিষ্ঠিত না হবে ইসলামী রাষ্ট্র মানবতার কল্যাণ সাধনে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত কোনো কিছুই তাকে শান্ত করতে পারবে না।

কেবলমাত্র এ ধরনের আকীদা ও আদর্শের ধারকরাই ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার মৌলিক ভিত্তি হিসেবে আদর্শ মুসলিম পরিবার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সে-ই পারে আন্দোলনকে গতিশীল করে তুলতে, এ পথে মানুষকে সমবেত করতে। এর ফলেই ইসলামী রাষ্ট্র ও শাসনের মযবুত ভিত্তি রচিত হতে পারে।

ভিত্তির ক্ষতি করা কি সম্ভব ?

কতিপয় লোক এটা মনে করে যে, ইসলামী আন্দোলনের ভিত্তিস্থাপনের যে প্রস্তুতি চলছে, বাতিল তার অসংখ্য উপায়-উপকরণ ও অশুভ পাঁয়তারার মাধ্যমে তা একটার পর একটা নস্যাৎ করে দিবে। এমতাবস্থায় ইসলামী আন্দোলনের ইমারত তৈরির কাজ কোনোদিন সম্পন্ন হতে পারবে না। অতএব এ ক্ষেত্রে সফলতা আনার জন্য দ্রুততম এবং অধিক ক্রিয়াশীল কোনো পথ আবিষ্কারের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। আসল কথা হলো, যে ভিত্তি মযবুত ও শক্ত, বাতিলের উপকরণ তাকে কোনোদিন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে নড়বড়ে কাঁচা এবং দুর্বল ভিত্তির ক্ষতি সাধন করতে পারবে। বাতিল শক্তির উপকরণ অতীতকালেও সেই প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি যাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদ্যালয়ে পবিত্র কুরআনের মজলিসে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় এবং তাঁদেরই কাঁধে ভর করে প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলো। তাই সঠিক এবং সত্যিকার আদর্শবাদীরাই শত্রুর ষড়যন্ত্রের মুকাবিলায় পাহাড়ের মতো অবিচল থাকতে পারে।

বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ অথবা আংশিক সমস্যাবলী যেনো কোনো বৃহৎ কাজের দায়িত্ব পালন থেকে অথবা ইসলামের কোনো মূল বিষয় থেকে কিংবা এমন কোনো বিষয় থেকে যেনো আমাদের পূর্ণ মনোযোগ ফিরিয়ে না নিতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

যে কাজ সম্পন্ন হওয়ার জন্য বিরামহীন প্রচেষ্টার প্রয়োজন তাহলো মযবুত এবং শক্তিশালী ভিত্তি রচনা করা। কেননা ভিত্তিস্থাপন ছাড়া কোনো ইমারত নির্মাণের কল্পনা করা যায় না। দ্রুত ফললাভের মানসিকতা আমাদেরকে যেনো এমন লজ্জাজনক অবস্থার দিকে ঠেলে না দেয় নৈপুণ্যহীনতা এবং নৈতিক বলহীনতার পরিচয় বহন করে। আমরা প্রকৃতপক্ষে নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী। ফলাফল কি হলো বা না হলো এর জন্য আমরা দায়ী নই। মনে রাখতে হবে, যুগকে পরিমাপ করা হয় জাতি এবং আন্দোলনের বয়স দিয়ে। কোনো ব্যক্তির বয়স দিয়ে যুগকে বিচার করা হয় না। তাই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সূত্রিতা আন্দোলনের ভুল কিংবা পরিকল্পনার ক্রটি নয়।

সারকথা

বিভিন্ন অগ্নি পরীক্ষা আন্দোলনের ময়দানে আল্লাহ্ তাআলার চিরাচরিত বিধান—ভুলের মাশুল নয়। বরং আন্দোলনের পতাকাবাহীদের সামনে কোনো অগ্নি পরীক্ষা না থাকা আন্দোলনে গৃহীত পথের সত্যতাকেই সন্দিহান করে তোলে। আন্দোলনের ধারক বাহকগণ যতদিন পর্যন্ত আন্দোলনকে দৃঢ়তার সাথে অবিরাম গতিতে আঁকড়ে ধরবেন, সদা-সর্বদা কাজে লেগে থাকবেন ততদিন পর্যন্ত অগ্নি পরীক্ষা থেকে মুক্ত থাকা, কিংবা তার তীব্রতা হ্রাস পাওয়া অথবা তার মেয়াদ কমিয়ে দেয়া কোনোটাই সম্ভব নয়। এমনিভাবে অগ্নি পরীক্ষার কালটা ইসলামী আন্দোলনের বয়সে মুমূর্ষু লগ্ন নয় বরং এ কালটা তার জন্য একটা জীবন্ত, অনিবার্য ও মৌলিক মুহূর্ত।

ক্ষয়-ক্ষতির যেসব ছবি অগ্নি পরীক্ষার সাথী হয়ে আসে তা প্রকৃতপক্ষে আন্দোলন, সংগঠন ও ব্যক্তিদের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ নিয়ে আসে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা ক্ষতি বলে প্রতীয়মান হয়। অতএব আন্দোলনের পথে অগ্নি পরীক্ষা এক প্রকার বেগবান শক্তি—নির্মম আঘাত নয়। এর সবটুকুই কল্যাণকর-ক্ষতিকর নয়। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর আন্দোলনের জন্য যাকিছুই চান তার সবটুকুই মঙ্গল। এজন্যই আমরা বলবো, এর সবটুকুই অগ্নি পরীক্ষারূপে আল্লাহর দান।

অতএব ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উচিত তারা যেনো এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে যে, আন্দোলন তার স্বাভাবিক গতি-পথেই চলতে থাকবে। অর্থাৎ ইতিপূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাথীগণ যে পথে চলেছেন ঠিক সেই পথেই এ আন্দোলন চলবে। আন্দোলনকে রক্ষা করা, এর অভাব মিটানো এবং এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করার ব্যাপারে

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসার যে চিরাচরিত নিয়ম রয়েছে এর কোনো পরিবর্তন হবে না।

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍO

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সেসব লোকদের তরফ থেকে প্রতিরোধ করেন, যারা ঈমান গ্রহণ করেছে। নিসন্দেহে আল্লাহ্ কোনো বিশ্বাসঘাতক নেয়ামত অস্বীকারকারীকে পসন্দ করেন না।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩৮)

وَلَيَنصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنصُرُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌO (الحج : ٤٠)

"আল্লাহ্ অবশ্যই এমন লোকদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ বড়ই শক্তিশালী এবং অতিশয় প্রবল।"
–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৪০)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ لَايُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط

"তোমাদের মধ্যে যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের সাথে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, পূর্ববর্তী লোকদের মতো তাদেরকেও পৃথিবীতে খলীফা [আল্লাহর প্রতিনিধি] বানাবেন। তাদের এ দীনকে তাদের জন্য মযবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিবেন–যা আল্লাহ্ তাদের জন্য পসন্দ করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতিপ্রদ অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তামূলক অবস্থায় পরিবর্তন করে দিবেন। তারা শুধু আমারই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকেও শরীক করবে না।"
–(সূর আন নূর ঃ ৫৫)

www.nagorikpathagar.org

আন্দোলনের পথে দৃঢ়তা

পথিকরা যে পথেই চলুক না কেনো তাদের উচিত সে পথেই দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হওয়া। এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যে, এ পথই তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দিবে। এর ফলে তারা কোনো অজানা পথ ও ধ্বংসের সম্মুখীন হবে না। কোনো প্রকার সংশয়, অবিশ্বাস বিরামহীন চলার গতি ও চেষ্টা থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে পারবে না। অন্যথায় তারা গতিহীন হয়ে পড়বে। দিক ভ্রান্ত হয়ে যাবে এবং অসংখ্য মতাদর্শ তাদেরকে বিভক্ত করে ফেলবে।

ইসলামী আন্দোলন এ দৃঢ়তা ও বিশ্বাসলাভের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী হকদার। কেননা এটাই একমাত্র সঠিক পথ যা একজন মুসলমানের দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকে এর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়। তার জান-মাল, চেষ্টা-সাধনা, চিন্তা-ভাবনা এবং সময়কে এর জন্যই কুরবানী করে। তাই এর ওপরই নির্ভর করে তার গন্তব্যস্থান ও প্রকৃত ভবিষ্যত।

অতএব আন্দোলনের পথে যাত্রা শুরু করার পূর্বে এর পবিত্রতা, মৌলিক শক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য। তাতে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন যাতে করে তার বয়স ও জীবন কোনো ভ্রান্ত ও বিকৃত পথে ব্যয় না হয়।

○ আমাদের আন্দোলনের পথ কোনো বেদায়াতী পথ নয়। কোনো অভিনব পথও নয়। বরং এটা সেই পথ যে পথে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম এর আগে অতিক্রম করেছেন। আর সে আন্দোলনই শহীদ ইমাম হাসানুল বান্না মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লামের সীরাত থেকে চয়ন করেছেন। আন্দোলনের সাথে আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। পথ-ঘাট দেখিয়ে দিয়েছেন। সে দিকেই আমাদের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আমাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি পথ চলেছেন, আমরাও তাঁর সাথে পথ চলেছি। সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও বিশ্বস্ততার সাথে, বিরামহীন আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর যুগকে আমরা অতিক্রম করেছি। উদ্দেশ্য ছিলো নিখুঁত ও শক্তিশালী ভিত্তিমূলের ওপর আন্দোলনকে স্থাপন করা। ইসলামী আন্দোলনের সঠিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনরত অবস্থায়ই তিনি আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যে চলে যান।

○ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনই যে পথের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে সে পথের ব্যাপারে বিশ্বাসস্থাপনের কি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? উদ্দেশ্যের

www.nagorikpathagar.org

দিক থেকে আল্লাহর চেয়ে মহান আর কে হতে পারে ? তাই যে পথের মহাপরিচালক ও দিশারী হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শের প্রতীক এবং সীরাতে মুস্তাকীমের পতাকাবাহী, সে পথের ওপর আমাদের বিশ্বাসস্থাপন না করে উপায় কি ঃ

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ قف عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ط

"হে রাসূল ! আপনি বলে দিন যে, আমার পথ তো এটাই যে, আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই। আমি নিজেও সুস্পষ্টভাবে আমার পথ দেখতে পাচ্ছি এবং আমার সাথীরাও দেখতে পাচ্ছে।"–(ইউসুফ ঃ ১০৮)

অতএব আমরা কেনো এমন পথের ওপর দৃঢ় থাকবো না, যে পথের বিধান ও কর্মসূচী হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন ? যা থেকে বাতিল ও অসত্য উদ্ভাবিত হবার কোনো আশংকা নেই। এটাই যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ। এ পথের প্রতি আমরা কেমন করে আস্থাবান না হই ? যেখানে জিহাদকে একমাত্র অবলম্বন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেখানে শাহাদাত বরণ করাকে পরম বাসনা বলে বিবেচনা করা হয়।

○ হে যুব সম্প্রদায় !এ দৃঢ় ও মযবুত ভিত্তি ও মহান শিক্ষার দিকে তোমাদের সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি। যদি তোমরা আমাদের এ ধ্যান-ধারণার ওপর আস্থা রাখো, তাহলে আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো। আমাদের সাথে শান্তির পথ ইসলামকে আঁকড়ে ধরো। এছাড়া অন্যসব চিন্তাধারা হতে দূরে থাকো আর সকল চেষ্টা সাধনাকে তোমাদের এ আকীদা ও বিশ্বাসের প্রতি উৎসর্গ করতে পারো তাহলে এটাই হবে তোমাদের ইহ ও পরকালীন মঙ্গললাভের একমাত্র পথ। শীঘ্রই তোমরা এমন কিছু লাভ করতে সক্ষম হবে যা তোমাদের পূর্বসূরীরা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তোমাদের মধ্যে প্রতিটি সত্যিকার কর্মী ইসলামের ময়দানে এমন কিছু সহসাই দেখতে পাবে যা তার মিশনকে সন্তুষ্ট করবে। এবং সে যদি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তার কর্ম-তৎপরতা সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগবে। আর যদি তোমরা দুর্বল ও ব্যর্থ মতাদর্শগুলোর মাঝে থেকে বিভ্রান্তি, অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা এবং সংশয়ের জালে আবর্তিত হও তাহলে মনে রাখবে যে, আল্লাহর কোনো ক্ষুদ্র বাহিনী দায়িত্ব নিয়ে অচিরেই যাত্রা শুরু করবে।

وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (ال عمران : ١٢٤)

"বিজয় ও সাহায্য একমাত্র মহাজ্ঞানী ও পরাক্রমশালী আল্লাহর কাছ থেকেই আসে।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১২৬)

www.nagorikpathagar.org

○ তাছাড়া আমাদের ইসলামী আন্দোলনের যাত্রাপথে শত্রুর অসংখ্য আঘাতের সম্মুখীন হয়েছে। এর ক্ষতিসাধনের জন্য বহু অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য এবং এর অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য বহু ব্যর্থ প্রয়াস চালানো হয়েছে। এর ফলে হয়তো কারো কারো কাছে আঘাত ও তার প্রতিক্রিয়া, আন্দোলনের সত্যতা এবং গৃহীত পদ্ধতির দৃষ্টিভঙ্গির সঠিকতা সম্পর্কে অনেক সংশয় ও প্রশ্ন প্রকট হয়ে দেখা দিতে পারে। ইতিপূর্বে এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। যার মূল কথা হলো, আন্দোলনের পথে যত অগ্নি পরীক্ষা হয়ে থাকে তা আন্দোলনের শক্তি ও বিশুদ্ধতাকেই বৃদ্ধি করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আন্দোলনের পথ যতই দীর্ঘায়িত হবে, আন্দোলনকে আঁকড়ে ধরার দৃঢ়তা, তার প্রতি আস্থা, তা সত্য হবার নিশ্চয়তা ততই বৃদ্ধি পায়। এসব পরীক্ষা হচ্ছে—ইসলামী আন্দোলনের পথে মহান আল্লাহর চিরাচরিত নীতি। বিশেষ করে আল্লাহর দুশমনেরা একমাত্র ইসলামী আন্দোলনের চলার পথে সার্বিকভাবে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে এবং যুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ, ইসলামী আন্দোলনই হচ্ছে সেই নির্ভুল পথ যার দ্বারা আল্লাহর হুকুমে তাদের অসত্য ও বাতিল মিশন এক সময় ফেনার মতো উড়ে যাবে।

এটা নির্ঘাত সত্য কথা যে, ইসলামী আন্দোলন স্বীয় পবিত্রতা, সার্বজনীনতা ও দৃঢ়তা দ্বারা ইসলামের প্রতিটি একনিষ্ঠ কর্মীর বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ কারণেই উদীয়মান বংশধরেরা ইসলামী আন্দোলনের সাথী হবে, এর সহযোগিতা করবে, এর শক্তি ও জীবন স্পন্দনকে আরো বৃদ্ধি করবে।

○ ইসলামী আন্দোলন মানুষের কাছে ধর্ম ও রাষ্ট্র, তত্ত্ব ও বাস্তব, ইবাদাত ও নেতৃত্বের দিক থেকে ইসলামের সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ অর্থ পেশ করেছে। বাস্তব ও অভিজ্ঞতার জীবন্ত উদাহরণ উপস্থাপন করেছে। ফিলিস্তিন এবং কানালে ত্যাগ ও কুরবানীর উজ্জ্বল নজীর স্থাপন করেছে। আল্লাহর পথে মুজাহিদদের এ মহান ত্যাগ অবশ্যই বিশ্বস্ততা এবং অপরিসীম মর্যাদার দাবীদার।

○ আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণকারীদের দীর্ঘ মিছিল, যারা আল্লাহরই উদ্দেশ্য তাদের জীবনকে বিলীন করেছেন, তারা দীর্ঘদিন আন্দোলনের পথে অবিচল ছিলেন। আন্দোলনের পথ তাদের জন্য কুসুমাস্তীর্ণ ছিলো না। অকথ্য যুলুম ও নির্যাতনের যাতাকলে তারা পিষ্ট হয়েছেন অথচ আন্দোলনের পথকে তারা পরিত্যাগ করেননি। এতকিছুর পরও কোনো হতাশা, কোনো অপারগতা অথবা কোনো দুর্বলতা তাদেরকে স্পর্শ করেনি। কারো সম্মুখে তারা মস্তক

www.nagorikpathagar.org

অনবত করেননি। বরং আল্লাহর পথে জিহাদকে তারা আপন স্বভাব ও চরিত্রে রূপদান করেছেন। এটা ছিলো প্রকৃতপক্ষে আন্দোলনে সত্যতারই প্রমাণ। আর আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত মহাপুরস্কারকে সবকিছুর উর্ধে অগ্রাধিকার প্রদানের দৃষ্টান্ত। এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় ইসলামী আন্দোলনের প্রতি কর্মীদের দৃঢ়প্রত্যয় ও বিশ্বস্ততা।

○ ইসলামী আন্দোলন যে একমাত্র আল্লাহরই জন্য নিবেদিত, পার্থিব স্বার্থ থেকে এ আন্দোলনের দূরত্ব অনেক, যুগ-যামানা ও অসংখ্য ঘটনাবলীই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধি আর ব্যক্তির নামে শ্লোগান দেয়া এ আন্দোলনের কাজ নয়। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো মাধ্যম বা মতাদর্শের অর্থপুষ্ট সেবাদাস হওয়ার কলঙ্ক থেকে মুক্ত থাকা এটাই প্রমাণ করে যে, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা তাদের চলার পথে কর্মনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে কতখানি একনিষ্ঠ ও সত্য প্রিয়। একথার প্রতি জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়। শহীদ ইমাম হাসানুল বান্নার নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাঝে ঃ "এর চেয়ে বড় ধরনের ভুল আর কিছুই হতে পারে না যে, কতিপয় লোক মনে করে ইখওয়ানুল মুসলিমীন তাদের ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের কোনো এক পর্যায়ে কোনো সরকারের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। অথবা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করেছে। অথবা তাদের স্বীয় কর্মনীতি মুতাবিক কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে। এসব সমালোচকদের জেনে রাখা উচিত যে, খোদ ইখওয়ানুল এবং তাদের বাইরের লোকেরা কোনো দিনই এর সত্যতা খুঁজে পাবে না।"

○ ইসলামী আন্দোলন তার ওপর অপরিসীম চাপ সৃষ্টি সত্ত্বেও সকল সংকীর্ণ পথকে পরিত্যাগ করে এবং সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে দাওয়াতে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যাতে করে আন্দোলন তার এ ব্যপ্তি ও পবিত্রতা উদীয়মান বংশধরকে উপহার দিতে পারে। এবং আল্লাহর অপরিসীম করুণা, যত্ন ও সাহায্য পরিবেষ্টিত আন্দোলনকে অবিকৃত ও অপরিবর্তিত অবস্থায় উত্তরাধিকার হিসেবে তাদের কাছে পেশ করতে পারে।

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○ (الانعام : ١٥٣)

"এটাই আমার সোজা ও সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেই চলো। এ পথ ছাড়া অন্যান্য পথে চলো না। চললে তাঁর পথ থেকে তোমাদেরকে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। আর এটাই হচ্ছে সেই হেদায়াত যা

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের রব তোমাদেরকে দিয়েছেন। যাতে তোমরা বাঁকা পথ থেকে বেঁচে থাকতে পারো।”–(সূরা আল আনআম ঃ ১৫৩)

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ز وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ○(الاحزاب : ٢٣)

“ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর কাছে কৃত ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ স্বীয় মানত পূর্ণ করেছে, আর কেউ সময় আসার অপেক্ষায় রয়েছে। তারা নিজেদের আচরণে কোনো পরিবর্তন সূচিত করেনি।”–(সূরা আল আহযাব ঃ ২৩)

○ ইসলামী আন্দোলন নৈরাশ্যকে প্রত্যাখ্যান করে। বিশেষ করে তার কর্মীদের অন্তরে এবং সাধারণভাবে সকল মুসলিমের অন্তরে যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। দুনিয়ার প্রতি লোভ এবং মৃত্যুর প্রতি অবহেলা হৃদয় থেকে দূরীভূত করে দেয়। প্রতিটি আত্মা মর্যাদাবোধ সম্পন্ন মুসলিমের কাছ থেকে দৃঢ়তার সাথে আন্দোলনকে গ্রহণ করার দাবী আদায়ের জন্য ইসলামী আন্দোলন অনেক বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করে।

এ প্রতিধ্বনী ইমাম শহীদ হাসানুল বান্না

হে মুসলিম ভাইসব ! তোমরা নিরাশ হয়ো না। নিরাশ হওয়া মুসলমানদের চরিত্র নয়। আজকের বাস্তব গতকালের কল্পনা। আজকের কল্পনা আগামীদিনের বাস্তব। এখনো সময় সুপ্রসন্ন। অশান্তি এবং বিপর্যয়ের বহিঃদৃশ্য প্রকট থাকা সত্বেও মহাশান্তির মৌলিক উপাদানগুলো মুসলিম জনতার অন্তরাত্মায় এখনো বদ্ধমূল রয়েছে। দুর্বল চিরদিন দুর্বল থাকে না এমনিভাবে সবলও চিরদিন সবল থাকে না।

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ○ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ ـ(القصص : ٥ ـ ٦)

“আর আমি চাই দুর্বল করে রাখা লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করতে। চাই তাদেরকে নেতৃত্বদান করতে এবং উত্তরাধিকার বানাতে এবং আমি চাই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে।”–(সূরা আল কাসাস ঃ ৫)

শহীদ হাসানুল বান্না আরো বলেছেন, হে যুব সম্প্রদায় ! তোমাদের পূর্ববর্তী সেই লোকদের চেয়ে তোমরা মোটেই দুর্বল নও। যাঁদের হাতে আল্লাহ তাআলা ইসলামী আন্দোলনের এ নীতিকে বাস্তবায়ন করেছেন। অতএব তোমরা নিরাশ

www.nagorikpathagar.org

ও দুর্বল হয়ে পড়ো না। আল্লাহ্ তাআলার সে মহান বাণীকে তোমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করো যে বাণীতে তিনি বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ق وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ○ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ لا وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ○ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ص فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ (ال عمران : ١٧٣-١٧٥)

“যাদের কাছে লোকেরা একথা বলেছে, তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্য বাহিনী সমবেত হয়েছে। তাই তাদেরকে ভয় করো। একথা শুনে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরে তারা বললো, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম কর্মকর্তা। শেষ পর্যন্ত তারা খোদার অনুগ্রহে এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করলো যে, তাদেরকে কোনো ক্ষতিই স্পর্শ করেনি। এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলার সৌভাগ্যও উহারা লাভ করলো। বস্তুত আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহকারী। মূলতঃ শয়তানই তার বন্ধুদেরকে শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছিলো। তাই তোমরা ভবিষ্যতে কোনো মানুষকে ভয় করো না। আমাকেই ভয় করো যদি তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হয়ে থাকো।”
–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৩-১৭৪)

যে বিষয়টি ইসলামী আন্দোলনের সত্যতা ও দৃঢ়তাকে আরো বৃদ্ধি করছে তাহলো মানুষের সুখ-শান্তি, উন্নতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মানব রচিত যাবতীয় তন্ত্রমন্ত্র এবং জাগতিক ভিত্তিগুলো ব্যর্থ হবার পর মানবতাকে বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক ও অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তিদানের জন্য আজকের বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের তীব্র প্রয়োজনীয়তা।

আমাদের কোনো কোনো দেশে মানব রচিত আইন ও বিধানের বাস্তবায়ণ এবং এর তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্ভবতঃ একথারই নিশ্চয়তা প্রদান করছে যে, মহান আল্লাহর পবিত্র কুরআন ও তার বিধান বাস্তবায়ণের পথ, ইসলামী আন্দোলনের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং শরীয়াতের শাসন জারী করা ছাড়া মানবতার মুক্তি লাভের কোনো উপায় নেই।

শত বাধা বিপত্তি ও প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের আন্দোলনের শক্তি আমাদের উদ্দেশ্যের উৎকর্ষতা, এ আন্দোলনের

www.nagorikpathagar.org

প্রতি বিশ্বের প্রয়োজনীয়তা এবং আমাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য সাফল্য অর্জন এমন কতগুলো উপকরণ কোনো বাধা, কোনো প্রতিবন্ধকতা টিকে থাকতে পারে না।

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ ۝ (يوسف : ٢١)

"আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিজের কাজ অবশ্যই সম্পূর্ণ করে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।"–(সূরা ইউসুফ ঃ ২১)

তাই আহ্বান জানাচ্ছি সেই তৃষ্ণার্ত যুবকদের প্রতি, যারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গৌরবের অধিকারী। আহ্বান জানাচ্ছি পথ প্রান্তে দণ্ডায়মান সেই জাতির প্রতি, যে জাতি টুকটুকে লাল রক্তের অধিকারী। যারা যমানার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে গৌরবের ইতিহাস রচনা করেছে। আহ্বান করছি এমন প্রতিটি মুসলমানের প্রতি। যে দুনিয়ার নেতৃত্ব এবং অনন্তকালের পরম শান্তিতে বিশ্বাসী। আহ্বান এমন ব্যক্তির প্রতি যে তার জীবনকে স্বীয় মনিবের সম্মুখে পেশ করতে পারে। আহ্বান এটাই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বাধীন ইসলামী আন্দোলনের মাঝেই রয়েছে হেদায়াত ও উপদেশ। এখানেই রয়েছে সাধনার সৌরভ, জিহাদের আস্বাদ ও পরম তৃপ্তি।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী আন্দোলনের পথে পঞ্চাশ বছর

ইসলামী আন্দোলনের পথে সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীকাল অতিবাহিত হয়েছে। শহীদ হাসানুল বান্না অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে [মিসরে] যখন ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করেন তখন তিনি ছিলেন যুবক। তারপর বিশটি বছর আন্দোলনের পথে অতিবাহিত করেছেন। এ পথে কয়েক বছর একনিষ্ঠ সাধনা এবং বিরামহীন জিহাদের কারণে শান্তিতে, বিছানায় গা এলাতে পারেননি। শান্তির নিদ্রায় তাঁর দু' চোখের পাতা এক হতে পারেনি। মানুষকে আন্দোলনের পথে ডেকেছেন। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। সুশৃংখল বানিয়েছেন। সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। এমনি আন্দোলনের পথে অবিচল থেকেই শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছেন। তাঁর ওপর আল্লাহর অর্পিত ওয়াদা তিনি সত্যতার সাথে পালন করেন।

তাঁর শাহাদাতের পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাহায্য ও করুণায় আন্দোলনের অবিরাম গতিধারা একই নিয়মে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো। শত্রুর অসংখ্য নির্মম আঘাত, ক্ষতি সাধন এবং নিশ্চিহ্ন করার পাঁয়তারা থেকে আরম্ভ করে আন্দোলনের আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের যথেষ্ট প্রচেষ্টার পরও এতে কোনো রকম পরিবর্তন, কোনো প্রকার দুর্বলতা বা কোনো নৈরাশ্য পরিলক্ষিত হয়নি। আল্লাহ তাআলা শত্রুর ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। মু'মিনদেরকে অটল ও অবিচল রেখেছেন। তাদের কিছু সংখ্যক লোককে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেছেন। প্রসার ও পবিত্রতার দিক থেকে আন্দোলনের পূর্বাপেক্ষা বেশী সফলতা অর্জন করেছে। মহান আল্লাহ তাআলা যথার্থই ঘোষণা করেছেন ঃ

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَازَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ۝ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۫ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۝ لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ (الاحزاب : ٢٢-٢٤)

"সত্যিকার মু'মিনরা যখন আক্রমণকারী সৈনিকদের দেখতে পেলো তখন তারা চিৎকার করে বলে উঠলো ঃ এটাই তো সেই জিনিস, যার ওয়াদা

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমাদের কাছে করেছিলেন। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের কথা সম্পূর্ণ সত্য ছিলো। এ ঘটনা তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণের মাত্রা আরো অধিক বৃদ্ধি করে দিলো। মু'মিনদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর কাছে কৃত ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ স্বীয় মানত পূর্ণ করেছে আর কেউ সময় আসার অপেক্ষায় রয়েছে। তারা নিজেদের আচরণে কোনো পরিবর্তন সূচিত করেনি। আর এসব হয়েছে এজন্যই আল্লাহ্ যেনো সত্যবাদী লোকদেরকে তাদের সত্যতার পুরস্কার প্রদান করেন। আর মুনাফিকদেরকে ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন নতুবা তাদের তাওবা কবুল করে নিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"-(সূরা আল আহযাব ঃ ২২-২৪)

পথের দিশা

শহীদ হাসানুল বান্না তাঁর লিখনী পত্রাবলী এবং অসংখ্য বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের পথের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে দিয়ে গেছেন এবং এর ওপর দৃঢ় থাকার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। এ পথ আঁকড়ে ধরার অপরিহার্যতা এবং এর বিরুদ্ধাচরণ না করার গুরুত্ব তিনি জোরালো ভাষায় তুলে ধরেছেন। আর বলিষ্ঠ ভাষায় এটাও বলে দিয়েছেন যে, এ পথ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এবং সলফে সালেহীনের পথ।

কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক প্রচারণা আদর্শিক বিচ্যুতি—যা মুসলিম ঐক্যকে নস্যাৎ করে দেয়, যা তাদেরকে অসংখ্য উপদলে বিভক্ত করে ফেলে। এসব কিছু থেকে দূরে থাকার তিনি তীব্র প্রয়াসী ছিলেন। অত্যন্ত স্পষ্টতার সাথে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহর কিতাব আল কুরআন এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ [হাদীস]-ই হলো ইসলামী আন্দোলনের উৎস। এখান থেকেই আমাদের প্রয়োজনীয় পাথেয় খুঁজে নিবো এবং আমাদের প্রতিটি বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য এ উৎসের কাছে প্রত্যাবর্তন করবো।

তিনি আমাদের চিন্তা ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে বাধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে কয়েক দশক পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছেন। ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কিত কয়েকটি প্রতিবন্ধকতার ব্যাপারেও তিনি আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। যেমন দ্রুত ফললাভের চেষ্টা করা, কাঁচা থাকতেই ফল ছিড়ে ফেলার চেষ্টা করার বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কে এ সতর্ক করে দিয়েছেন। একথাও স্পষ্ট ভাষায় তিনি ঘোষণা করেছেন যে, আন্দোলনের পথ অত্যন্ত দুর্গম ও দীর্ঘ। কিন্তু এ পথ ছাড়া অন্য কোনো পথও নেই। তাই

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োজন হলো ধৈর্যের সাধনার গভীর উপলব্ধির। প্রয়োজন রয়েছে সূক্ষ্ম কাঠামো এবং কর্মতৎপরতার।

তিনি প্রশিক্ষণ পদ্ধতির অপরিহার্যতা এবং মুসলিম ব্যক্তিকে স্বীয় আকীদা ও বিশ্বাসের সিংহ পুরুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রতি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। এর সাথে সাথে নিছক রাজনৈতিক দলের নীতি ও পদ্ধতি থেকে দূরে থাকার প্রতিও তাগিদ দিয়েছেন। তিনি যে বিষয়ের ওপর সবচেয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন, তাহলো বিরামহীন কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাওয়া। বাচাল লোকদের কাছ থেকে দূরে থাকা। তিনি এমন তর্কবিতর্ক থেকে দূরে থাকতেন যা সময় ও শ্রমের অপচয় ঘটায়। অন্তরকে ক্রোধান্বিত করে। তিনি সর্বদাই সুভ্রাতৃত্ব স্থাপন, সম্পর্ক জোরদার এবং আল্লাহর জন্য অকৃত্রিম ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসার প্রতি খুবই মনোযোগী ছিলেন।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে তিনি শ্রম-সাধনা, পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা করার ব্যাপারে প্রেরণা দান করতেন। কোনো কোনো আনুষঙ্গিক ও আংশিক বিষয়ে মতভেদ না করার কথা তিনি বলতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহর রহমতে মৌলিক বিষয় ও অধিকাংশ আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোকে অনুধাবন করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত সহযোগিতা পরিত্যাগ করে মতভেদ সৃষ্টি করা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন ঃ "আসুন, যেসব বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে তাতে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করি। আর যে বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে সে বিষয়ে নিজেদের ওজর বা অপারগতার কথা স্বীকার করে নেই।

দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, সংগঠন তার আন্দোলনের পথে অনেক পরীক্ষা-নীরিক্ষার সম্মুখীন হবে। আর একথাগুলো তিনি বলেছেন এসব কিছু ঘটার দশ বছর আগে। আন্দোলনের পথে যেসব পরীক্ষা হয়ে থাকে তা আল্লাহর চিরাচরিত রীতি বৈ কিছু নয়। প্রশ্নের সূরে তিনি বললেন, তোমাদের ওপর অগ্নি পরীক্ষা বহুদিন ধরে চলতে পারে তারপরও কি তোমরা আন্দোলন চালিয়ে যাবে ?

তিনি দৃঢ় আশা পোষণ করতেন যে, বস্তুবাদী পশ্চিমা জগতের প্রতিনিধিত্বশীল মানবতাবাদী নেতৃত্ব পশ্চিমা জগতকে ক্ষত বিক্ষত করে ও হতভম্ব বানিয়ে অচিরেই ইসলামী প্রাচ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। আর এটা সূচিত হবে বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী ঈমানদার মুসলিম সৈনিকদের হাতে। যাতে করে পৃথিবীতে কোনো বিভেদ ও বিপর্যয় না থাকে এবং আল্লাহর দীন পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী রূপে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়।

www.nagorikpathagar.org

কিছু লোকের দৃষ্টিভঙ্গি

কিছু সংখ্যক লোক ইসলামী আন্দোলনের গভীরতায় না গিয়ে বাহ্যিক চেহারার দিকে দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করে থাকে। তারা প্রশ্ন করে, সুদীর্ঘকাল অতীতের গর্ভে বিলিন হয়ে যাবার পরও ইসলামী আন্দোলনের কাঙ্ক্ষিত ফল আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেন? বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও অশান্তিময় পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অদ্যাবধি হতে পারেনি। আর কতকাল প্রশিক্ষণ আর উপদেশের পালা চলতে থাকবে? তাহলে কি আন্দোলনের পথে এমন কোনো বিচ্যুতি ঘটেছে যার কারণে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হচ্ছে না?

এসব প্রশ্নের জবাবকে সামনে রেখে বিষয়টার স্পষ্টতার জন্য সর্বাগ্রে একথাই বলতে চাই যে, কোনো যুগের মানব সমাজকে কখনো তার ব্যক্তিবর্গের বয়সের দ্বারা তুলনা করা হয় না। তুলনা করা হয় জাতির আয়ু দিয়ে এবং তার সংগ্রামী তৎপরতা দিয়ে।

ইসলামী আন্দোলনের বর্তমান বয়স দেড় হাজার বছর। আমরা একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবো যে, ইসলামী রাষ্ট্রের উর্ধগতির পর স্পেনের পতন পর্যন্ত তার অধঃপতন কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে। অধঃপতনের অবিরাম গতি এক সময় শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়ায়। অবশেষে ১৯২৪ সালে ওসমানি খেলাফতের পতনের মাধ্যমে ব্যাপারটি একটি চূড়ান্ত রূপ নেয়।

একটা বিশ্ব ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামের অগ্রগতি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে এক শতাব্দীর বেশী সময় হয়তো নাও লাগতে পারে। কেননা আমরা বর্তমানে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ও বিস্তৃতির মাঝে ইসলামের উর্ধগতির একটা সুস্পষ্ট আলামত উপলব্ধি করতে পেরেছি। আর এ আলামত প্রকাশ পেয়েছে বিগত কয়েক দশকের মধ্যে। বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে ইসলামের ব্যাপক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘ নীরবতা ও চৈতন্যহীনতার পর ইসলামের এ পুনর্জাগরণ ও চেতনা একটা শুভ লক্ষণেরই প্রতিধ্বনি।

ওসমানি খেলাফতের পতনের পর ১৯২৮ সনে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে একটা নতুন বিশ্ব ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনের লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা যেনো "আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন" দল গঠনের অনুমতি দিয়েছেন। এ কারণেই শহীদ হাসানুল বান্না 'আল ইখওয়ান'কে নিছক কোনো সমিতি হিসেবে বিবেচনা করেননি। আল ইখওয়ানকে তিনি বিবেচনা করতেন ইসলামী উম্মাহর দেহে একটি নতুন প্রাণ সঞ্চার হিসেবে। যা এ উম্মাহকে একটি নতুন জীবন দান করবে।

www.nagorikpathagar.org

একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়

কাঙ্ক্ষিত ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিস্থাপনের পর্যায় হলো ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন পর্যায়। এর অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ না ঘটলেও এর অবস্থা একটা অট্টালিকার ভিত্তিস্থাপনের মতই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোনো অট্টালিকার বিশালতা ও উচ্চতা অনুসারেই এর ভিত্তিস্থাপনে যথেষ্ট সময় ও শ্রম ব্যয় করা প্রয়োজন হয়। ভিত্তি যত মযবুত ও পুরু হবে ইসলামী রাষ্ট্রের ইমারত ততই মযবুত ও শক্তিশালী হবে। বাতিল শক্তি তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এ অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের ইমারত যত বৃহৎ আর উঁচু হোক না কেনো এর স্থায়ীত্ব অটুট থাকবে।

এ মযবুত ভিত্তি এমন একটি স্বাধীন ঈমানদার বংশধর তৈরি করতে সক্ষম যার ওপর ইসলামী আকীদা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করতে শক্তি রাখে। এর ফলে এ নব বংশধরদের জীবন হবে নিয়ন্ত্রিত এবং স্বীয় আদর্শের জন্য তাদের শক্তি ও সামর্থ ওয়াকফ্ করে দিবে। এখনো এ আদর্শের জন্য অবিরাম কাজ চলছে। এর জন্য কুরবানী করছে। এর জন্য প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করছে। মানুষের জীবনে তা স্থিতিশীল করে দিচ্ছে যেনো আল্লাহর মহাসত্যের বাণী বিজয় গৌরবে উন্নীত হয় আর কুফরী ও অসত্য পরাজয়ের গ্লানিতে অধঃমুখী হয়।

এটাই হলো আন্দোলনের এ নব পর্যায়ের প্রকৃতি। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের ইমারত দৃশ্য পটে আসার আগ পর্যন্ত অশেষ শ্রম সাধনা ও দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করতে হবে। আর সময়ের ব্যাপারে প্রশ্ন এভাবে পথ চলা আর কতদিন চলবে? ইসলামী রাষ্ট্রের ইমারত কবে আত্মপ্রকাশ করবে? এর জবাব হলো, এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেছেন। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই তাঁর অপরিসীম জ্ঞান ও হিকমতের নিরিখে এর সঠিক সময় নির্ধারণ করবেন। আমাদের করণীয় হলো আন্দোলনের পথে অবিচল থাকা। এ পথে আপন শক্তি নিয়োজিত করা। আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর জন্য কাজ করা। কেননা আল্লাহ তাআলা আমাদের কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন—ফলাফল সম্পর্কে নয়।

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ط وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (التوبة : ١٠٥)

"হে নবী! লোকদেরকে বলে দিন, তোমরা কাজ করো, আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনগণ সবাই তোমাদের কাজ দেখবে। অতপর তোমাদেরকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন।

www.nagorikpathagar.org

আর তোমরা কি কাজ করছিলে তা তিনি জানিয়ে দিবেন।"

–(সূরা আত তাওবা ঃ ১০৫)

এতদসত্ত্বেও ইসলামের এ যাত্রা ইসলামী আন্দোলনের পথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। আর এ অবদান অনুধাবন করা তার পক্ষেই সম্ভব যে ব্যক্তি সংগঠন গঠনের পূর্বের অবস্থাকে পরবর্তী অবস্থার সাথে তুলনা করতে সক্ষম এবং ইসলামী কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ময়দানে কতটুকু মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারবে। ইনশাআল্লাহ এ অবদানকে পুঁজি করেই আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

সময় ইসলামী আন্দোলনের অনুকূলে

পৃথিবীর বিভিন্ন দিগন্তে অত্যাচার, অন্ধকার, অজ্ঞতা ও মূর্খতা, বাতিল শক্তি স্ফীতি, হকপন্থীদের ওপর অকথ্য যুলুম ও নির্যাতন সত্বেও আল্লাহর অসীম রহমতে বর্তমান সময় ইসলামী আন্দোলনের অনুকুলে রয়েছে। তাই ইসলামী বিশ্বের আনাচে কানাচে ইসলামী জাগরণের ব্যাপক প্রসার শুরু হয়েছে। এর সাথে সাথে অমুসলিম জন সমুদ্রে বিশেষ যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধ্বংসাত্মক অবস্থা এবং অন্তরের বিদীর্ণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ অবস্থা অবশ্যই সুখ-স্বাচ্ছন্দ, মানসিক প্রশান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে তাদের ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শের ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছাও এই যে, এসব বিষয় একমাত্র তার প্রতি ঈমান ও তার হেদায়াতের আলো ছাড়া কোনো দিন সুরাহা হবে না।

أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ

فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ط-(الانعام : ١٢٢)

"যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিলো, পরে আমি তাকে জীবনদান করলাম এবং সেই আলো দান করলাম যার বিকিরণ ধারায় সে মানুষের মধ্যে জীবনযাপন করে। সে কি সেই ব্যক্তির মতো হতে পারে ? যে ব্যক্তি অন্ধকারের মধ্যে পড়ে আছে। এবং তা হতে সে কোনোক্রমেই বের হতে পারে না।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১২২)

আল্লাহর মনোনীত দীন একমাত্র ইসলামের আকীদা ও আদর্শ ছাড়া আজকের দিনে শান্তি অর্জনের শর্তাবলী পূর্ণ হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কেননা একমাত্র ইসলামই হলো আল্লাহর মনোনীত দীন।

৯—

www.nagorikpathagar.org

মানবতা বর্তমান বিশ্বের এ দুঃখ-দুর্দশা, ধ্বংসলীলা, মানসিক অস্থিরতা কিছুতেই বরদাশত করবে না। মানবতা অচিরেই এ দুঃসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালাবে। কিন্তু একমাত্র ইসলাম ছাড়া কোথাও পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাবে না। তাই অগ্রগামী ইসলামী যাত্রা পথের উচিত হলো, ইসলাম বিরোধীরা দীন ইসলাম ও মানবতার মাঝখানে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে এবং যে বিভ্রান্তি ও বিতৃষ্ণা ইসলামকে বুঝার ব্যাপারে সৃষ্টি করে রেখেছে তা দূরীভূত করার ব্যাপারে সঠিক ভূমিকা পালন করা। এমনিভাবে মুসলিমরা পশ্চাৎগামিতা এবং ইসলামের বাস্তবতা থেকে দূরে থাকার কারণে যেসব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে তাও দূর করার চেষ্টা করা উচিত।

আমাদের কর্তব্য হলো, ইসলামী আন্দোলনের সুন্দর আদর্শকে মানুষের সামনে তুলে ধরা। আমাদের উচিত অমুসলিমদের কাছে ইসলামের উদারতাকে সুন্দর করে উপস্থাপন করা। এবং ইসলামের শত্রুরা যেসব মিথ্যা অপবাদ ইসলামের ওপর দিয়েছে তা খণ্ডন করা। তাহলে অতি শীঘ্রই ইসলাম কবুল করার ব্যাপারে মানুষের বিরাট প্রভাব পড়বে। শুষ্ক মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত লোকেরা যখন প্রচুর সুস্বাদু পানির ঝর্ণার সন্ধান পায় তখন সবাই সেদিকে মনোনিবেশ করে। একে অপরকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়। ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের ধর্মীয় পুরোহিতেরা এবং বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন তাদের পানি পানের অদম্য আগ্রহ থেকে ফিরিয়ে রাখতে যেমন সক্ষম নয়, তেমনিভাবে এ অশান্তিময় বিশ্বে মানুষ যখন ইসলামের ছায়াতলে পরম শান্তির সন্ধান খুঁজে পাবে তখন পৃথিবীর কোনো তন্ত্রমন্ত্র মানুষকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না।

বিশ্বের আদর্শিক মানচিত্র

আমরা যদি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বের বিশ্বের একটা আদর্শিক মানচিত্র অঙ্কন করি এবং উদাহরণ স্বরূপ ইসলামের জন্য সবুজ রং, খৃষ্ট ধর্মের জন্য হলুদ রং, বৌদ্ধ ধর্মের জন্য নীল রং এবং সমাজতন্ত্রের জন্য লাল রং বেছে নেই এবং আজকের দিনে তার অনুরূপ একটা মানচিত্র অঙ্কন করি তাহলে উভয় মানচিত্রের মধ্যে আমরা খুবই স্পষ্ট এবং লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখতে পাবো। আমরা আরো দেখতে পাবো যে, মুসলিমদের যথেষ্ট দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও সবুজ রংটির বেশ বিস্তৃতি ঘটেছে। বিশেষ করে আফ্রিকাতে বিস্তৃতি ঘটেছে সবচেয়ে বেশী। আর এটা সম্ভব হয়েছে মানুষের স্বভাব ধর্ম তথা ইসলামের নিজস্ব শক্তির কারণে। আর হলুদ রংকে দেখতে পাব যে, তার কিয়দাংশ হয়তো

www.nagorikpathagar.org

লাল নতুবা সবুজ বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। এমনিভাবে নীল রংকেও দেখতে পাব যে, তার সিংহ ভাগই লাল বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। এটা অবশ্য জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এ সময়টুকুতে যদিও সমাজতন্ত্রের বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং নিত্য নতুন স্থান করে নিচ্ছে তা খুবই সাময়িক ব্যাপার। ধর্মের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ভালোবাসার চিরাচরিত রীতি এবং ব্যক্তি মালিকানার প্রতি মানুষের যে সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে এর বিরোধিতার ফলে সমাজতন্ত্র কখনো দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারবে না। মানুষের এ সহজাত প্রবৃত্তির সম্মুখে এ তন্ত্র কখনো অটল থাকতে পারবে না। সমাজতন্ত্র নিজেকে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য লৌহ এবং অগ্নির আশ্রয় নিয়েছে। তারপরও বহু মূলনীতি থেকে তাকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছে। খুব শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ সমাজতন্ত্রকে তার আপন অস্তিত্ব ও বাস্তবতা থেকেও এক সময় প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর অনাগত ভবিষ্যত সে সত্য দীনের জন্যই অপেক্ষা করছে, যে দীন মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির জন্য মনোনীত করেছেন।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط ـ(المائدة : ٣)

"আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করেছি আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে কবুল করে নিয়েছি।"
–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৩)

সামনে প্রচণ্ড সংঘর্ষ

আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধন অতি সহজ-ভাবে কোনো দিন সম্ভব নয়। বরং হক ও বাতিলের প্রচণ্ড সংগ্রাম সংঘর্ষের ফলশ্রুতিতেই যে পরিবর্তন আসবে।

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ط فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ج وَاَمَّا مَايَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ط كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ○(الرعد : ١٧)

"এমনিভাবে উপমার দ্বারা আল্লাহ হক ও বাতিলের ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করে তোলেন। যা ফেনা তা উড়ে যায়। আর যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা মাটিতে স্থিতিশীল হয়। এভাবে আল্লাহ তাআলা উপমার দ্বারা নিজের কথা বুঝিয়ে দেন।"–(সূরা আর রাদ ঃ ১৭)

www.nagorikpathagar.org

তাই আল্লাহ্ তাআলা এবং তার সাহায্যের ব্যাপারে আস্থা অর্জন করা উচিত। আমাদের দীন তথা ইসলামের ব্যাপারে এতটুকু আস্থা ও বিশ্বাস থাকা উচিত যে, এটাই একমাত্র সত্য দীন বা দীনে হক। আর ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে আমাদের এতটুকু আস্থাবান হওয়া উচিত যে, এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-এরই পথ। এমনিভাবে আমাদের ভবিষ্যত, আমাদের জীবন এবং আমাদের কর্মের প্রতি এতটুকু দৃঢ় বিশ্বাস থাকা অপরিহার্য যেনো আল্লাহ্র সেই ওয়াদা আমাদের ব্যাপারে বাস্তবায়িত হয়। যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ (الروم : ٤٧)

"মু'মিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব হয়ে যায়।"

–(সূরা আর রূম ঃ ৪৭)

www.nagorikpathagar.org

যুব সম্প্রদায়ের প্রশ্ন ঃ এখন আমাদের কি কাজ ?

অনেক যুবকই প্রশ্ন করে থাকে, আন্দোলনকে আস্থার সাথে গ্রহণ করে নেবার পর আমাদের সময় ও শ্রম যাতে অর্থহীন কাজে নষ্ট না হয় তার জন্য আমাদের কি কাজ রয়েছে ? আন্দোলনের সৌরভে আমরা মর্যাদা ও সুখ অনুভব করছি। এটা অবশ্য সেই ইতিবাচক গুণের প্রমাণ পেশ করে, যা বর্তমানে আমাদের অধিকাংশ মুসলিম যুবক ও যুবতীদের চরিত্রে প্রতিভাত হচ্ছে। এসব যুবকদের জন্য আমাদের সম্মান ও মর্যাদার কথা ইতিপূর্বে ব্যক্ত করেছি। তারা বাতিলের চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় একমাত্র ইসলামকেই জীবনের সকল কর্মের আধার হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের পথে তাদের পূর্ববর্তী ভাইদের ওপর যা ঘটেছে সেসব ইতিহাস পড়া ও শুনার পরও তারা এ পথকে বেছে নিয়েছে।

فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ط

"আল্লাহর পথে যত বিপদই তাদের ওপর পড়েছিলো সে জন্য তারা হতাশ হয়নি। দুর্বলতাও প্রকাশ করেনি এবং [বাতিলের সামনে] মাথানত করেনি।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৬)

এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার পূর্বে আমরা যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করছি তা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এর সাথে সাথে লক্ষ্য নির্ধারণ, আন্দোলনের পর্যায়, এর বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা এবং আন্দোলনের বর্তমান পর্যায় ইত্যাদি ব্যাপারে পূর্বেকার আলোচনা স্মরণ রাখতে হবে।

বর্তমান পর্যায়ের প্রকৃতি

আমরা এমন একটা নিরাপদ ও শক্তিশালী ভিত্তিস্থাপনের পর্যায় অতিক্রম করছি যার ওপর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। মুসলিম ব্যক্তিদের মধ্যে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী লোকদের মধ্যে, যেসব মুসলিম পরিবার ইসলামের রূপ ও শিক্ষাকে গ্রহণ করে নিয়েছে তাদের মধ্যে এবং জ্ঞানসম্পন্ন ইসলামী জনতার অভিমত ও মুসলিম সমাজের প্রতিটি লোকের মধ্যে সেই ভিত্তির পরিচয় বহনকারী আচরণ ফুটে উঠবে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ এ তিনটি স্থানই হচ্ছে আন্তরিকতার সাথে ইসলামী কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাবার ক্ষেত্র বা ময়দান। কেননা এ তিনটি ময়দানই হচ্ছে সর্ববৃহৎ ইসলামী সমাজের অস্তিত্বের মযবুত ভিত্তি। এ পর্যায়ে আমাদের শ্লোগান হচ্ছে—"আগে নিজেকে শোধরাও তারপর অন্যকে আন্দোলনের পথে ডাক।" এ বাক্যে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ দু'টি

www.nagorikpathagar.org

জিনিসই চাওয়া হয়েছে। কিন্তু এ দু'টি জিনিসই হলো কাজের উদ্দেশ্য ও তার ভিত্তি। "নিজেকে শোধরাও" এটি হলো আন্দোলনের মৌলিক উৎপাদন। আর অপরকে আহ্বান করো এটা হলো তার প্রান্তিক উৎপাদন। সৃষ্টি ব্যাপারে আল্লাহর অপরিবর্তিত ও চিরাচরিত বিধান হলো, আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতদিন তারা নিজেদেরকে পরিবর্তন না করে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ط

"আল্লাহ তাআলা কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাতির লোকেরা নিজেদের গুণাবলীর পরিবর্তন নিজেরা না করে।"-(সূরা আর রাদ ঃ ১১)

অতএব আজকের এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অবস্থা, দুঃখ-দুর্দশা, সংকীর্ণতা, অধঃপতন এবং যে ধ্বংসের মধ্যে মানুষ জীবনযাপন করছে তা কোনোদিনই পরিবর্তিত হবে না, যদি আমরা আমাদের চরিত্রকে পরিবর্তন না করি এবং আল্লাহর পথকে আঁকড়ে না ধরি।

আধিক্য ও স্বল্পতার দ্বন্দ্ব

পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক। কিন্তু আমরা এমন আদর্শবাদী এবং এমন প্রভাব সৃষ্টিকারী শক্তিশালী ইসলামী ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধান করছি, যা বর্তমান পৈশাচিক ও ঘৃণ্য অবস্থাকে পরিবর্তন করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। উস্তাদ হুদাইবী (র)-এর একটি কথা এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেছেন ঃ

اقيموا دولة الاسلام فى قلوبكم تقم دولة الاسلام على ارضكم -

"তোমাদের অন্তরে আগে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করো তাহলে তোমাদের মাটিতেও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে।"

ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী এ ধরনের ব্যক্তিত্ব যখনই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদ্যালয়ে পবিত্র কুরআনের আসরে সংগঠিত হয়েছে, গোমরাহীর পথ ছেড়ে আল্লাহর দীনের পথে এগিয়ে এসেছে। নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর পথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছে। এবং ইসলামী আকীদার দৃঢ় বন্ধনে পরস্পরে আবদ্ধ হয়েছে তখনই আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতায় ইসলামী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করতে এবং ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

তাই আমাদের উচিত সেই একই পথে অগ্রসর হওয়া। কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। অপরকে আল্লাহর পথে ডাকা এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ও সম্পর্ক স্থাপন করা।

নিজেকে শোধরাও

নিজেকে শোধরানো অর্থাৎ আত্মশুদ্ধিই হলো ইসলামী আন্দোলনের প্রথম যাত্রা পথ। সত্যকে সত্য হিসেবে প্রমাণ করতে হলে, মিথ্যাকে নিঃশ্চিহ্ন করতে হলে যে অনিবার্য শক্তির প্রয়োজন তা নিম্নের তিনটি অবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে। ঈমানী শক্তি, ঐক্য শক্তি এবং অস্ত্র শক্তি। শক্তির এ ক্রমিক ভিত্তিতেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার যাত্রা পথ রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালেও আমাদেরকে সেই একই পথে চলতে হবে। ঈমানী শক্তি এবং ঐক্য শক্তি অর্জনের পূর্বেই বর্তমানের অচল ও অশান্তিময় অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য অস্ত্রশক্তি প্রয়োগ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই আমরা এমন প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি যা বিভিন্ন কর্ম ক্ষেত্রে এবং প্রস্তুতি পর্বে উপরোক্ত ক্রমের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়। এটা এজন্যই যেনো ইসলামী কর্মকাণ্ডে তা ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। যাতে করে অযথা ও অসময়ে আমাদের শ্রম-সাধনা বিফলে না যায়। আর অমূল্য জীবন নষ্ট না হয়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াতের প্রথম যুগে জিহাদের অনুশীলন পাওয়া না যাবার কারণে কেউ যদি একথা মনে করে থাকে যে, তিনি জিহাদ ও তার প্রস্তুতির কথা ভুলে গিয়েছিলেন তবে সে নিশ্চয়ই ভুল করবে। আসলে তিনি সে সময় এমন নিরাপদ ভিত্তি এবং বিশ্বস্ত হাত তৈরি করছিলেন যা অচিরেই যথাসময়ে দৃঢ়তার সাথে নিঃসংকোচে সমরাস্ত্র বহন করবে এবং দ্বিধাহীন চিত্তে আল্লাহর পথে জীবনকে কুরবানী করবে। উভয় আকাবার বাইআত [শপথ]-ই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এ বাইআত [শপথ] একথারই ইঙ্গিত দেয় যে, অচিরেই এমন একদিন আসবে যেদিন জিহাদের বাস্তব অনুশীলন চলবে। এটাও "বাইআত"-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো যে, বাইআত গ্রহণকারী লোকেরা আল্লাহর নবীকে এমনভাবে হেফাজত করবে, যেমনটি তারা তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরকে রক্ষা করবে।

আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়ে জিহাদের [অস্ত্রের লড়াই] অনুশীলন না দেখেই যে ব্যক্তি একথা মনে করে যে, আমরা জিহাদকে ভুলে গিয়েছি কিংবা জিহাদকে আমরা বাদ দিয়েছি তাহলে সে আমাদের প্রতি অন্যায় চিন্তা করবে। ইসলামী আন্দোলনের লোকেরা কি করে জিহাদকে বাদ দিবে ? অথচ তাদের

www.nagorikpathagar.org

'বাইআত' বা শপথের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গই হলো জিহাদ। শহীদ হাসানুল বান্নার একখানা পুস্তিকাই রয়েছে জিহাদের উপরে। যার নাম 'রিসালাতুল জিহাদ'। তিনি তাতে বলেন, তাদের [ইখওয়ান বা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের] শ্লোগানই হচ্ছে ঃ "জিহাদ আমাদের পথ। আল্লাহর পথে শাহাদাত আমাদের কামনা বাসনা।" তাছাড়া তারা জিহাদকে শুধু বক্তৃতা ও লিখনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি। বরং যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই তারা জিহাদের বাস্তব অনুশীলন করেছেন। পরিস্থিতির প্রয়োজন মুতাবেক ফিলিস্তিন এবং কানাতে দুশমনদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তারা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে শহীদদের মিছিলে শামিল হয়েছে।

কারো কারো অন্তরে বিশেষ করে অধীর আগ্রহী যুবকের অন্তরে একথার উদ্রেক হতে পারে যে, ইসলামী আন্দোলনের পথে সে যে চেষ্টা-সাধনা করে যাচ্ছে, তার কোনো সওয়াব এবং প্রতিদান আল্লাহর কাছে পাবে না—যদি জীবনে নিজ হাতে আন্দোলনের বিজয়ই এনে দিতে না পারলো। এ চিন্তা তাকে আন্দোলনের দ্রুত বিজয় দেখার প্রতি ধাবিত করে। যদিও আন্দোলনের বিজয়, প্রস্তুতির নিরিখে কিংবা ক্রমিক পদক্ষেপের ভিত্তিতেই সূচিত হবে। নিজ হাতে বিজয় এনে দিতে না পারলে তার সব চেষ্টা সাধনার কোনো সওয়াব বা প্রতিদান পাবে না, তার এ চিন্তা নিতান্তই ভুল। ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো শুধু ঈমানের দৃঢ়তা, নিয়তের একনিষ্ঠতা এবং সততার সাথে কাজ করে যাওয়া। কাজের ফলাফলের জন্য আমরা দায়ী নই। আরো উল্লেখ করেছি যে, যুগকে তুলনা করা হয় জাতির বয়স ও তার সংগ্রামী তৎপরতা দিয়ে—ব্যক্তির বয়স দিয়ে কোনো যুগকে তুলনা বা পরিমাপ করা হয় না।

একথা বললে বোধহয় অতিরঞ্জিত কিছুই বলা হবে না যে, কোনো কাজের ঝুঁকি নিয়ে কোনো মানুষের পক্ষে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আপন জীবনকে বিলিয়ে দেয়া তার জন্য সহজ হতে পারে। অথচ অন্তরকে অনুগত করে, ইসলামী শিক্ষা চরিত্র ও সভ্যতার বাধ্য-বাধকতার ক্ষেত্রে নিজকে গড়া তার জন্য খুবই কষ্টকর।

আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে এমন গুণ সম্পন্ন লোকের প্রয়োজন যারা মহান হৃদয় ও মনের অধিকারী। দৃঢ় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিজ্ঞার অধিকারী। এমন লোক প্রয়োজন যাদের মধ্যে রয়েছে সত্যিকার ঈমান, যারা মূল্যবান জীবন কুরবানী করতে প্রস্তুত। এ ব্যাপারে শহীদ হাসানুল বান্না বলেছেন, জাতিকে সুসংগঠিত, জনগণকে সুশিক্ষাদান করা, আশা-আকাঙ্ক্ষার

www.nagorikpathagar.org

সঠিক বাস্তবায়ণ এবং মূলনীতির জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা, এ কাজগুলো সম্পাদন করার জন্য যে জাতি চেষ্টা-সাধনা করে অথবা এ কাজগুলোর দিকে কোনো দল অন্তত আহ্বান জানায় সে জাতি বা দলের জন্য প্রয়োজন মহান ও দৃঢ় মনোবল। এ মহান ও দৃঢ় মনোবল কয়েকটি জিনিসের মধ্যে নিহিত রয়েছে। আর তাহলো ঃ

- এমন প্রবল ইচ্ছা শক্তি, যাকে কোনো দুর্বলতা টলাতে পারে না।
- এমন দৃঢ় অঙ্গীকার যাকে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা পরাভূত করতে পারে না।
- এমন মূল্যবান আত্মত্যাগ যার সামনে কোনো লোভ ও কোনো কৃপণতা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না।

মূলনীতি সম্পর্কে এমন জ্ঞান, তার প্রতি এমন বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা যা ত্রুটি, বিচ্যুতি, বিরুদ্ধাচরণ, অন্য মতবাদ দ্বারা প্রতারিত হওয়া ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে।

এসব প্রাথমিক উপাদান এবং গভীর আধ্যাত্মিক শক্তির ওপরই মূলনীতি টিকে থাকে। উন্নত জাতিগুলো এর দ্বারাই শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে। এর দ্বারা তারুণ্যে উদ্দীপ্ত জাতি সুসংগঠিত হয়। দীর্ঘকাল যাবত প্রাণহীন মৃত প্রায় মানুষ এর দ্বারা নতুন জীবন ফিরে পায়। যে জাতিই এ চারটি সৎ গুণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে অথবা কমপক্ষে যে জাতির নেতারা ও তার সংশোধনের জন্য আন্দোলনকারীরা এ গুণগুলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে জাতি মূল্যহীন ও বড়ই অসহায়। সে জাতি কোনোদিন কল্যাণ সাধন করতে পারবে না। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা কোনোদিন পূরণ হবে না। কিছু স্বপ্ন, কিছু অলীক কল্পনা আর ধারণার আবর্তে বসবাস করাই তার জন্য অনেক কিছু। অথচ আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۝ (النجم : ٢٨)

"ধারণা ও অনুমান সত্যের সঠিক সন্ধান দিতে পারে না।"

−(সূরা আন নাজম ঃ ২৮)

এসব আলোচনা থেকেই ইসলামী আন্দোলনে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব এবং উদ্দেশ্য সাধনে তার ভূমিকা কতটুকু তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর এটা এজন্যই যেনো আমরা দৃঢ়ভাবে আত্ম প্রত্যয়ের সাথে আত্মশুদ্ধির উপকরণগুলো গ্রহণ করতে পারি। এতে আমাদের যত চেষ্টা-সাধনা এবং সময়ই লাগুক না কেনো। যত ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও পরীক্ষার সম্মুখীনই আমরা হই না কেনো। মানুষের

www.nagorikpathagar.org

নফস আসলে অবোধ শিশুর মতো। যদি শিশুর ব্যাপারে তুমি উদাসীন হয়ে পড়ো, তাহলে সে বুকের দুধের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়েই বেড়ে উঠবে। আর যদি তাকে একটু একটু করে খাদ্য দিতে থাকো, তাহলে সে খাদ্য গ্রহণেই অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। অর্থাৎ নফসকে যেভাবে তৈরি করতে চাও, সেভাবেই সে তৈরি হবে। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, কারখানা ও সংস্থা তৈরি করার চেয়ে মানুষ তৈরি করা বেশী কঠিন ও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ তৈরি বলতে আমি এমন সৎগুণ সম্পন্ন লোকের কথা বলছি যাদেরকে দিয়ে কল্যাণ ও সংস্কার সাধন সম্ভব। কেননা আল্লাহ তাআলা কখনো বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কাজ সংশোধন করেন না। চেষ্টা-সাধনা, আত্মার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ধৈর্যহীন কিছু লোকের কাছে প্রশিক্ষণ এবং আত্মাকে মযবুত করে গড়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে এসব তার কাছে ভালো না লাগতে পারে, অথবা শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে আন্দোলনের দীর্ঘ পথকে সংক্ষিপ্ত করার স্বপ্নিল রঙে তার অন্তর রঙ্গিন হতে পারে। কিন্তু তার এ দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হতে পারে না। বরং তা হবে সম্পূর্ণরূপে ভুল এবং বিপজ্জনক।

যে মুসলিম ব্যক্তি আমাদের কাম্য

আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে পূর্বেকার আলোচনা আমাদের কাছে যা দাবী করে তাহলো, মুসলিম ব্যক্তির একটা নিখুঁত ও নির্ভুল মডেল পেশ করা। এমন কতগুলো গুণগত দিক পেশ করা যেগুলো দ্বারা ইসলামী ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা অর্জিত হয়। এমন কতগুলো সাম্ভব্য মাধ্যম উপস্থাপন করা যেগুলো অধঃপতনে নিমজ্জিত বর্তমান অবস্থাকে পরিবর্তন করে ইসলামী আকীদায় বিশ্বাসী মুসলিম ব্যক্তিকে তৈরি করে সেই উজ্জ্বল পরিবেশের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম। যেখানে দু' একটা প্রবন্ধের মাধ্যমে এ বিরাট বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দান করা সম্ভব নয়, সেখানে অবশ্যই এ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানার্জনের জন্য এমন বই-পুস্তক এবং শিক্ষা কোর্স প্রয়োজন, যার মধ্যে এ বিষয়ের বিস্তারিত শিক্ষা ও বিশ্লেষণ রয়েছে।

আমরা এমন পবিত্র ও নিখুঁত আদর্শবান মুসলিম ব্যক্তি কামনা করি, যে যাবতীয় দোষ থেকে মুক্ত। প্রকাশ্যে এবং গোপনে যে মুসলিম আল্লাহর সত্যিকার ইবাদাত করে। যে কুরআন সুন্নাহ থেকে গৃহীত বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী। ইসলাম সম্মত চিন্তাধারা ও নেতৃত্ব দেবার মতো যার উদার মন রয়েছে। ইসলামী কর্মকাণ্ডে যার যোগ্যতা রয়েছে। এমন বলিষ্ঠ দেহ যার রয়েছে যা দ্বারা কর্ম ও জিহাদের দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম। আমরা এমন মুসলিম ব্যক্তিই কামনা করি, যে আপন নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

অপরের কল্যাণ করতে পারে। যে আপন সময়ের প্রতি যত্নবান। স্বীয় কর্তব্যের ব্যাপারে সুশৃংখল এবং কামাই রোজগারে সক্ষম।

এগুলোই হলো ইসলামী ব্যক্তির জন্য কাঙ্ক্ষিত মডেলের কতিপয় নিদর্শন। যা আমরা আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করি।

নিখুঁত আকীদা

নিখুঁত আকীদার দ্বারা আমরা সহীহ ইসলামী আকীদাকে বুঝাচ্ছি। যার ধারক ছিলেন আমাদের পূর্ব পুরুষগণ। যে আকীদা যাবতীয় বিদআত ও মিথ্যা থেকে পবিত্র। এর দ্বারা সেই আকীদাকে বুঝাচ্ছি যা প্রথম যুগের মুসলিমগণকে সত্যিকার মুসলিমে পরিণত করেছে। যা তাদের অনুভূতি ও প্রজ্ঞাকে বেশ বৃদ্ধি করে দিয়েছে। যা কল্যাণ সাধন ও কঠিন কাজ করার শক্তিকে বিস্ফারিত করেছিলো। এর দ্বারা আমরা তাওহীদপূর্ণ সেই পবিত্র আকীদাকে বুঝাচ্ছি যা তার ধারক-বাহকের অন্তরাত্মাকে ঈমানী আলোতে পরিপূর্ণ করে দেয়। তাই এ নির্মল ও নিখুঁত আকীদাই হচ্ছে একজন মানুষের জন্য সরল-সোজা পথে চলার একমাত্র পাথেয়।

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ط ـ(الانعام : ١٢٣)

"সে ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিলো পরে আমি তাকে জীবন দান করলাম এবং তাকে সেই আলো দান করলাম, যার আলোক ধারায় সে লোকদের মধ্যে জীবনযাপন করে। সে কি সেই ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে ব্যক্তি অন্ধকারের মধ্যে পড়ে রয়েছে। তা হতে কোনোক্রমেই বের হচ্ছে না।"
−(সূরা আল আনআম ঃ ১২৩)

আমরা সেই নিখুঁত আকীদা পোষণকারীর প্রত্যাশা করি যা তাকে একথা শিখাবে যে, এ পৃথিবীতে সে এক বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তার এমন গুরুত্বপূর্ণ মিশন রয়েছে যার জন্য তাকে বাঁচতে হবে মরতেও হবে। এ জগতে সে অবহেলিত বস্তু নয়। তার শক্তি ও আত্মমর্যাদাকে সে অনুধাবন করবে। কেননা সে যাঁর ওপর ভরসা করছে তিনি অপরাজেয় মহাশক্তির অধীকারী। আমরা এমন আকীদা কামনা করি না, যা কথা ও তর্ক-বিতর্কের আবর্তে শুরু হয় এবং শেষ হয়।

মরহুম কবি আল্লামা ইকবাল যথার্থই বলেছেন ঃ

التوحيد كان قوة فى الانام فصار التوحيد علم الكلام ـ

www.nagorikpathagar.org

"এক সময় তাওহীদই ছিলো সারা বিশ্বের প্রাণশক্তি, অবশেষে সেই তাওহীদ কালাম শাস্ত্রে গিয়ে পেয়েছে মুক্তি।"

আমরা সেই পবিত্র আকীদা সম্পন্ন লোক প্রত্যাশা করি, মহান আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা, রাসূল, পরকাল এবং তাকদীরের ভালো-মন্দ ব্যাপারে যে ব্যক্তি এমন দৃঢ় ঈমানের অধিকারী যা কোনো প্রকার চাপ ও সংশয়ের সম্মুখে বিচলিত হয় না।

আমরা এমন নির্ভেজাল আকীদার প্রত্যাশী—যা এমন ঈমান বিশিষ্ট হৃদয় জন্ম দিতে পারে, যে হৃদয় প্রকাশ্যে ও গোপনে, সুঃখ ও দুঃখে এক কথায় সর্বাবস্থায় আল্লাহকে তার রক্ষণাবেক্ষণকারী মনে করবে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও করুণালাভের জন্য সে থাকবে তীব্র প্রয়াসী। সাথে সাথে আল্লাহ্র আযাব ও গযবের ব্যাপারে থাকবে ভীত।

আমরা চাই এমন আদর্শবাদী লোক, যে তার চারপাশের প্রতিটি জিনিসকে আল্লাহ্র দেয়া মাপকাঠিতে যাঁচাই করবে। যার ফলে এ পৃথিবীর যাবতীয় মান-মর্যাদা ও ঘটনা পুঞ্জিকে সে সঠিক ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবে। তবেই তার কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম এবং চাল-চলনের যে বিকাশ ঘটবে তা পরিমার্জিত হবে ইসলামী আদর্শ, ইসলামী বিধি-বিধান এবং ইসলামী শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকে।

আমরা সেই আকীদা সম্পন্ন ব্যক্তির প্রত্যাশী যে আল্লাহ্র কাছে রক্ষিত সম্পদকে অন্য সবকিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়। যার ফলে তার ধন-সম্পদ, সময়, শ্রম-সাধনা, চিন্তা-ভাবনা, জীবন-যৌবন অর্থাৎ তার সবকিছুই আন্দোলনের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দেয়। আন্দোলনের জন্য ধৈর্যধারণ করে, সংগ্রাম করে এবং বহু ত্যাগ স্বীকার করে।

আমরা সেই আকীদা পোষণকারী লোক কামনা করি, যে তার মুসলিম ভাইয়ের সাহচর্যে সম্মান অনুভব করে। তার ব্যাপারে সে আগ্রহী ও তাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে। নিজের জন্য যা পসন্দ করে তা তার ভাইয়ের জন্যও পসন্দ করে। উপরন্তু নিজের ওপর তার ভাইকে অগ্রাধিকার দেয়। যে তার ভাইয়ের সম্মান করে, তার সাথে বিবাদ করে না এবং তাকে অপমানিত করে না।

আমরা সেই নির্ভেজাল আকীদা কামনা করি যে আকীদা তার ধারক-বাহককে ইসলাম ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের দায়িত্ববোধের দায়িত্বকে উপলব্ধি করতে পারে। আমরা চাই সেই আকীদা যার বাহক আপন শক্তি সামর্থ দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন না করা পর্যন্ত আত্মার প্রশান্তি লাভ করতে পারে না।

পবিত্র আকীদার উৎস

আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর চেয়ে পবিত্র আকীদার সুধা পান করার জন্য অন্য কোনো উৎস পৃথিবীতে আছে কি ? এর চেয়ে সত্য ও পবিত্র উৎস আর একটিও নেই। যে জিনিস আর উপদ্বীপে নব আলোড়নের সূচনা করেছিলো, অন্ধকার ও জাহেলিয়াতকে দূরিভূত করেছিলো এবং আমাদের এমন একটি দল উপহার দিয়েছিলো যা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করতে সক্ষম—সে জিনিসটি হলো, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিলকৃত অহী আল কুরআন যা তিনি মানব জাতিকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এর ফলে মানুষের মধ্য থেকে কতিপয় সত্যিকার আদর্শবাদী লোক তৈরি হয়েছিলো। আর তাদের হাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ইসলামী রাষ্ট্র। ইসলামী আকীদা বিকাশের সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ পন্থাই হলো আল কুরআন। আল কুরআন থেকে গৃহীত আকীদাই অন্তরাত্মার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে। এবং এর মধ্যেই ঈমানের ঝরণা ধারা প্রবাহিত হয়।

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۝ يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَه سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِه وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ (المائدة : ١٥-١٦)

"আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে আলো এবং স্পষ্টভাষী কিতাব এসেছে। যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর সন্তুষ্টির প্রত্যাশাকারী লোকদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন। এবং স্বীয় অনুমতিক্রমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ১৫-১৬)

আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি দৃপ্ত প্রত্যয় পুনরুজ্জীবন লাভ এবং পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে মানুষকে আশ্বস্ত ও পরিতৃপ্ত করার খুবই চমৎকার, সুন্দর ও সহজবোধ্য।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝ (القمر : ٢٢)

"আমি এ কুরআনকে উপদেশদানের জন্য সহজ মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি। উপদেশ করতে প্রস্তুত এমন কেউ আছে কি।"–(সূরা আল কামার ঃ ২২)

www.nagorikpathagar.org

এমনিভাবে কুরআনে কারীমের ব্যাখ্যাকারী এবং বর্ণনাকারী সুন্নাতে রাসূলের মধ্যেও খাঁটি ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহী প্রতিটি নিবেদিত প্রাণকে উজ্জিবীতি করার প্রয়োজনীয় পাথেয় রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেছেন ঃ

تركت فيكم ما ان تمسكيم به فلن تضلوا بعدى ابدا كتاب الله وسنتى-

"তোমাদের মধ্যে আমি এমন জিনিস রেখে গেলাম যা তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকলে আমার পরে কখনোই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না ; আর তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাত।"

www.nagorikpathagar.org

নিজেকে শোধরাও
অপরকে আল্লাহর পথে ডাকো

—১—

আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সর্বাগ্রে আত্মশুদ্ধি অতপর অন্যকে কল্যাণের পথে ডাকা। ইতিপূর্বে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আত্মশুদ্ধির প্রতি আমাদের যথেষ্ট গুরুত্ব ও মনোযোগ দেয়া উচিত। কেননা এটাই একজন মুসলিমের জন্য ইহজগতের সর্বপ্রথম ও প্রধান কর্তব্য। যাতে করে সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে। তার মহান করুণার বলে সাফল্য অর্জন করতে পারে। আর পরকালে তাঁর কঠিন শাস্তি থেকে নাজাত পেতে পারে। আত্মশুদ্ধিই হলো অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য অনিবার্য যাত্রাপথ। যার ওপর ভিত্তি করে আত্মশুদ্ধি তার পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং আদর্শবান ব্যক্তি তৈরি হয়—তাহলো সেই নির্মল ও নির্ভেজাল আকীদা যাকে অবলম্বন করে তার ধারকেরা মরে ও বাঁচে। এবং তাদের শ্রম-সাধনা, চিন্তা-ভাবনা, জান-মাল সবই উক্ত আদর্শ বা আকীদার জন্য উৎসর্গ করে। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ যে আদর্শ এবং আকীদার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তা অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তারা কল্যাণের প্রতিটি ক্ষেত্রে জিহাদ ও কুরবানী ত্যাগ-তিতীক্ষা, আমানতদারী ও সত্যবাদিতা, ওয়াদা-অঙ্গীকার রক্ষা করা, ভালোবাসা প্রদর্শন, অন্যকে অগ্রাধিকার প্রদান, আল্লাহর জন্য সত্যিকার ইবাদাত ইত্যাদিতে অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন।

শহীদ হাসানুল বান্না ইসলামী আদর্শ ও আকীদার ক্ষেত্রে আমাদেরকে এমন বিষয় থেকে দূরে রাখার তীব্র প্রয়াসী ছিলেন, যা আদর্শের প্রাণশক্তিকে নস্যাৎ করে দেয়। যা প্রাণ ও প্রজ্ঞাহীন চিন্তাপ্রসূত বিষয়ের দিকে মনকে ধাবিত করে। যা তর্ক-বিতর্ক এবং বিবাদের চক্রে আটকে ফেলে। এবং যা দুঃখ-দুর্দশা ও কঠিন পরীক্ষার সময় কোনো কাজে আসে না।

সঠিক ইবাদাত

আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে ইসলামী আকীদা ও আদর্শের মযবুত ভিত্তি রচনার পরই আসে সঠিক ইবাদাতের ভূমিকা। ইবাদাত শব্দের বেশ ব্যাপকতা ও ব্যাপ্তি রয়েছে। তাই আমরা শুধু নামায, রোযা, যাকাত এবং হজ্জ এ চারটি ফরযের মধ্যে ইবাদাতকে সীমাবদ্ধ করতে চাই না। এ জগতে আমাদের মিশন

www.nagorikpathagar.org

হলো আল্লাহর ইবাদাত করা। এর অর্থ হচ্ছে আমাদের পুরো জীবনটাই হবে ইবাদাত। আল্লাহ বলছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ○ (الذريت : ٥٦)

"আমি জ্বিন এবং মানবজাতিকে একমাত্র আমার ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি।"–(সূরা আয যারিয়াত ঃ ৫৬)

তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত প্রতিটি কাজে খালেছ নিয়তের মাধ্যমে ইবাদাতের সঠিক অর্থের মূল্যায়ণ করা। তাহলেই আমাদের খাওয়া-দাওয়া, ইলম ও আমল, খেলা-ধূলা, বিয়ে-শাদী সবকিছুই আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং উত্তম ইবাদাতের জন্য সহায়ক মাধ্যম হিসেবে গণ্য হবে। এর ফলে আমাদের বাড়ী-ঘর, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, কল-করখানা, ব্যবসাস্থল, দোকান পাট এবং খেলার মাঠ মোদ্দাকথা গোটা পৃথিবীটাই আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। তখন একজন মানুষ থেকে যে কথা এবং কাজের প্রকাশ ঘটবে তা আল্লাহর ইবাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। অতপর এসব ইবাদাত কবুল হওয়ার জন্য প্রয়োজন হলো ইবাদাত শরীয়াতের বিধান মুতাবেক সম্পন্ন হওয়া। হারামের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা এবং এমন প্রত্যেকটি জিনিস থেকে দূরে থাকা যা আল্লাহর গযবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই প্রতিটি মুসলিমের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হলো ইবাদাতের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলা এবং ইবাদাত কবুল হওয়ার শর্তগুলো জেনে রাখা। সব ইবাদাতই যেনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত মুতাবেক সম্পন্ন হয়। সে জন্য সম্যক জ্ঞান থাকা এবং প্রতিটি কাজে শরীয়াত স্বীকৃত দোয়া, নিয়মিতভাবে ব্যবহার ও প্রয়োগ করা। এমনিভাবে একজন মুসলিমের গোটা জীবন একটি মহৎ জীবন হিসেবে গড়ে উঠবে এবং সে একজন আল্লাহর প্রিয় বান্দাতে পরিণত হবে।

আল্লাহর ইবাদাতের জন্য যা অপরিহার্য তাহলো, নিয়তের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা। রিয়া থেকে মুক্ত থাকা, ইবাদাত কবুল হওয়ার জন্য এবং তার প্রভাব অন্তরে স্থায়ী হওয়ার জন্য ইবাদাতের সময় 'হুজুরী কলব' (একাগ্র চিত্ততা) এর সাথে ইবাদাত করা। অতএব আল্লাহর কাছে গৃহীত নামায যা যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে মানুষকে বিরত রাখে তা শুধুমাত্র ফেকাহশাস্ত্রের বিধান মুতাবেক শুদ্ধ নামাযকেই বলা হয় না। বরং সে নামায হলো এমন নামায যা নামাযীকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়। যার মধ্যে আল্লাহর প্রতি ভয় ও চরম আনুগত্য নিহিত থাকে এবং যা মু'মিনের রূহের মিরাজ হিসেবে বিবেচিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

বলিষ্ঠ চরিত্র

আত্মশুদ্ধির মূল ভিত্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম বিষয় হলো, সুমহান ইসলামী চরিত্রের এমন সব বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করা। যেগুলোর প্রতি আল কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত আহ্বান জানিয়েছে। চরিত্র ব্যক্তি জীবনের একটা বিরাট অংশেরই প্রতিনিধিত্ব করে। কেননা একজন মানুষের স্বীয় আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং অপরাপর মানুষের সাথে যে আচার-আচরণ ও ব্যবহার করে থাকে তারই প্রতিচ্ছবি হলো চরিত্র। আল্লাহর দীনের পথে আহ্বানকারী অথবা ইসলামী আদর্শের দাবীদার একজন ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য বিষয় হলো ইসলামী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ণ করা। যেনো অপরাপর মানুষের কাছে সে একটা উত্তম আদর্শ হিসেবে প্রতীয়মান হতে পারে। ইসলামের শুধু তাত্ত্বিক রূপ নয়, বরং মানুষের সামনে সে যেনো ইসলামের বাস্তব রূপ উপস্থাপন করতে পারে। কেননা আদর্শের বাস্তবরূপ মানব হৃদয়ে মৌখিক রূপ বা কথার চেয়ে অনেক বেশী প্রভাবশালী ও ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। আমাদের মহান আদর্শ হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। গোটা কুরআনই হলো তাঁর চরিত্র ও আদর্শ। উত্তম চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর অসংখ্য হাদীস রয়েছে। যথা ঃ

انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق-

"আমি উন্নত ও মহান চরিত্রকে পূর্ণতাদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।"

الثقل مايوضع فى الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق

কেয়ামতের দিন যে জিনিস পাল্লাতে সবচেয়ে ভারী হবে তাহলো ঃ 'তাকওয়া' এবং 'সচ্চরিত্র'। আর সচ্চরিত্রের গুণাবলীতে চরিত্রবান হওয়ার অর্থই হচ্ছে অসচ্চরিত্রের কুকীর্তি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। কেয়ামতের দিন পাল্লায় সবচেয়ে বেশী ভারী হবে 'তাকওয়া' এবং 'সচ্চরিত্র', একথা এমন চরিত্রের বেলায়ই বলা হয়েছে যার মধ্যে পরিবেশ, পরিস্থিতি ও অবস্থার উলট পালট হওয়া সত্বেও কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। ইসলামী সভ্যতা ও চরিত্রকে আঁকড়ে ধরা, অপরিসীম চেষ্টা ও গুরুত্বের সাথে এর অনুশীলন করা আমাদের জন্যই বেশী শোভনীয়। ক্রোধবিহীন, ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু চরিত্র কতইনা উত্তম। এ প্রসংগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কুস্তিতে পরাভূত করার মধ্যে প্রকৃত শক্তি নিহিত নেই। বরং ক্রোধের সময় নিজের নফসকে পরাভূত করার মধ্যেই প্রকৃত শক্তি নিহিত রয়েছে।" সেই আদর্শবান মানুষ কতইনা সুযোগ্য যে, আল্লাহর কুরআন কিংবা রাসূলে খোদা মু'মিনদের যেসব

www.nagorikpathagar.org

চারিত্রিক গুণাবলীর কথা বলেছেন, সেগুলো স্বীয় জীবনে গ্রহণ করে নেয়। স্বীয় জীবনের অবস্থা বাধ্যবাধকতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির পরিসীমা কুরআন ও সুন্নাহর কষ্টিপাথরে যাঁচাই করে এবং তা থেকেই ক্ষতিপূরণ করে ও কল্যাণ বৃদ্ধি করে।

চিন্তার বিশুদ্ধতা

যে আদর্শবান ব্যক্তি ইসলামী কার্যকলাপ এবং ইসলামী আন্দোলনের জন্য নিবেদিত প্রাণ, তার আত্মশুদ্ধির জন্য একটি অপরিহার্য বিষয় হলো, বিশুদ্ধ চিন্তার অধিকারী হওয়া। তিনটি মৌলিক বিষয় বিশুদ্ধ চিন্তার অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটি হলো, ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানার্জন। এর ফলে ইসলামের অনুশাসনকে নিজের ওপর প্রয়োগ করা সহজ হবে এবং ইসলামের সার্বজনীনতা, পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার সাথে ইসলামকে অন্যের সামনে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার যোগ্যতা সৃষ্টি হবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, ইসলামী বিশ্বের অতীত ও বর্তমান অবস্থা এবং ইসলামের দুশমনসহ বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাদের পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা। ইসলামী কর্মকাণ্ডে যারা নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছেন তাঁদের জন্য এ বিষয়গুলো জানা নিতান্ত অপরিহার্য।

তৃতীয় বিষয়টি হলো, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদির মত জীবনের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার প্রতি দৃঢ় মনোবল পোষণ করা। একজন আদর্শবান ব্যক্তির জন্য সমাজে নিজের একটি মযবুত অবস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বীয় বিশেষত্বের প্রতি দৃঢ় আস্থা রাখতে হবে, যাতে করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সময় নেতৃত্বের শূন্য স্থানগুলো পূরণ করা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, বেশীর ভাগ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হয়েছিলো মুসলিম জ্ঞানীদের হাতেই। আমাদের দীন (ইসলাম) জ্ঞান এবং শিক্ষাকে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক রেখে মানুষকে উৎসাহ প্রদান করে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ○ (العلق : ١)

"পড়ো, সেই মহান রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"

–(সূরা আলাক ঃ ১)

ছাত্রদের মধ্যে যারা ইসলামী আন্দোলনের জন্য কাজ করে তাদের উচিত নিজেদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের লেখা-পড়ার অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। তারা যদি তাদের লেখা-পড়ায় পিছনে পড়ে থাকে তাহলে তারা ইসলামী কাজে অংশগ্রহণের ব্যাপারে অন্যদেরকে নিরুৎসাহিত করবে।

www.nagorikpathagar.org

দৈহিক শক্তি

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর জন্য আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, দৈহিক শক্তি অর্জনের জন্য আপন স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া। যাতে করে স্বাভাবিক কাজ-কর্ম সম্পাদনের সাথে ইসলামী আন্দোলনের এবং জিহাদের গুরু দায়িত্ব বহন করতে পারে। আমাদের কাঙ্ক্ষিত মহান লক্ষ্যে পৌছার পথে দুর্বল শরীর যেন অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৈহিক শক্তি অর্জনের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

المؤمن القوى خير واحب الى الله من المؤمن الضيف ـ

"শক্তিশালী ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দুর্বল মু'মিন ব্যক্তির চেয়ে উত্তম এবং প্রিয়।"

স্বাস্থ্য এবং শরীরকে নিরোগ রাখার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী অত্যাবশ্যকীয় বহু কথা আমরা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকে জানতে পারি।

স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত। তাই আপন কর্তব্য কাজে নিয়োজিত প্রত্যেক কর্মী ভাইয়ের উচিত, তার অসংখ্য কর্তব্যের মাঝে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নেয়া, রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা করা, রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার প্রতি গুরত্ব প্রদান করা এবং স্বাস্থ্যগত দুর্বলতার যাবতীয় কারণ থেকে দূরে থাকা। এর সাথে সাথে কপি, চা পানের মতো অপচয়মূলক ব্যয় থেকে দূরে থাকা উচিত। ধুমপান সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা অপরিহার্য কর্তব্য। স্বীয় বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার ঘর, নিজের শরীর এবং কর্মস্থল সহ সবস্থানেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। এমনিভাবে মদ, জুয়া, নেশা, দেহ বিনষ্টকারী জিনিস সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করা অপরিহার্য।

কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়

আমরা এমন ব্যক্তিত্বই কামনা করি যে হবে সত্যিকারের মুসলিম। আপন কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামী, পরোপকারী। নিজের সময়কে কাজে লাগানোর ব্যাপারে আগ্রহী। সব ব্যাপারে সুশৃঙ্খল। উপার্জনক্ষম। এসবই হলো, একজন সংগ্রামী বলিষ্ঠ মুসলিম ব্যক্তির জন্য মৌলিক এবং অপরিহার্য গুণাবলী। আন্দোলনের কর্মীর কর্তব্য কাজে সঠিক ভূমিকা পালন করার জন্যই এসব গুণাবলী প্রয়োজন। ইসলামী আন্দোলনের কোনো কর্মী এবং ইসলামী কাজের জন্য নিবেদিত প্রাণ কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে এসব মহৎ গুণাবলী বা এর

www.nagorikpathagar.org

কিছু গুণের অনুপস্থিতি মোটেই কল্পনা করা যায় না। তাই যে ব্যক্তি স্বীয় নফসের দাবী পূরণে তৎপর, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে না এবং আপন প্রবৃত্তিকে সংযত রাখতে সক্ষম নয়, সে ব্যক্তি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হবার যোগ্য নয়। কারণ, সে অন্যকে এমন কিছুর প্রতি আহ্বান জানায় যা পালন করতে সে নিজেই অপারগ। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীকে সময় সময় এমন উল্টো ও বিপরীত পরিস্থিতি অতিক্রম করতে হয়, যা অতিক্রম করতে হলে এবং বিজয়ী হতে হলে আপন নফসের সাথে তুমুল সংগ্রাম করা প্রয়োজন হয়। একজন আদর্শবান ব্যক্তি এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হলো সহজভাবে ও আন্তরিক বদান্যতার সাথে পরোপকার ও কল্যাণ সাধন করা। অন্যের প্রতি তার এ কল্যাণ ও উপকার সাধন যদি দুঃখ-কষ্টের বিনিময়ে করতে হয় তবু তা করা উচিত। কেননা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরের উপকার ও কল্যাণ সাধন করেছেন এবং এর সাথে সাথে প্রতিপক্ষের নির্যাতনও সহ্য করেছেন। তাই ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মীর কর্তব্য হলো মানুষের প্রতি কল্যাণ সাধনের সুযোগ গ্রহণ করা এবং যে কোনো অবস্থায় এ কাজের জন্য দ্রুত এগিয়ে যাওয়া। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিচ্ছেন ঃ

أُولَٰئِكَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَهُمْ لَهَا سَٰبِقُونَ ۝ (المؤمنون : ٦١)

"এসব লোকই কল্যাণের দিকে দ্রুত গমনকারী এবং এরাই অগ্রবর্তী হয়ে তা অর্জনকারী।"—(সূরা আল মু'মিনুন ঃ ৬১)

সময়ানুবর্তী হওয়া ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মীর বড় বৈশিষ্ট্য। সময়কে আন্দোলনের জন্য কল্যাণকর মহৎ কাজে লাগাতে হবে। মূল্যহীন বা অনর্থক কোনো কাজের জন্য সময়ই যেনো হাতে না থাকে। তাই আন্দোলনের কর্মীর জন্য সময়টাই তার জীবন। তাকে মনে রাখতে হবে, সময়ের চেয়ে দায়িত্ব অনেক বেশী। যে সময় চলে যাচ্ছে, তা কোনোদিন ফিরে আসবে না। সময় সম্পর্কে মহান আল্লাহর কাছে কিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে।

ما من يوم ينشق فجره الاوينادى يابن ادم- انا خلق جديد، وعلى عملك شهيد فتزود منى فانى لاعود الى يوم القيامة-

"এমন কোনোদিন অতিবাহিত হয় না যে দিনের প্রভাত মানুষকে ডেকে একথা না বলে, হে আদম সন্তান ! আমি [সময়] তোমার জন্য নবাগত। আমি তোমার কর্মকাণ্ডের সাক্ষী। তাই আমার কাছ থেকে তোমার পাথেয় খুঁজে নাও। কেননা কেয়ামত পর্যন্ত আমি আর কোনোদিন ফিরে আসবো না।"

www.nagorikpathagar.org

একজন মুসলিম ভাইয়ের কাছে এটাই আমাদের প্রত্যাশা যেনো সে তার বাড়ী অফিস, আদালত, কর্মক্ষেত্র,তার পরিকল্পনা এবং জীবনের যাবতীয় বিষয়ে সুশৃংখল হয়। কারণ, এ মহৎ গুণটি সময়, শ্রম ও সম্পদ কাজে লাগানোর ব্যাপারে এবং উপরোক্ত শক্তি থেকে ভালো উপকার ও সুফল লাভের একটি অন্যতম উপায়।

ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মীকে এমন কর্মক্ষম হওয়া চাই যেনো তার কাছ থেকে পাওয়ার আশা করা যায়। অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকা তার জন্য মোটেই উচিত নয়। আর এটা এ কারণেই যেনো তার জীবন যাত্রায় এমন একটা স্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি হয়, যা আন্দোলনের ক্ষেত্রে সুফল অর্জনে সহায়তা করবে। যা ইসলামী পরিবার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এবং ইসলামী সমাজকে সুসন্তান উপহার দিবে।

আত্মশুদ্ধি লাভের উপায়

আত্মশুদ্ধির উপায় জানাটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়—বরং এর সঠিক বাস্তবায়ণই হলো আসল কথা। আত্মশুদ্ধির উপায় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক।

আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে দু'টি দিক রয়েছে। একটি হলো সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক দিক এবং অপরটি হলো শিক্ষাগত ও সাংগঠনিক দিক। এ উভয় দিকের জন্য ব্যক্তিগত চেষ্টা-সাধনা যেমন প্রয়োজন তেমনি বিভিন্ন পদ্ধতি ও মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে যৌথ এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

সত্যিকার কর্মী হিসেবে একজন ব্যক্তির যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনই এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এর সাথে সাথে দৈনিক কার্যাবলীর একটা হিসাব রাখা খুবই জরুরী। কারণ, এর মাধ্যমে একজন মানুষ তার যাবতীয় কার্যাবলী, আচার-আচরণের যোগ-বিয়োগের সম্মুখীন হয়। স্বীয় দায়িত্ব অনুযায়ী কতটুকু কাজ সমাধা করা হলো এবং তা ইসলামী আদর্শের বিরোধী হলো কিনা এ ব্যাপারে বিবেকের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। আত্মশুদ্ধির জন্য সবচেয়ে ফলপ্রসু উপায় হলো ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে কর্মের অনুশীলন করা। তাই শুধুমাত্র বই-পুস্তক দ্বারা মানুষ তৈরি হয় না।

অতএব মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানানোর কাজ এবং বাতিল মতাদর্শের সাথে সংঘর্ষই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে গড়ে তোলে এবং অভিজ্ঞতা ও শক্তি অর্জন করে সত্যের পথে অবিচল থাকার সাহস যোগায়।

www.nagorikpathagar.org

নিজেকে শোধরাও
অপরকে আল্লাহর পথে ডাকো

—২—

'প্রথমে নিজেকে শোধরাও তারপর অন্যকে আল্লাহর পথে ডাকো' এ দু'টি বিষয়ই হলো মুসলিম জাতির উন্নতি-অগ্রগতি, ঐক্যের বাস্তবায়ণ এবং মর্যাদা-বৃদ্ধির প্রথম সোপান ও একমাত্র উপায়। মানবতার শিক্ষাগুরু হিসেবে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য যে মর্যাদা আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে দিতে চান তা অর্জন করা এর দ্বারাই সম্ভব। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط -(ال عمران : ١١٠)

"তোমরা দুনিয়ার সেই সর্বোত্তম দল যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করো, অন্যায় পাপ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি দৃঢ় আস্থা রাখো।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط -(البقرة : ١٤٣)

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে এমন একটি মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি যেনো তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্য সাক্ষী হতে পারো এবং রাসূল যেনো তোমাদের ওপর সাক্ষী হয়ে থাকে।"-(সূরা বাকারা ঃ ১৪৩)

'আত্মশুদ্ধি' ইসলামী আকীদা সম্পন্ন সঠিক আদর্শবান ব্যক্তির জন্ম দেয়। আর অন্যের প্রতি দাওয়াতের দ্বারা সত্যবাদী বিশ্বস্ত লোকের সংখ্যা বাড়ে। তারপর তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব এবং ভালোবাসা। এর ফলে এমন শক্তিশালী নিরাপদ ভিত্তি রচিত হয় যার ওপর ইসলামী সমাজের সেই গগনচুম্বী অট্টালিকা তৈরি হতে পারে, যা সত্যকে সত্যরূপে প্রমাণ করবে, বাতিলকে মিটিয়ে দিবে। পৃথিবীতে মুসলিমদের হাতে নেতৃত্বের গুরুভার অর্পণ করবে। এবং পরকালে তাদের শান্তি নিশ্চিত করবে। আর

www.nagorikpathagar.org

ঠিক তখনই আল্লাহর সেই ওয়াদা পূরণ হবে যা তিনি পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○(الفتح : ٢٨)

"তিনিই [আল্লাহই] তাঁর রাসূলকে হেদায়াতের বিধান ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন। যেনো তাকে সব দীনের ওপর বিজয়ী করে দিতে পারেন। আর মহাসত্য সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।"–(সূরা ফাতাহ ঃ ২৮)

আত্মশুদ্ধির দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ অন্যকে আল্লাহর পথে ডাকা এর আলোচনার পূর্বে যাদেরকে আমরা ইসলামী আন্দোলনের পথ অবলম্বন করার জন্য আহ্বান জানাবো তাদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেয়া প্রয়োজন, যে জিনিসের প্রতি আমরা দাওয়াত দিবো (অর্থাৎ প্রথমে আত্মশুদ্ধি তারপর অন্যকে দাওয়াত দেয়া) তা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বরং এটা তাদের প্রত্যেকের জীবন পথের প্রধান বিষয়। তাই এ বিষয়টি কতটুকু গুরুত্বের অধিকারী তা অনুধাবন করা উচিত। আমরা যাকে আল্লাহর পথে আজ আহ্বান জানাচ্ছি, সেও একদিন অন্যকে এমন লাভজনক ব্যবসার দিকে আহ্বান জানাবে যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর কঠিন আযাব থেকে মুক্তির সন্ধান। রয়েছে জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামত ও উত্তম বাসস্থান। আরো রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ○ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ○ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ط نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ○

"হে ঈমানদার লোকেরা ! আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যবসায়ের খবর বলে দিবো, যা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে নাজাত দিতে পারে ? তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো। আর নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। তোমরা যদি অনুধাবন করতে পারো, তাহলে এটাই তোমাদের জন্য অতীব উত্তম।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নীচ দিয়ে সর্বদা ঝরণা ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এবং অনন্তকালের জান্নাতে অতীব উত্তম বাসস্থান তোমাদেরকে দান করবেন। এটাই হলো বিরাট সাফল্য। আর অন্যান্য যেসব জিনিস তোমরা চাও, তাও তোমাদেরকে দিবেন। আল্লাহর মদদ এবং খুব নিকটবর্তী বিজয়। হে নবী ! ঈমানদার লোকদেরকে এর সুসংবাদ জানিয়ে দাও।"

–(সূরা আস সফ ঃ ১০-১২)

আমরা তোমাকে আহ্বান করছি তোমার জান ও মালকে আল্লাহ্র পথে বিলিয়ে দেয়ার জন্য। আর তুমিও অন্যকে আহ্বান করবে তার জান ও মালকে আল্লাহ্র পথে বিলিয়ে দেয়ার জন্য। একাজটা নিশ্চয় কঠিন এবং বিপজ্জনক। আমরা ব্যবসা, খেত-খামার কিংবা শিল্প সম্পর্কিত কোনো প্রকল্পে তোমার অতিরিক্ত সম্পদ বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান করছি না। বরং আমরা আহ্বান করছি আল্লাহ্র সাথে ব্যবসা করার জন্য। তিনি আমাদের কাছ থেকে উচ্চমূল্যে আমাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিচ্ছেন। আর উচ্চমূল্যের সেই জিনিসটি হলো এমন জান্নাত যার বিস্তৃতি সমস্ত আসমান ও যমীন ব্যাপি। তাহলে জীবন পথের এ মহান বিষয়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর অন্য কোনো বিষয় থাকতে পারে কি ?

জাগতিক স্বার্থান্বেষী যদি তাদের পণ্য ও প্রকল্প চালু করার জন্য তাদের শ্রম ও সাধনাকে ব্যয় করতে পারে, মানুষের কাছে সুন্দরভাবে তার বাতিল আদর্শকে উপস্থাপন করতে পারে, প্রচার করতে পারে, সেদিকে মানুষকে উৎসাহিত করতে পারে এবং তার আদর্শ থেকে প্রাপ্য লাভকে প্রকাশ করতে পারে, তাহলে আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশী সমিচীন হলো, আল্লাহ্র দীনের দাওয়াতের যথাযথ পাওনা আদায় করা। আর এ পাওনাই হলো আল্লাহ্র দীনকে সুন্দরভাবে মানুষের সম্মুখে উপস্থাপন করা, এ পথে মানুষকে উৎসাহিত করা এবং এর প্রচারের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা। এ মহান কর্মের ফলে আল্লাহ্র পথের আহ্বানকারী এবং আহুত ব্যক্তি এর চেয়ে বড় লাভ আর কি হতে পারে ?

ইসলামী আন্দোলনের পরিধি এত বিস্তৃত যে, দু' একটি প্রবন্ধের মধ্যে তার সীমা নির্ধারণ করা যায় না। আন্দোলনকে জানতে হলে দাওয়াতে দীন এবং এর কর্মীদের সম্পর্কে যেসব বই-পুস্তক এবং প্রবন্ধ রচিত হয়েছে সেদিকে মনোনিবেশ করা দরকার। এর সাথে সাথে এমন বাস্তব অনুশীলন বা ট্রেনিং অপরিহার্য যা দাওয়াতে দীনের কর্মীকে গড়ে তুলবে। তাকে সুন্দর করবে। তার জীবনে অনেক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা দান করবে। এখানে কতিপয় বৈশিষ্ট্যের

www.nagorikpathagar.org

কথা উল্লেখ করছি যাতে করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী এগুলো থেকে সঠিক পথের দিশা লাভ করতে পারে এবং আল্লাহ হয়ত এর দ্বারা তার কোনো উপকার দান করতে পারেন।

আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, আজকের দুনিয়ায় বিভিন্ন আদর্শের প্রবক্তারা অতীতের প্রবক্তাদের মতো নয়। আজকের প্রবক্তারা শিক্ষিত, সুসজ্জিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও বিশেষজ্ঞ। এমনকি প্রতিটি আদর্শের জন্য এমন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বাহিনী রয়েছে যারা তাদের আদর্শের দুর্বোধ্যতাকে মানুষের সামনে সুস্পষ্টরূপে পেশ করে। এর সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলে। এর প্রচার ও প্রসারের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম ও পন্থা আবিষ্কার করে। তাদের আদর্শ মানুষের অন্তরে প্রবেশ করার জন্য সবচেয়ে সহজ পন্থা এবং বিশ্বস্ততা ও অনুসরণের ক্ষেত্রে যে পথ ও পদ্ধতি সহজ, তাই অনুসন্ধান করে।

মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস

আল্লাহর পথে তুমি মানুষকে আহ্বান জানাবে এর চেয়ে মর্যাদা ও গৌরবের বিষয় আর কি হতে পারে? তুমি মানুষকে এক অতীব মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছো। ইসলামী আন্দোলন তথা আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকা সব আম্বিয়ায়ে কেরামের কাজ। তুমি যে কথার দ্বারা মানুষকে আন্দোলনের পথে আহ্বান জানাচ্ছো তা এক বাক্যে মানবজাতির সর্বোত্তম কথা। আল্লাহ তাআলা একথারই স্বীকৃতি দিচ্ছেন ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○ (حم السجدة : ٣٣)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানালো, সৎকর্ম করলো এবং বললো, আমি একজন মুসলিম তার কথার চেয়ে অধিক ভালো কথা আর কার হতে পারে?"–(সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৩৩)

আমরা মানুষকে ডাকছি আল্লাহর পবিত্র কালাম দিয়ে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী দিয়ে। এ বিশ্বজগতে এর চেয়ে উত্তম কালাম ও বাণী আর আছে কি?

আমরা মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছি সত্যের দিকে আর সত্যটাই হলো সবচেয়ে বেশী অনুসরণ যোগ্য। আর সত্যের পর গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিইবা আছে। আমরা মূলত অন্ধকারে ঘূর্ণিপাক খাওয়া মানবতাকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য আলোর মশাল নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। আমরা আল্লাহর

www.nagorikpathagar.org

মনোনীত সত্য দিনের ওপরই স্থিতিশীল রয়েছি। আর এ দীন ছাড়া সব ধর্মই বাতিল ও মিথ্যা। পবিত্র কুরআন আল্লাহর এমন এক মহাগ্রন্থ যার আগ-পাচ কোনো দিক দিয়েই বাতিল ও অসত্য অগ্রসর হতে পারে না। কারণ, এ কিতাব মহাজ্ঞানী সুপ্রশংসিত সত্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আজকের বিশ্ব যে অশান্তি ও দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে তা থেকে মুক্তি পেতে হলে এ সত্য দীনের বাস্তবায়ণ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। তাই যে জিনিসের প্রতি আমরা অন্যকে আহ্বান জানাচ্ছি তার পূর্ণতা এবং মহত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে নিশ্চিন্ত মনে স্বীয় আদর্শের দিকে আহ্বান জানানো আমাদের উচিত।

আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মীর একথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলামী আন্দোলনের কাজ নফল কাজ নয় বরং ফরয। তার উচিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকা। চাই সে কয়েদখানায় বন্দী থাকুক কিংবা কোনো কঠিন চাপের মুখে থাকুক। ইসলামী আন্দোলনের জন্য তার ওপর যতো নির্যাতনই আসুক না কেনো মানুষের কল্যাণ সাধনে বিরামহীন প্রচষ্টা কখনো পরিত্যাগ করা উচিত নয়। এ মহত কাজের পুরস্কারের প্রত্যাশা নিয়ে ধৈর্যধারণ করা উচিত। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○ وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ط اِدْفَعْ بِالَّتِى هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَه عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ○ وَمَا يُلَقّٰهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ج وَمَا يُلَقّٰهَا اِلاَّ ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ○ (حم السجدة : ٣٢)

"যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, ভালো কাজ করে এবং বলে, আমি একজন মুসলিম, তাহলে তার কথা অপেক্ষা আর কার কথা উত্তম হতে পারে। হে নবী ! ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। যা অতীব উত্তম তা দিয়ে তুমি অন্যায় ও মন্দকে দূরীভূত করো। তুমি দেখতে পাবে যে, তোমার সাথে যার শত্রুতা ছিলো, সে প্রাণের বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। এ গুণ কেবল তাদের ভাগ্যেই জুটে থাকে যারা ধৈর্যধারণ করে। আর মহা ভাগ্যবান ছাড়া এ মর্যাদা অন্য কেউ লাভ করতে পারে না।"

–(সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৩৩-৩৫)

www.nagorikpathagar.org

শহীদ হাসানুল বান্না যথার্থই উপদেশ দিয়েছেন, 'মানুষের সাথে ধৈর্যশীল বৃক্ষের মতো ব্যবহার করো, মানুষ বৃক্ষের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করছে। অথচ এর জবাবে বৃক্ষ মানুষের প্রতি ফল নিক্ষেপ করছে।' তিনি আরো বলতেন, হে আমার ভাই ! তুমি দু'টি উদ্দেশ্যে কাজ করবে ঃ একটি হলো কাজ দ্বারা কিছু উৎপাদন করা এবং অপরটি হলো আপন কর্তব্য পালন করা। যদি প্রথমটি থেকে তুমি বঞ্চিত হও অর্থাৎ কেউ তোমার ডাকে সাড়া না দেয়, তাহলে মনে রাখবে, দ্বিতীয়টি থেকে তুমি কখনো বঞ্চিত হবে না। অর্থাৎ তুমি তোমার কর্তব্য পালন করেছো।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর উচিত ইসলামের শক্তি সম্মানের কেন্দ্রবিন্দু থেকে মানুষকে আহ্বান জানানো। দুর্বলতা ও হীনতার ওপর ভর করে কাউকে আহ্বান জানানো উচিত নয়। বিশ্বাসযোগ্য, শান্তিপূর্ণ ও সংশয়মুক্ত এমন এক অবস্থান থেকে আহ্বান জানাতে হবে যেখান থেকে ইসলাম তথা দীনের বিরুদ্ধে কোনো অপবাদের সূচনা হবে না।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর উচিত হলো, সে যে আদর্শের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে, সেই আদর্শের উত্তম দৃষ্টান্ত হিসেবে নিজেকে পেশ করা এবং নিজের বাস্তব জীবনকে মানুষের সম্মুখে উক্ত আদর্শের পরিপন্থী রূপে উপস্থাপন না করা। কথা ও কাজের মধ্যে যেনো সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় এবং আল্লাহর গযব ও রোষের শিকার যেনো না হতে হয়, সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। আল্লাহ্ ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ○ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ○ (الصف : ٢-٣)

"হে মু'মিনেরা ! এমন কথা তোমরা কেনো বলো, যা তোমরা প্রকৃতপক্ষে বা বাস্তবে করছো না। আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত ক্রোধের ব্যাপার যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা তোমরা কর না।"–(সূরা আস সফ ঃ ২-৩)

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর উচিত একনিষ্ঠ চিত্তে দাওয়াতের কাজ সমাধা করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টির আশা করা উচিত নয়। মানুষের প্রশংসা ও গুণগানের অপেক্ষা করা এবং তার কথায় মানুষ খুবই মুগ্ধ হয়েছে এ ধরনের প্রশংসা লাভের মন-মানসিকতা পরিত্যাগ করা উচিত। সত্যবাদিতার জন্যই সত্যবাদী হতে হবে। এর ফলে তার স্থান সর্বদাই সত্য ও দৃঢ়তার মধ্যে বদ্ধমূল থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল হতে হবে। কেননা আন্দোলনের পথে সব ধরনের বাধা-বিপত্তি, যুলুম-নির্যাতন, সমালোচনা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ আসলে এবং তা মাথা পেতে নেয়া চাই। দয়া, করুণা এবং নম্র স্বভাব ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট হলে মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায় এবং উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে মানুষ আগ্রহী হয়, আর তখনই মানুষের সাথে তার সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ص -(ال عمران : ١٥٩)

"ইহা আল্লাহর বড় অনুগ্রহের বিষয় যে, তুমি লোকদের জন্য খুবই নম্র স্বভাবের লোক হয়েছো। তা না হয়ে যদি তুমি উগ্র স্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতে, তাহলে এসব লোক তোমার চারদিক হতে দূরে সরে যেতো।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

তাই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীকে নম্র-ভদ্র হতে হবে। উপদেশের পদ্ধতি ও নীতি যাই হোক না কেনো প্রতিটি প্রশ্নকারী, সমালোচক ও উপদেশ দাতার প্রতি তাকে উদার হৃদয়ের পরিচায়ক হতে হবে। পূর্ণাঙ্গভাবে তাকে দীনের উপদেশদানের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর উচিত, প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআন ও হাদীস মুখস্ত করা। কারণ, সে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হবে, কুরআন ও হাদীস দ্বারা এর প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে এগুলো তাকে বেশ সহযোগিতা করবে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান জীবন চরিত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যক। কারণ, তাঁর জীবনী থেকে উপদেশ ও সুশিক্ষা লাভ করা যায়। তাঁর কার্যাবলী ও আদর্শ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। কেননা মানুষের অন্তরে এর একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত থেকে ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের পদ্ধতি জানতে পারা যায়। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর জন্য একটি রেকর্ড বা নোট বই থাকা খুবই প্রয়োজন। বই-পুস্তক পাঠ করার সময় কোনো গুরুত্বপূর্ণ অর্থ কিংবা এমন কোনো ঘটনা যা মানব হৃদয়ে বিরাট প্রভাব ফেলতে সক্ষম তা সে রেকর্ড করে রাখবে। কারণ, এর একটা গুরুত্ব ও প্রভাব মানুষের অন্তরে রয়েছে। আর সময় সময় এগুলো চলার পথের পাথেয় হিসেবে কাজে লাগাবে। মনে রাখতে হবে, স্মরণ শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা অধিকাংশ সময়ই মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর উচিত, তার দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হওয়া। কারণ, সে অধিকাংশ সময়ই শ্রোতাদের প্রশ্ন এবং বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এমনিভাবে তাকে ইসলামী মন-মানসিকতা ও বিবেকসম্পন্ন হতে হবে। কোনো জিনিস এবং কোনো ঘটনার প্রতি ইসলামের দৃষ্টিতে তাকাতে হবে। এবং ইসলামের মহান শিক্ষার আলোকে এর বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর জেনে রাখা উচিত যে, দৃঢ় ঈমান এবং আল্লাহর সাথে তার গভীর সম্পর্কের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা আন্দোলনের এটাই তার চলার উত্তম পাথেয়।

ইসলামী দাওয়াতের নীতি ও পদ্ধতি

ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই যে আদর্শের প্রতি মানুষকে ডাকা হচ্ছে তার উৎকর্ষতা ও মহত্বটাই যথেষ্ট নয়। প্রচারের ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি ও নীতির কারণেও কোনো কোনো সময় আদর্শ পরিত্যক্ত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط -(النحل : ١٢٥)

"হেকমত এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তুমি তোমার রবের পথে মানুষকে আহ্বান করো। আর অতি উত্তম পন্থায় লোকদের সাথে বিতর্ক করো।"–(সূরা আন নাহল ঃ ১২৫)

সৎ ও ন্যায়ের আদেশ সৎ পথেই দেয়া উচিত। অভদ্রতা, কঠোরতা, হুমকি-ধমকি এবং ভয়-ভীতির মাধ্যমে তা হওয়া উচিত নয়।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর কর্তব্য হলো, তিক্ত হলেও সত্যকে বলিষ্ঠভাবে পেশ করা। কিন্তু গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে তা পেশ করতে হবে। মানুষকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের ভালোবাসা লাভের মানসে কারো তোষামোদ করা অথবা মুনাফিকী করা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর উচিত নয়। তাহলেই মানুষ সত্যকে সহজে জানতে পারবে। তা ছাড়াও এ নীতি ও পদ্ধতি অর্থাৎ তোষামোদ ও মুনাফিকী ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। তার মর্যাদার সাথে এটা শোভনীয়ও নয়। তাই মহান আল্লাহ তোষামোদ সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেন ঃ

www.nagorikpathagar.org

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (القلم : ٩)

"এই লোকেরা চায়, তুমি কিছু গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলে তারাও কিছু গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে।"–(সূরা আল কালাম) অর্থাৎ তোষামোদের সাহায্যে দীন প্রচারে শিথিলতা প্রদর্শন করা।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর কর্তব্য হলো মানুষের মনের অবস্থা জেনে নেয়া। এজন্য মানুষের অন্তরে প্রবেশ করার চাবিকাঠিও তার কাছে থাকতে হবে। যাতে করে অন্তরের বন্ধ দুয়ার খুলে অন্তরের কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌছতে পারে। হঠাৎ করে তাদেরকে এমন কোনো বিষয় বলা উচিত নয়, যা শুনে তাদের অন্তর বিগড়ে যায়। সঠিক ব্যক্তি নির্ধারণ ও যাঁচাই-বাছাই করে, কোথা হতে কিভাবে দাওয়াত পেশ করতে হবে এ বিষয়ে অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মী যে বিষয়ে আলোচনা করবে তা পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। যাতে শ্রোতা আলোচনা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। আলোচ্য বিষয়ের উপস্থাপনা এমন সুন্দর ও সুশৃংখল হতে হবে শ্রোতা যেনো আলোচনা দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়। তার থেকে যেনো ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীকে তার দাওয়াত পেশ করার পদ্ধতির ব্যাপারে যুক্তি, অনুভূতি এবং আবেগের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় রাখতে হবে। তার বক্তব্য শুধুমাত্র নিরস যুক্তিভিত্তিক হওয়া উচিত নয়। আবার এমন আবেগময় ও অনুভূতিশীলও হওয়া উচিত নয়, যা গ্রহণযোগ্য যুক্তির ধার ধারে না।

মানব হৃদয়ে সর্বক্ষণ প্রভাব সৃষ্টিকারী শক্তিশালী নীতি ও পদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য জিনিস হচ্ছে, আকীদাগত পরিতৃপ্তি আদর্শিক তৃপ্তি। যার সূচনা হয় আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের দ্বারা। এবং ইহজগতে আমাদের মহান মিশনের সুস্পষ্ট বাস্তবতার দ্বারা, ইসলাম যে একটি জীবন বিধান তা প্রমাণের দ্বারা, ইসলামী জিন্দিগী শুরু করার লক্ষ্যে কাজ করার দ্বারা এবং ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা যে, প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য একথার বাস্তবতার দ্বারাই সেই আদর্শিক তৃপ্তির পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর কর্তব্য হলো, দাওয়াত পেশ করার নীতি ও পদ্ধতির ব্যাপারে এটা লক্ষ্য রাখা যে, তার শ্রোতাদের অন্তরে সর্বদাই যেনো এ শুভ আশার সঞ্চার হয় যে, ভবিষ্যত ইসলামের জন্যই অনুকূল। যাতে করে তাদের অন্তর থেকে হতাশা ও অকৃতকার্যতার যে কোনো প্রভাব দূরীভূত হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

আন্দোলনের কর্মী যখন একটু আঁচ করতে পারবে যে, লোকজন তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তখন তার উচিত দাওয়াতের নীতি ও পদ্ধতি পরিবর্তন করা। হতে পারে তার প্রতি মানুষের বিমুখতার জন্য দাওয়াতের ক্রটিযুক্ত পদ্ধতিই একমাত্র দায়ী।

আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বানকারীর আরো একটি কর্তব্য হলো, দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইল্‌ম ও আমলের মধ্যে মিল রাখা। শ্রোতাদের ভাগ্যে যেনো শুধুমাত্র মনের খোরাকটাই না থাকে। বরং সর্বদা আমল করার স্থায়ী প্রভাব যেন তাদের অন্তরে বদ্ধমূল থাকে।

সময়ের প্রতি খেয়াল রাখাও তার উচিত। শ্রোতাদেরকে যেনো দুঃখ ও বিরক্তিকর অবস্থার দিকে ঠেলে না দেয়া হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। আল্লাহই তাওফিক দেবার মালিক।

---

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী পরিবার প্রতিষ্ঠা

আত্মশুদ্ধি এবং দাওয়াতী কাজ ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর দু'টি মৌলিক কর্তব্য। এ দু'টি কর্তব্য পালনের সাথে সাথে তৃতীয় আরো একটি কর্তব্য রয়েছে, যার গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। একজন মুসলিম ব্যক্তি যেমন ইসলামী আকীদা ও আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে থাকে অর্থাৎ সঠিক ইসলামী আকীদা পোষণ করা একজন মুসলিমের জন্য যেমনি অপরিহার্য, ঠিক তেমনি ইসলামের সঠিক দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী এবং অনুসরণযোগ্য পথপ্রদর্শক ও নেতৃত্বের মূর্তপ্রতীক হিসেবে প্রস্তুতি গ্রহণ করাও অপরিহার্য। অতএব ইসলামের নেতৃত্ব প্রদানকারী ইসলামী পরিবার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের জন্য কতইনা বেশী প্রয়োজন। কেননা এমন পরিবারের ওপরই ইসলামী সমাজ গঠনের শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপিত হয়। অতএব সমাজ প্রতিষ্ঠা, তার ধ্বংস অধঃপতনের ক্ষেত্রে পরিবারের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাই পরিবার হলো, এমন কোল বা ক্ষেত্র যার মধ্যে প্রতিপালিত হয় নবাগত বংশধর। যেখানে অতিবাহিত হয় তার জীবন গঠন ও ভবিষ্যত প্রস্তুতির সময়। শিশু ব্যক্তিত্বের ওপর পরিবারের এক শক্তিশালী প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং এ প্রভাব গোটা জীবনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেছেন, "প্রতিটি সন্তান স্বভাব ও প্রকৃতি অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করার যোগ্যতার ওপর জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তার পিতা-মাতাই তাকে ইহুদী, খৃষ্টান এবং অগ্নিপূজকে পরিণত করে। ইসলামী পরিবার গঠনের আলোচনার জন্য দু' একটি প্রবন্ধ যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন এ সম্পর্কিত বই-পুস্তক ও গবেষণা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করা।

পসন্দ

আমরা যে মুসলিম ভাই ও বোনকে আত্মশুদ্ধি ও দাওয়াতী কাজের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি তাদের উভয়ের উচিত পরস্পরের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা এবং বৈবাহিক জীবনের অংশীদার হিসেবে অন্য কোনো বিকল্পে সন্তুষ্ট না হওয়া।

যাত্রালগ্ন থেকেই খোদাভীতির ওপর মুসলিম পরিবার প্রতিষ্ঠা করতে হলে মুসলিম ভাইকে এমন ধর্মপরায়ণা নারীকে পসন্দ ও বাছাই করা উচিত, যে তার ইহজগতের মিশনকে উপলব্ধি করতে পারে। তাহলেই ইসলামী আন্দোলনের পথে সেই নারী তার উত্তম সহযোগী হতে পারবে। সে তাকে সাহায্য করবে। কোনো কিছু ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দিবে। তাকে উৎসাহিত করবে। তার চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। অনুপস্থিতির কাল যত দীর্ঘই

www.nagorikpathagar.org

হোক না কেনো তার সংসার হেফাযত করবে। তার সন্তানগুলোকে ইসলামী শিক্ষায় গড়ে তুলবে। ঠিক এমনিভাবে একজন মুসলিম বোনের কর্তব্য হলো, একমাত্র ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী এমন ব্যক্তিকেই আপন স্বামীরূপে গ্রহণ করা, যে তার ব্যাপারে খোদাভীতির পরিচয় দিবে। আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের ব্যাপারে তাকে সাহায্য করবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে আমাদেরকে এ উপদেশ দিয়েছেন, চারটি কারণে নারীকে বিয়ে করা হয়। সম্পদের জন্য, বংশ মর্যাদার জন্য, সৌন্দর্য্যের জন্য, ধর্মের জন্য। তুমি নারীকে বিয়ে করার ব্যাপারে তার ধর্মীয় গুণাবলীকে অগ্রাধিকার দিও। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়ের অপসন্দ কোনো ব্যক্তির কাছে তাকে বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অভিভাবকের মতকে স্বীকার করে নেননি। এখান থেকে আমরা এ শিক্ষাই লাভ করতে পারি যে, সৎ স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারে মুসলিম নারীর বিরাট সুযোগ ও অধিকার রয়েছে।

ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলার আবশ্যকতা

বিয়ের প্রস্তাব, বিয়ের বন্ধন বিয়ের বাড়ীর সাজ-সজ্জা এবং বাসর শয্যা থেকে আরম্ভ করে ইসলামী পরিবার প্রতিষ্ঠার প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান ও ইসলামী সভ্যতা নেতৃত্ব করুক এটাই আমরা কামনা করি। আমরা দূরে থাকতে চাই এমন রীতিনীতি থেকে যা বিপর্যয় সৃষ্টি করে। আমরা দূরে থাকতে চাই এমন অন্ধ অনুকরণ থেকে যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা। যা বিবাহ বন্ধনের পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী। যা কখনো বিয়েকে পণ্ড করে দিতে পারে। আমরা কেন বিয়ের অনুষ্ঠান মসজিদে করতে পারি না। যেখানে রয়েছে সেই মুক্ত ও পবিত্র পরিবেশে। যেখানে নেই সমাজের প্রচলিত অশালীন রীতিনীতি ও দৃশ্য, যেখানে নেই শরীয়াত বিরোধী কোনো অপচয়। আজকের দিনে হয়ত কেউ কেউ এটা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু আমরা যদি এ মহান কর্মকে বারবার করতে থাকি তাহলে মসজিদে বিয়ের অনুষ্ঠান অচিরেই জনপ্রিয়তা লাভ করবে। যেমনিভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ইসলামী পোশাক। মসজিদের মধ্যে বিয়ের অনুষ্ঠানের ব্যাপারটা উত্তম আর নীচ এ দুয়ের দ্বন্দ্ব বৈ কিছু নয়। আমরা যদি ইসলামী সভ্যতা এবং উত্তম জিনিস-গুলোকে আঁকড়ে ধরি তাহলে আমাদের ইসলামী ব্যক্তিত্বের দ্বারা সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে।

বৈবাহিক জীবনের সুখ-শান্তি

দীনের ভিত্তিতে যখন হবু স্বামী-স্ত্রী পর্ব সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং ইসলামের সুমহান শিক্ষার আলোকে যাবতীয় পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে যাবে তখনই মনে

www.nagorikpathagar.org

করতে হবে যে, আমরা এমন একটা শক্তিশালী ভিত্তির ওপর ইসলামী পরিবার প্রতিষ্ঠার কাজ আরম্ভ করেছি যা জীবনে স্থিতিশীলতা এবং সত্যিকার সুখ নিশ্চিত করতে সক্ষম। আর এ সুখটুকু এমন অমূল্য জিনিস যা আজকের বহু পরিবারের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। সুখ অন্তর বহির্ভূত কোনো জিনিস নয়। এটা বাড়ী-গাড়ী, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আসবাবপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জিত হয় না। সুখ জিনিসটা অন্তরের ব্যাপার। আর তা সৃষ্টি হয় খোদাভীতির মাধ্যমে। খোদাভীতিই মানুষকে দান করে পারস্পরিক ভালোবাসা ও হৃদ্যতা। মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করছেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط ـ(الروم : ٢١)

"আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে এটাও একটা নিদর্শন যে তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা প্রশান্তি লাভ করতে পারো। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও হৃদ্যতা সৃষ্টি করেছেন।"–(সূরা আর রূম ঃ ২১)

বিবাহ একটি ইবাদাত

ইহজগতে আমাদের মিশন হলো আল্লাহর ইবাদাত করা। তাই আমাদের উচিত জীবনের প্রতিটি বিষয়কে আল্লাহর ইবাদাতে পরিণত করা। আর সে ইবাদাত এমন হওয়া চাই, যার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্যলাভ করা যায়। যার দ্বারা আল্লাহর কাছে তাঁর আনুগত্য করার ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করা যায়। অতএব পানাহার, খেলা-ধূলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-কর্ম, বিয়ে-শাদী, সন্তানাদির শিক্ষা-দীক্ষা এসবই আল্লাহর ইবাদাত এবং তাঁর নৈকট্যলাভের উপায়। যেসব কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে তার প্রতি আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত। তাই মুসলিম ভাই বোনের কর্তব্য হলো তাদের বিয়েকে ইবাদাতের দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা করা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াব কামনা করা।

এ কারণে উভয় পক্ষের জন্যই বিয়ে জ্ঞান-শিক্ষা, সভ্যতা অধিকার ও কর্তব্য জেনে রাখা অপরিহার্য। বৈবাহিক জীবনের কর্তব্য পালন এবং নৈতিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে উভয়কেই তীব্র আগ্রহী হতে হবে। তাদের বৈবাহিক জীবনের মাধ্যমে সৎকর্ম, খোদাভীতি এবং আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করবে। এ ব্যাপারে মহানবী (সা) ঘোষণা করেছেনঃ

رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ، وايقظ امراته ، فان ابت نضح فى

www.nagorikpathagar.org

وجهها الماء ، رحم الله امراة قامت من الليل فصلت ، وايقظت زوجها ، فان ابى ، نضحت فى وجهه الماء -(رواه ابو داود باسناد صحيح)

"সেই ব্যক্তির ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষণ করেন, যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নামায পড়ে এবং স্ত্রীকেও নামায পড়ার জন্য জাগায়। স্ত্রী যদি জাগতে না চায় তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। এমনিভাবে আল্লাহ সেই নারীর ওপর রহমত বর্ষণ করেন, যে নারী রাতে জাগ্রত হয়ে নামায পড়ে এবং স্বামীকেও নামাযের জন্য জাগায়, আর স্বামী জাগতে না চাইলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।"-(আবু দাউদ)

বিবাহ একটি পারস্পরিক বন্ধন ও বিশ্বাস

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক বন্ধন যখনই পূর্ণতা লাভ করবে তখনই সুখ এবং মানসিক প্রশান্তি অর্জিত হবে। তখন কোনো দুশ্চিন্তা ও কোনো প্রকার সন্দেহ থাকবে না। কোনো অশ্লীল বাক্য কিংবা কোনো মিথ্যাচারিতার অবকাশ থাকবে না। আর এ ধরনের সুখ ও শান্তি অর্জিত হতে পারে একমাত্র খোদাভীতির ছায়াতলে। এবং আল্লাহকে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে হাজির-নাযির জানার মাধ্যমে। এ রকম গুণ বিশিষ্ট হলেই স্বামী তার জীবনে শান্তি ও নিশ্চয়তার সন্ধান খুঁজে পেতে পারে। আর তখনই স্বামী তার স্ত্রীর ব্যাপারে এতটুকু বিশ্বাস রাখতে পারে যে, তার স্ত্রীর দেহ, মন ও ভালোবাসা সবকিছুই তার জন্য উৎসর্গিত। তার অনুপস্থিতি যতই দীর্ঘ হোক না কেন স্ত্রী তার সবকিছুরই যত্ন নিচ্ছে এবং তার সম্পদ ও সম্ভ্রমের হেফাজত করছে। এমনিভাবে স্ত্রীও এতটুকুও বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করতে পারে যে, স্বামীর সবকিছুই তার জন্য। আর এ দৃঢ় আস্থার ছত্রছায়ায় তারা উভয়েই মানুষ ও জ্বীন শয়তানদের জন্য শান্তি বিঘ্নিত করার সকল পথ বন্ধ করতে সক্ষম হতে পারে।

বৈবাহিক জীবন পুরুষ পরিচালিত একটি কোম্পানী

বৈবাহিক জীবনের সুখ-শান্তি এবং স্থিতিশীলতার একটি অন্যতম অবলম্বন হলো পারস্পরিক অংশীদারিত্ব পরামর্শ এবং পাস্পরিক সহযোগিতার ওপর এর ভিত্তি রচিত হওয়া। এ কোম্পানীর প্রধান দায়িত্বশীল ব্যক্তি হলো স্বামী। সে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক এবং এখানে তার নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব রয়েছে। এ নীতির মধ্যে যে কোনো ব্যতিক্রম বৈবাহিক জীবনের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করবে। এখানে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বাণী হলো ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط

www.nagorikpathagar.org

"নারীদের জন্যও সঠিকভাবে এমন অধিকার নির্দিষ্ট রয়েছে যেমন তাদের ওপর রয়েছে পুরুষের অধিকার।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮)

اَلرِّجَالُ قَوَّمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط -(النساء : ٣٤)

"পুরুষ স্ত্রীলোকের পরিচালক এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের মধ্যে একজনকে অপরজনের ওপর মর্যাদাদান করেছেন। আর এটা এজন্য যে, পুরুষেরা তাদের ধন-সম্পদ (স্ত্রীদের জন্য) ব্যয় করে।"-(নিসা ঃ ৩৪)

তাই সাংসারিক ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা সহ অনেক দায়-দায়িত্বের অংশীদার হিসেবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে ইসলামের মহান শিক্ষার সীমারেখায় সম্পন্ন হতে হবে। এমতাবস্থায় সংসারে অপচয় হবে না, কৃপণতা থাকবে না। ফলে সংসারে বিরাজ করবে আত্মতৃপ্তি, সন্তুষ্টি এবং বিশ্বাসের পরিবেশ। কেননা এ পরিবেশে সংসারের প্রতিটি মানুষ মনে করে যে, এ পৃথিবী শান্তি নিকেতন নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংসার জীবনে দেখা গেছে যে, মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়েছে অথচ তাঁর ঘরের চুলাতে আগুন জ্বলেনি।

বিবাহ একটি আমানত একটি দায়িত্ব

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আপন আপন আমানত ও দায়িত্বকে উপলব্ধি করতে হলে এটা অবশ্যই জানতে হবে যে, তোমাদের (স্বামী-স্ত্রী) প্রত্যেকেই যার যার ময়দানে এক একজন রাখাল বা রক্ষক। আর প্রত্যেক রাখালকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। তাই মহান আল্লাহ্ তাআলা যাকে যে বিষয়ে দায়িত্ব দিয়েছেন তাকে সে বিষয়ে খোদাভীতির পরিচয় দিতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ -

"হে ঈমানদার ব্যক্তিরা ! তোমরা নিজেদেরকে, স্বীয় পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানী হবে মানুষ এবং পাথর।"
-(সূরা আত তাহরীম ঃ ৬)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে আপন পরিবারের জন্য সর্বোত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে আপন পরিবারের জন্য সর্বোত্তম। হাদীসের ভাষায় ঃ

www.nagorikpathagar.org

خـيركم خيركم لاهلـه وانا خـيركم لاهلـى -

কোনো জিনিসের তদারকি বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমরা সঠিক মাপকাঠি বা পরিমাপক আশা করে থাকি। পরিবারের কোনো একটি লোক যখন শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। পক্ষান্তরে যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর হক আদায় করার ব্যাপারে শৈথিল্য দেখায় কিংবা ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের পরিপন্থী কোনো কাজ করে তখন এ গুরুত্বটা দেয়া হয় না। অথচ চিকিৎসার জন্য প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয় বিষয়টির গুরুত্ব অনেক বেশী হওয়া উচিত।

ইসলামী পরিবার একটি মিশন বিশেষ

একজন মুসলিম ব্যক্তি আকীদা, ইবাদাত এবং চাল-চলনের দিক থেকে ইসলামের একটি সঠিক ও জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হিসেবে প্রতীয়মান হোক এটাই আমরা আশা করি। তদ্রূপ আমরা আশা করি একটি মুসলিম পরিবারে ইসলামের মহান শিক্ষা ও আদর্শের সঠিক ও সূক্ষ্ম বাস্তবায়ণ ঘটুক। আমরা মুসলিম স্বামীর কাছ থেকে ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোই যেনো সে তার পরিবারে কার্যকরি করে সে প্রত্যাশাই করি। আর একজন মুসলিম পিতার কাছে আমরা চাই তিনি যেনো তাঁর সন্তানদেরকে ইসলামী জ্ঞান ও সভ্যতা শিক্ষা দেন। তাদেরকে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেন। পিতা যেনো তাদের জীবনের সব ক্ষেত্রেই অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। যে মুসলিম স্ত্রী তাঁর সংসারকে স্বামীর জন্য একটি বাগান হিসেবে গড়ে তুলবে, তার কাছে আমাদের প্রত্যাশা, স্বামীর দুঃখ-দুর্দশায় সে যেনো এমন আশ্রয়স্থল হয়, যেখানে স্বামী মনের প্রশান্তি খুঁজে পেতে পারে এবং আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে সে যেনো স্বামীর সহযোগিনী হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যে স্ত্রী আপন স্বামী সকাল বেলা ঘর থেকে বের হবার সময় বলে, আমাদের ভরণ-পোষণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন, আর উত্তম হালাল ছাড়া আমাদেরকে খেতে দিবেন না, এমন স্ত্রীর কথা কতইনা চমৎকার।

আমরা মুসলিম পরিবারে এমন মায়ের অস্তিত্ব কামনা করি। যিনি আপন সন্তানদেরকে ইসলামী আদর্শের ওপর প্রতিপালন করবেন। কেননা তিনি আচার আচরণের ক্ষেত্রে সন্তানের সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ। আর এটাই হলো একটি নারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য। মানবতার শত্রুরা নারীর এ মহান দায়িত্ব থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য তাঁকে ভিন্নমুখী করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এর দ্বারা সমাজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করাই তাদের উদ্দেশ্য।

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম পরিবারে আমরা এমন মুসলিম পুত্র ও মুসলীমা কন্যার অস্তিত্ব কামনা করি যারা তাদের মহান রবের ইবাদাত করবে। যারা আপন মাতা-পিতাকে শ্রদ্ধা করবে। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ইসলামী আচরণ করবে, যাদের কাছ থেকে এমন কোনো কথা ও কাজ প্রকাশ পাবে না যা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী।

আমরা এমন মুসলিম পরিবারই কামনা করি যার দ্বারা আত্মীয়তার বন্ধন সমুন্নত থাকে। যে নিকটাত্মীয়দের প্রতি খেয়াল রাখে এবং তাদের প্রাপ্য ও অধিকার আদায় করে। আমরা মুসলিম পরিবারে ইসলামের মহান চিত্র দেখতে চাই খাদেমের সাথে মনিবের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে ইসলাম যে রীতিনীতি অঙ্কন করে দিয়েছে তা দেখতে চাই। যাতে বলা হয়েছে, পরিবারের লোকজন যা খাবে তাদেরকে তা খাওয়াবে যা নিজেরা পরিধান করবে তা চাকর-বাকরকে পরিধান করতে দিবে। চাকরের কর্মক্ষমতার অধিক কোনো কাজ দিবে না। আর দিলে তার সহযোগিতা করবে।

মুসলিম পরিবারের কাছ থেকে সেই অন্যান্য সুন্দর চরিত্র আশা করি, প্রতিবেশীর সাথে সৎ ও সুন্দর আচরণ করার জন্য ইসলাম যে চিত্র অংকন করেছে এবং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশ অনুযায়ী তার অধিকার আদায়ের জন্য যে চিত্র অংকন করেছে।

আমরা এমন মুসলিম পরিবারের অস্তিত্ব কামনা করি যেখানে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ তথা হালাল খাদ্য ও পানীয় উন্নত চরিত্র এবং ইসলামী চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে মানুষের সামনে উপস্থাপিত হতে পারে। স্বভাব-চরিত্রে, হর্ষ-বিষাদে, মূর্খতার ছাপ থেকে এবং খোদাদ্রোহীদের কাছ থেকে আমদানীকৃত রীতিনীতি ও অন্ধ অনুকরণ থেকে যেন উক্ত পরিবার সম্পূর্ণ দূরে থাকে। যে ব্যক্তি ইসলামী আন্দোলনের পথ অবলম্বন করেছে, তার পরিবারে যেসব সদস্য রয়েছে তাদের জন্য ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এ ব্যাপারে পারিবারিক জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই কোনো প্রকার গাফিলতি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, যে ব্যক্তি আপন পরিবারের ওপর কর্তৃত্ব করতে সক্ষম নয়, সে অন্যের ব্যাপারে তো আরো বেশী অসহায়।

মুসলিম পরিবার আলো বিকিরণের একটি কেন্দ্র

এক মুসলিম ব্যক্তির মতই একটি মুসলিম পরিবারের কর্তব্য হলো তার চারপাশে সহ অবস্থানকারী লোকজন ও পরিবারের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করা। ধৈর্য, অধ্যবসায়, হিকমত এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি উদার আহ্বানের দায়িত্ব পালন করা। এক মুসলিম মহিলা ইসলামী

www.nagorikpathagar.org

দাওয়াতের দ্বারা তার প্রতিবেশী মহিলার অন্তরে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সক্ষম। গীবত ও অর্থহীন কথার দ্বারা প্রভাবিত বৈঠককে একটা শিক্ষা ও ধর্মীয় আলোচনার বৈঠকে পরিণত করতে সক্ষম।

ইসলামী আন্দোলন এমন মুসলিম ভগ্নির তীব্র প্রয়োজনীতা অনুভব করছে যে তারই মতো মেয়েদের মধ্যে ইসলামী দাওয়াতের কাজ করবে। ইসলামের শত্রুরা নারী সমাজকে সামাজিক বিপর্যয় ও অধঃপতনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে। আমরা চাই সেই নারী সমাজকে সমাজ সংস্কার ও গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করতে।

এমনিভাবে মুসলিম পরিবারকে আমরা দেখতে চাই, এমন একটা আলোকজ্জ্বল স্তম্ভের মতো, যা তার চারপাশের অসংখ্য দিশেহারা মানুষকে পথের দিশা দিবে। চারপাশের অন্ধকারকে দূরীভূত করবে। চলার পথকে আলোকময় করে তুলবে। এ ধরনের মুসলিম পরিবার বৃদ্ধির সাথে সাথে আলো বিকিরণের কেন্দ্রগুলোর সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। সম্প্রীতি সহযোগিতা আরো দৃঢ় হবে, যার ফলে এসব পরিবার সমাজের নেতৃত্ব করতে পারবে। আর তখনই ইসলামী ব্যক্তিত্বের পক্ষে আপন প্রভাব ও প্রতিপত্তি সমাজে বিস্তার করা সম্ভব হবে। শ্রেষ্ঠত্বের বৃদ্ধি ঘটবে আর পাপ-পঙ্কিলতা দূরীভূত হবে, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য তখন নিরাপদ পবিত্র এবং স্থিতিশীল ভিত্তি স্থাপিত হবে।

তাই প্রত্যেক মুসলিম পরিবার প্রতিষ্ঠার তীব্র আকাজ্ক্ষা রাখতে হবে এবং এ কাজে দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে। আর এটাই হলো ইসলামী আন্দোলনের পথে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাই সবাই আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করো। ইসলামকে মানুষের কাছে সহজভাবে উপস্থাপন করো। ইসলামকে কঠিন করে রেখো না। তাওফীকদানের একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

www.nagorikpathagar.org

যে বাধা তোমাকে আন্দোলন থেকে বিচ্যুত করতে পারে না

ইসলামী আন্দোলন বর্তমানে যে পর্যায় অতিক্রম করছে তার ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা কিছুটা অবগত হয়েছি। বর্তমান পর্যায়ের জন্য কোন ধরনের চেষ্টা-সাধনা ও কর্মতৎপরতার প্রয়োজন রয়েছে তাও জানতে পেরেছি। তাই এমন ঈমানদার বংশধর তৈরি করা আমাদের প্রয়োজন যা ইসলামী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম, বর্তমান বিকৃত অবস্থাকে পরিবর্তন করার শক্তিতে বলিয়ান, আল্লাহর শরীয়াত কায়েম করার ক্ষমতা রাখে। তাই আজকের প্রধান দাবী হলো এমন শক্তিশালী ও নিরাপদ ঘাঁটি ও ভিত্তি রচনা করা যার ওপর ইসলামী সমাজের সুবৃহৎ অট্টালিকা স্থির ও অবিচল থাকতে পারে। সর্ব প্রকার কম্পন ও চাপ থেকে প্রাসাদকে রক্ষা করতে পারে। আত্মশুদ্ধি, মুসলিম পরিবার প্রতিষ্ঠা, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও মুসলিম পরিবার বৃদ্ধির জন্য অন্যকে আল্লাহর পথে দাওয়াতদানের মাধ্যমে এবং এ পথে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমেই এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। এ ধরনের গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ও পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের মাধ্যমে ইসলামী সমাজের সুবৃহৎ অট্টালিকার মযবুত, শক্তিশালী ভিত্তি রচিত হতে পারে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে এমন কতিপয় প্রতিবন্ধক রয়েছে যা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীকে তার এ মহান কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বদাই ক্রিয়াশীল থাকে। এর উদ্দেশ্য হলো, তার চেষ্টা সাধনা, শক্তি-সামর্থ যেনো কোনো গৌণ কিংবা আংশিক সমস্যায় অথবা কোনো আনুসঙ্গিক বিষয়ের বিরোধিতায় ব্যয় হয়।

এমনিভাবে সদিচ্ছা কিংবা প্রজ্ঞাহীনতার ছত্রছায়ায় চেষ্টা-সাধনার মধ্যে বিভক্তি এসে যায় আর ঐক্য দূরীভূত হয়। দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা দেখা দেয় ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। এর ইসলামী কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হয়। এমনকি কোনো কোনো সময় কর্মতৎপরতা একদম বন্ধ হয়ে যায়। এর জন্য দায়ী হলো আজকের মুসলিম যুবকদের আত্মগর্ব (অনাকাঙ্ক্ষিত), সাহসিকতাসহ তাদের স্বল্প যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা। আর এসব বিষয়গুলোই হলো ইসলামের পথে সকল প্রতিবন্ধকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী ক্রিয়াশীল।

মূল সমস্যা ও প্রাসংগিক সমস্যাবলী

গোটা বিশ্বের মুসলমানদের একটি মূল সমস্যা রয়েছে। আর তাহলো ইসলাম এবং সঠিক ইসলামের প্রতি সকল মুসলমানের প্রত্যাবর্তন। তথা

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর বিধান কায়েম করা এবং আল্লাহর যমীনে তার দীনকে শক্তিশালী করা। ইসলামী বিশ্বের এমন কিছু গৌণ সমস্যাবলী রয়েছে যার সমাধান প্রয়োজন। কিন্তু এসব সমস্যা দাঁড় করিয়েছে আমাদের ভিতর বাহিরের শত্রুরা। এসব গৌণ সমস্যাগুলোকে আমরা যদি অত্যধিক গুরুত্ব ও প্রধান্য দিয়ে ফেলি এবং আমাদের সম্ভাব্য চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে সব শক্তি ও সামর্থ এখনই ব্যয় করে ফেলি, তাহলে মূল সমস্যার পূর্ণ সমাধান কোনো দিনই সম্ভব হবে না। এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়ের দাবী অনুযায়ী যে প্রধান কর্তব্য পালন করা উচিত তা থেকে আমাদের দৃষ্টি অন্যদিক সরে যাবে। আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়ের দাবী হলো, পারস্পরিক সহযোগিতা ও যোগাযোগে বিশ্বাসী ঈমানদার বংশধরকে নিয়ে ইসলামী সমাজ কায়েমের শক্তিশালী ভিত্তি রচনা করা। তাই এ ক্ষেত্রে আন্দোলনের দাবী হলো সমস্যাবলীর জন্য কিছু শ্রম ও সময় ব্যয় করা গৌণ কিন্তু এ গৌণ সমস্যাবলী আমাদের মূল কর্তব্য থেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে রাখবে, এমনটা হতে দেয়া উচিত নয়। বরং সামগ্রিক ও প্রধান সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কেননা মূল সমস্যার সমাধান হলে প্রাসংগিক সমস্যাগুলোর সমাধান এমনিতেই হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

একটা বিষয়ের প্রতি সম্ভবত খুবই গুরুত্বের সাথে দৃষ্টি দেয়া উচিত। তাহলো ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা যেহেতু আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে সেহেতু রাষ্ট্র কায়েমের আগেই রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের কোনো একটি দিক নিজেদের জন্য সংরক্ষিত রাখা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহর হুকুমে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে দায়িত্ব বন্টনের কাজ তার ওপরই ন্যস্ত থাকবে।

আরো একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তাহলো এই যে, যে কাজ সামষ্টিক, সুশৃংখল মজলিসে শুরা কর্তৃক সমর্থিত ও শরীয়াত সম্মত সে কাজ বিশৃংখল ব্যক্তিগত কাজের চেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য, অবশ্য করণীয় এবং পূর্ণতার দাবী রাখে। আবেগ উত্তেজনা এবং অদূরদর্শী চিন্তা দ্বারা পরিচালিত যাবতীয় কাজের চেয়ে সামষ্টিক কাজ বেশী ফলপ্রসূ।

খুঁটিনাটি বিষয়ে মতভেদ

ইসলামী আন্দোলনের পথে আরো একটি প্রতিবন্ধক হলো, কিছু সংখ্যক লোক ইসলামের খুঁটিনাটি কিংবা সামান্য বিষয়কে বিরাট সমস্যা হিসেবে দাঁড় করিয়ে একটা মতানৈক্যের সৃষ্টি করে। এর ফলে তাদের শ্রম, সাধনা, শক্তি, সময় ও আগ্রহ এ সামান্য কাজেই ব্যয় হয়ে যায়। এ সুযোগে শয়তান অন্তরে প্রবেশ করে এবং অন্তরকে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এরপরই

www.nagorikpathagar.org

অন্তরকে আন্দোলনের পথে দায়িত্ব পালন এবং এর দাবী পূরণে সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। তখন বই-পুস্তকের পৃষ্ঠায় ও সভা-সমিতিতে ঝগড়া ও বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। এভাবেই নিজেদের ও অন্যদের প্রতি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা থেকে দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়া হয়। এমতাবস্থায় কেউ যদি ধর্ম সম্পর্কে জানতে চায়, তাহলে ধর্মীয় ব্যাপারে তার কাছে যেসব তর্ক-বিতর্ক সমালোচনা ও মতভেদ প্রতীয়মান হয়, তা তার মনকে খারাপ করে দেয়। যার ফলে সে ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে দূরে চলে যায়।

কাজ ও পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করার ক্ষেত্রে নির্ভুল ও সুন্দর নীতি হলো, যে বিষয়ে আমাদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে সে বিষয়ে আমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করবো। আর যে বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে, সে বিষয়ে নিজেদের অপারগতার কথা বলবো। কেননা খুঁটিনাটি বিষয়গুলোতেই মতপার্থক্য বেশী দেখা যায়। অথচ ইসলামে এর গুরুত্ব খুবই কম।

এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় নীতি হলো, যে জিনিস কোনো কাজের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত নয়, তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে সময় নষ্ট করার অনুমতি ইসলাম দেয়নি।

তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হলো নিজেকে মুজতাহীদের স্থানে বসানো। কোনো বিষয়ে সে যদি কুরআন ও হাদীসের কোনো উক্তি জানতে পারে, তাহলে নিজের সিমীত জ্ঞান দিয়ে তা থেকে বিধি-বিধান বের করার অধিকার নিজেকেই প্রদান করে। এ বিষয়ে সে অন্য কোনো উক্তিই গ্রহণ করতে চায় না। এমনকি তার গৃহিত মতকে গ্রহণ করার জন্য মানুষকে আহ্বান জানায়। আর এমন কিছু লোককে তার মতের পক্ষে জড়ো করে যাদের কাছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান ও বিবেচনার শক্তি আদৌ নেই। এর উদ্দেশ হলো, তারা যেনো বিষয়টির ভুল বর্ণনায় তাকে সহযোগিতা করতে পারে।

এ ব্যাপারটি কারো কারো মনে এ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। তখন সে মনে করে যে কিছু বই-পুস্তক পড়ে সে বেশ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এখন সে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানী লোকদের সাথে বিতর্ক করতে সক্ষম। তাঁদের যুক্তি খণ্ডন করতে এবং ভুল প্রমাণ করতেও সক্ষম। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো, ব্যক্তি মনে করে সে অনেক কিছুই শিখেছে, আসলে সে মূর্খ। আর এভাবে যে ব্যক্তি নিজেকে বেশী মর্যাদাবান মনে করে, তাকে যেনো আল্লাহ্ রহমত ও হেদায়াত দান করেন।

www.nagorikpathagar.org

অভিজ্ঞতার আলোকে একথাই বলতে হচ্ছে, যে উপরোক্ত অবস্থায় ইসলামী আন্দোলন ও সংগ্রামের ব্যাপারে আমরা মোটেই উদ্বিগ্ন নই। কারণ, আল্লাহ্ই তাঁর দীনের আন্দোলনকে দেখবেন এবং হেফাযত করবেন। কিন্তু আমরা শুধু উদ্বিগ্ন হচ্ছি দিক ভ্রান্ত লোকগুলোর ব্যাপারে। কেননা তারা সঠিক পথ চিনতে ভুল করছে এবং কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ইসলামী আন্দোলন তার স্বীয় পবিত্রতা ও দৃঢ়তার মাধ্যমে আমাদের একথাই শিক্ষা দিয়েছে যে, যার মধ্যে কল্যাণ নিহিত আছে আল্লাহ্ তাকে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করবেন। আর যার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই আন্দোলনকে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন।

সমাজের দূরাবস্থা

ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে আরো একটি অসুবিধা হলো, আমাদের সমাজের বর্তমান দূরবস্থা, চারিত্রিক মানের অবক্ষয় এবং ইসলাম ও তার শিক্ষা থেকে সমাজের দূরত্ব। এ দূরবস্থা সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে কোনো কোনো লোককে একদম হতাশ করে দিচ্ছে এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্তব্য পালন থেকে বিরত রাখছে। এমনকি কোনো কোনো লোক ফেতনার ভয়ে লোকালয় ছেড়ে চলে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনাও করছে। অথচ এ নীতি অবলম্বন করা নিতান্তই ভুল। কেননা আমরা যাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি তারা বিভোর নিদ্রায় অচেতন। আগুন তাদের অতি সন্নিকটে। অথচ তারা এটা অনুভব করতে পারছে না, তারা কত মারাত্মক ও বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন। যত গভীর নিদ্রাই হোক না কেন এমতাবস্থায় তাদেরকে না জাগিয়ে তাদেরকে ছেড়ে চলে যাওয়া আমাদের জন্য মোটেই ঠিক নয়। অবস্থা এমনও হতে পারে যে, তুমি যে মুহূর্তে কোনো ব্যক্তিকে অগ্নি থেকে বাঁচানোর জন্য ঘুম থেকে জাগ্রত করছো ঠিক সেই মুহূর্তে তার ঘুমকে আরো বেশী উপভোগ করার জন্য তোমার হাত ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে—এটা অগ্নিদগ্ধ হওয়ার জন্য তাকে ফেলে আসার পক্ষে তোমার যুক্তি হতে পারে না। বরং এ ব্যাপারে তুমি ধৈর্য ধরবে। তার দেয়া দুঃখ তুমি সইবে এবং তাকে ঘুম থেকে জাগাবার জন্য তোমার সাধ্যমত চেষ্টা করবে।

যেমনিভাবে একজন ডাক্তার রোগীর অবস্থা যতই খারাপ হোকনা কেনো ধৈর্য সহকারে হতাশ না হয়ে তার চিকিৎসা অব্যাহত রাখে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ একমাত্র শেফাদানকারী রোগীর শেফাদানে একমাত্র তিনিই সর্বশক্তির অধিকারী ঠিক তেমনিভাবে ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মী অন্যকে দাওয়াতদানের ক্ষেত্রে অন্যের অবস্থা যতই খারাপ হোক না কেনো,

www.nagorikpathagar.org

তার দাওয়াত যতই প্রত্যাখ্যান করুক না কেন, তার প্রতি যতই খারাপ ব্যবহার করুক না কেন, সে ধৈর্যধারণ করেই যাবে। এতে হতাশ হওয়ার কিছুই নেই। সাথে সাথে এ দৃঢ়বিশ্বাস সে রাখবে যে, একমাত্র আল্লাহই হেদায়াতদানকারী। আমরা শুধু চেষ্টা করে যাবো এবং আমাদের কর্তব্য পালন করে যাব।

তারপর ফেতনার ভয়ে আন্দোলনের কাজ থেকে সরে থাকা নেতিবাচক কাজ বৈ কিছু নয়। এটা মোটেই ঠিক নয়। ডাক্তার কি কোনোদিন রোগ সংক্রমণের ভয়ে রোগীর চিকিৎসা করতে অস্বীকৃতি জানায়? যদি সব ডাক্তারই এ ভূমিকা পালন করতো, তাহলে রোগ সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়তো। এমনকি ডাক্তার নিজেও রোগীদের সাথে মৃতুবরণ করতো। এমনিভাবে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা যদি অন্যকে দাওয়াতদানের কাজ বন্ধ করে দেয়, তাহলে ফেতনা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। তাদের ঘরগুলো ভেঙ্গে-চুরে তাদের ওপরই নিপতিত হবে। এ ফেতনা ভালো-মন্দ সবকিছুই ধ্বংস করে ফেলবে। পরিশেষে আমরা সবাই এর চেয়েও মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবো। এমতাবস্থায় আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। ভুলে গেলেও যেসব ভাই আমাদেরকে স্মরণ করে এবং সহযোগিতা করে তাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ ও সম্পর্ক মযবুত রাখতে হবে। আর এটা সবসময়ই মনে রাখতে হবে যে, দল থেকে ছিটকে পড়া মেষই বাঘের শিকারে পরিণত হয়। আমাদের সবাইকে এ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে, যে মহাসত্য আমাদের কাছে রয়েছে তা বাতিলকে এক দিন না একদিন নিশ্চিহ্ন করে দিবেই তা যতই বিস্তার লাভ করুক না কেনো।

বিজয়ের ব্যাপারে হতাশা

স্থূল ও ভাসা ভাসা দৃষ্টিসম্পন্ন এমন কিছু লোক সমাজে রয়েছে যারা মুসলমানদের দুর্বলতা, পশ্চাৎমুখিতা, মতানৈক্য ও বিচ্ছিন্নতাকেই শুধু দেখতে পায়। আর ইসলাম বিরোধীদের প্রতি তাকিয়ে দেখতে পায় যে, তাদের কাছে রয়েছে শক্তি, অগ্রগতি। পারস্পরিক মতভেদ থাকা সত্ত্বেও ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে রয়েছে ঐকমত্য। তারা আরো দেখতে পায় যে, ইসলাম বিরোধীরা ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে সব ধরনের যুদ্ধ ও ধ্বংসজজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী বিশ্বের দেহ থেকে অসংখ্য টুকরা কেটে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মুসলমানদের পক্ষ থেকে শুধু মাত্র ঘোষণা, বিবৃতি ও দুঃখ প্রকাশ ছাড়া এর কোনো প্রতিকার ও প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে কী করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছবে। তারাতো

www.nagorikpathagar.org

এক কল্পনার জগতে বসবাস করছে। তাদের সাথে কল্পনার জগতে আমাদের বসবাস মোটেই ঠিক নয়। তাদের মত আমরাও মরিচিকার পিছনে দৌড়াতে পারবো না। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা কতিপয় লোককে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ ধারণা তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মতৎপরতা থেকে বিরত রাখছে। এ ধারণা নিতান্তই ভুল। এর উৎপত্তি ও সূচনা এমন অন্তর থেকেই হয়, যে অন্তর আত্মঘাতী পরাজয়ের গ্লানিতে ভারাক্রান্ত। এ ধরনের লোকেরা কোনো দিন ইসলামের সেই সম্মান ও শক্তি অনুধাবন করতে পারে না, যা মানুষের হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দেয়।

যে ব্যক্তি সব ব্যাপারেই কেবলমাত্র বস্তুগত মাপকাঠিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে সে ব্যক্তিই উপরোক্ত ধারণা পোষণ করতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তারা যেমনটি ভাবছে তেমন নয়। এ ক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয় যা তাহলো— হক ও বাতিলের মধ্যে সংঘর্ষ। আর বিবেকের দাবী হলো সত্যের অনুসরণ করা। কেননা বাতিল একদিন না একদিন নিশ্চিহ্ন হবেই।

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ط (الانبياء : ١٨)

"বরং আমরা তো বাতিলের ওপর সত্যের আঘাত হেনে থাকি। যা বাতিলের মাথা চূর্ণ করে দেয় এবং তা দেখতে দেখতেই বিলীন হয়ে যায়।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১৮)

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ط فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ج وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ط -(الرعد : ١٧)

"এভাবেই আল্লাহ হক ও বাতিলের ব্যাপারকে স্পষ্ট করে তোলেন। যা ফেনা তা উড়ে চলে যায় আর যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা যমীনে স্থিতিশীল হয়।"–(সূরা আর রাদ ঃ ১৭)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাথে মুষ্টিমেয় মুসলমান আল আরকাম বিন আবিল আরকামের বাড়ীতে যখন অবস্থান করছিলেন, তখন কুরাইশ, পারস্য, রোম এবং ইহুদীদের বড় বড় নেতাদের দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত ছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে যারা সবকিছু বস্তুগত মাপকাঠিতে বিচার করে তারা অবশ্যই বলবে, এ অল্পসংখ্যক দুর্বল লোকের দল বিরাট উদ্ধত বাতিলের মুকাবেলা কিভাবে করবে। আর এ সংকটময় মুহূর্তে রাসূলুল্লাহই বা কিভাবে মুসলমানদের এ সুখবর দিতে পারেন, আল্লাহ তাআলা এমন পরিবেশ অবশ্যই দান করবেন যে, একজন পথিক 'সানআ' থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত এমন

www.nagorikpathagar.org

নিরাপদে চলে যাবে যে, সে একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। আর একজন মেষ পালক (আল্লাহর পর) বাঘ ছাড়া মেষের জন্য অন্য কোনো জিনিসের ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা বিজয়ের ব্যাপারে খুবই তাড়াহুড়া করছো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো। সত্যের হয়েছিলো বিজয় আর বাতিলের হয়েছিলো ধ্বংস। সাহায্য ও বিজয় আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহর অসংখ্য সৈন্য রয়েছে সাহায্য করার জন্য। আল্লাহর সাহায্য ইসলামী আন্দোলনের পথে আলোকবর্তীকা স্বরূপ আর বাতিলের জন্য হলো অন্ধকার। তাহলে বাতিল শক্তি কিভাবে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিবে ? অথচ আল্লাহ বলছেন ঃ

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِـهِمْ ط وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ

وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○(الصف : ٨-٩)

"এসব লোকেরা নিজেদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। আর আল্লাহর ইচ্ছা তিনি তার নূরকে সম্পূর্ণরূপে বিস্তারিত ও প্রসারিত করবেনই, কাফেরদের পক্ষে তা যতই অসহনীয় হোক না কেনো। তিনিই তো তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন। যেনো তাকে সব দীনের ওপর বিজয়ী করে দেন ; তা মুশরিকদের পক্ষে যতই অসহনীয় হোক না কেনো।"–(সূরা আস সফ ঃ ৮-৯)

এ দীনের জন্য ভবিষ্যত সুপ্রসন্ন। ইনশআল্লাহ যুগ তার অনুকূলেই থাকবে। আমাদের দীন হলো স্বভাব ধর্ম। অচিরেই মানবতা এ দীনকে বরণ করে নিবে। কেননা এতেই নিহিত আছে মানবতার সুখ ও শান্তি। বিশেষ করে মানব রচিত তন্ত্রমন্ত্র এবং ইসলাম ছাড়া অন্যান্য মতবাদগুলো মানুষের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের অপারগতার কথা ঘোষণা করছে। প্রতিনিয়ত তাদের ব্যর্থতার প্রমাণ দিচ্ছে। মানুষের শান্তি এতদিন পর্যন্ত যে সভ্যতার ওপর দণ্ডায়মান ছিলো তা নিঃশেষ হতে চলছে। ঠিক সময়ই আমরা ইসলামের একটা নবজাগরণ দেখতে পাচ্ছি এবং নতুন বংশধরদের মাঝে তার এমন একটা দীপ্ত আভা পরিলক্ষিত হচ্ছে যা কল্যাণ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সুসংবাদ দান করছে।

আন্দোলনের পথে সংশয়

বিভিন্ন কারণে আন্দোলনের পথে সংশয় থাকতে পারে। এতে অবাক হবার কিছুই নেই। এ সংশয় সৃষ্টি করা হয় এজন্য যেনো আন্দোলনের পথ-ঘাট

www.nagorikpathagar.org

অস্পষ্ট থেকে যায়। আর যারা আন্দোলনের পথ গ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যেনো এর সঠিক পরিচয় না পেয়ে বিমুখ হয়ে যায়। তখনই আন্দোলনের প্রতি বিভিন্ন অপবাদ দেয়া শুরু হয়। তার বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে নানা প্রকার হুকুম জারী করা হয়। এর ফলে তুমি এমন কিছু লোক দেখতে পাবে, যারা বলছে ইসলামী আন্দোলনের ধারক বাহকেরা ক্ষমতা ও দুনিয়া অর্জনের জন্য চেষ্টা করছে। এর বিপরীতে আবার কেউ বলছে তারা শুধু ওয়াজ-নসীহত আর উপদেশকে যথেষ্ট মনে করছে। শাসন ক্ষমতার ব্যাপারে তাদের কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই। আবার কেউ এমনও বলছে, তারা সন্ত্রাসবাদী, রক্তপাতের প্রতি তারা ঝুঁকে পড়েছে। কেউ কেউ এর বিপরীত কথাও বলছে। তারা বলছে, তারা ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত এবং ভীত। তারা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে। তারা হতাশাগ্রস্ত। তারা শাসকের দালালী করছে। কেউ কেউ একথাও বলছে, তারা আন্দোলনের পথ থেকে দূরে সরে গিয়েছে এবং আন্দোলনের পথ পরিবর্তন করে ফেলেছে। এর বিপরীতে আবার কেউ একথাও বলছে, তারা একদম স্থবির হয়ে পড়েছে। কাজে কোনো অগ্রগতি নেই। বর্তমান যুগের সাথে তারা তাল মিলাতে পারছে না। কেউ বলছে, তারা অনেক রকমের কাজ আন্দোলনের সাথে মিলিয়ে ফেলেছে। এর বিপরীতে কেউ কেউ বলছে, ইসলামের জন্য যারা কাজ করতে আগ্রহী তাদের পথ রুদ্ধ করে ফেলছে। আবার কেউ বলছে, তারা আকীদার বিষয়ে কোনো গুরুত্ব দেয় না। তারা শুধু আন্দোলন নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করে। কেউ বলছে, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নীতি অনুসরণ করছে না। সালফে সালেহীন যে নীতির ওপর ছিলেন তা তারা মেনে চলছে না। তারা পরবর্তী লোকদের প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়ছে। এগুলো ছাড়া সংশয় সৃষ্টির আরো অনেক ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো ইসলামের জন্য যারা কাজ করতে আগ্রহী তাদেরকে সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং ইসলামের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনায় অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করা।

ইসলাম তার অনুসারীদের কাছে সন্দেহজনক ব্যাপারে যাঁচাই-বাছাই করা ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করার দাবী করে। যে মুসলিম অধ্যবসায়ী, ইসলামের জন্য কাজ করতে সত্যিকারভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সে এ ধরনের কোনো বাধা-বিপত্তির দিকে কর্ণপাত করবে না। তার উচিত নিম্নের আয়াত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা, এর ব্যাখ্যা প্রার্থনা করা এর মূল বক্তব্য জেনে নেয়া।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَافَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ○ (الحجرت : ٦)

www.nagorikpathagar.org

"হে ঈমানদার লোকেরা ! কোনো ফাসেক যদি তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে, তাহলে তার সত্যতা যাচাই করে লও। এমন যেনো না হয় যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে কোনো গোষ্ঠীর ক্ষতিসাধন করে ফেলেছো। তারপর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হতে হয়।"(সূরা হুজুরাত ঃ ৬)

যে ব্যক্তিই সত্যতা যাচাই করবে, ব্যাখ্যা তালাশ করবে সে অবশ্যই আল্লাহর ফজলে ভিত্তিহীন বিষয়গুলোর অসারতা এবং আন্দোলনের পবিত্রতা সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে পারবে। সে দেখতে পাবে, আন্দোলনে কোনো বিচ্যুতি বা পরিবর্তন ঘটেনি। আন্দোলনের শক্তি, দৃঢ়তা এবং বিরামহীন প্রচেষ্টার কথাও সে জানতে পারে। সে দেখতে পাবে কোনো দুর্বলতা, কাপুরুষতা এবং কোনো নৈরাশ্যের অবকাশ এখানে নেই। দেখতে পাবে, এতে রয়েছে হেকমত ও সুন্দর পরিচালনা। তাই কোনো দায়িত্বহীনতা এবং আবেগ প্রবণতা এখানে নেই। আরো দেখতে পাবে, এখানে রয়েছে নির্ভুল পরিকল্পনা। কোনো প্রকার স্থবিরতা কিংবা হুড়াহুড়ির অবকাশ এখানে নেই।

ইসলামী আন্দোলনের পথ কেউ কোনোদিন রুদ্ধ দেখতে পাবে না। আবার মাত্রাতিরিক্ত প্রশস্তও দেখতে পাবে না। বরং দেখতে পাবে আদর্শের পবিত্রতা, সলফে সালেহীন ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পদ্ধতি এবং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার নীতি এখানে রয়েছে। আরো দেখতে পাবে এখানে কোনো ভুলের পুনরুক্তি নেই। বিশ্বাসযোগ্য উপদেশদাতার উপদেশ অথবা সংশোধনের উদ্দেশ্যে কোনো সমালোচকের সমালোচনা কখনো প্রত্যাখ্যান করা হয় না। ইসলামী আন্দোলনে ব্যক্তিদের জন্য কখনো উচ্চাসন সংরক্ষিত থাকে না। এখানে রয়েছে পরামর্শ সভা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা। এখানে যা দেখতে পাবে তাহলো সুভ্রাতৃত্ব, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, সহানুভূতিশীল হৃদয়, উদার হস্ত, উন্মুক্ত বিবেক, মহৎ ও সৎকাজের প্রতি সহযোগিতার ক্ষেত্রে সত্যিকারের আগ্রহ। এসবই হচ্ছে আন্দোলনের প্রচেষ্টাকে বৃদ্ধি করার জন্য এবং আন্দোলনের পথে ঐক্য সৃষ্টির জন্য। তাই যে কোনো ব্যক্তি ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ কিংবা সংশয় অথবা কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব যা বরদাশত করা যায় না। এমন কিছু যদি হৃদয়ে অনুভব করে থাকে, তাহলে তার উচিত খুব নিকটবর্তী অবস্থান হতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করা যাতে করে সে আমাদেরকে আমাদের আসল অবস্থা জানতে পারে। তার উচিত সে যেনো নিজেকে কোনো ধারণার চক্রে আবর্তিত না করে। কোনো দোষ ও অন্যায়ের মধ্যে যেনো নিজেই পতিত না হয় এবং নিজেকে যেনো অনেক মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত না করে।

www.nagorikpathagar.org

বন্ধুগণ, ইসলামী আন্দোলন কোনো এক ব্যক্তি অথবা কতিপয় ব্যক্তির নিজস্ব আন্দোলন নয়। বরং এটা প্রতিটি মুসলিমের আন্দোলন। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে এটাই ইসলাম। শহীদ ইমাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এ আন্দোলনের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসল এবং এতে অংশগ্রহণ করলো তার জন্য রয়েছে অসংখ্য কল্যাণ। আর যে ব্যক্তি সন্দেহ ও সংশয়ে নিপতিত হলো তার সংশয় নিরসনে আমরা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবো। যে ব্যক্তি এ আন্দোলন থেকে পিছিয়ে রইলো সে তার নিজের প্রতিই অন্যায় করলো।

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ○

"যে ব্যক্তি চেষ্টা-সাধনা করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়া জাহানের প্রতি বিন্দুমাত্র মুখাপেক্ষী নন।"–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ৬)

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لا ثُمَّ لَايَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ○

"তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের স্থানে অন্য কোনো মানব গোষ্ঠীকে নিয়ে আসবেন। আর তারা তোমাদের মত হবে না নিশ্চয়ই।"–(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩৮)

তাই বন্ধুগণ ইসলামী আন্দোলনের মিছিলে তোমরা শরীক হয়ে যাও। সময় নষ্ট করো না। সময়ই জীবন। সময়ের চেয়ে কর্তব্যের পরিমাণ অনেক বেশী।

www.nagorikpathagar.org

শেষ কথা

ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভাই ! মহান নেয়ামত 'ইসলাম' এর জন্য আল্লাহর অনেক প্রশংসা করা তোমার উচিত। কেননা এটা তোমার জন্য সর্বোত্তম নেয়ামত। আল্লাহর প্রশংসা তোমাকে আরো বেশী করতে হবে এজন্য যে, তিনি তোমাকে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করার তাওফীক দান করেছেন যা তোমাকে আন্দোলনের পথে পৌঁছে দিয়েছে। আল্লাহ তোমার প্রতি এভাবে করুণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি তোমাকে পথ দেখিয়েছেন তাকে আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে পথ দেখানোর কাজে লাগিয়েছেন। যে উদাসীনতার ও গাফিলতিতে আজ অধিকাংশ মুসলিম নিমজ্জিত সেই উদাসীনতা থেকে সচেতন ও সতর্ক করার জন্য তিনি তোমাকে সাহায্য করেছেন। এর ফলে তুমি তোমার অস্তিত্বের রহস্য খুঁজে পেয়েছো। এ জীবনের প্রকৃত মিশনের সন্ধান পেয়েছো। অতপর আকীদা, ইবাদাত ও চরিত্রের দিক থেকে তোমার ইসলামী ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা অর্জনের ব্যাপারে আল্লাহ্ তোমাকে তাওফিক দান করেছেন। এরপরই তুমি এ দীনে হকের প্রতি দায়িত্ব অনুধাবন করতে পেরেছো। আর সেই অনুধাবন হলো তোমার একাকী মুসলিম হওয়াটাই যথেষ্ট নয়। আল্লাহর এ দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং এমন সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তোমার ইতিবাচক ভূমিকা অপরিহার্য, যে সমাজ শাসিত হবে ইসলামী আদর্শ বিধান দ্বারা।

তুমি একথা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছো, এ মহান কাজ এককভাবে সম্পন্ন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ মহান লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে সঠিক ও সুষ্ঠু নীতি বাস্তবায়ণের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা খুবই জরুরী। মনে রাখতে হবে, যা আদায় করা ছাড়া কোনো ওয়াজিব আদায় করা অসম্ভব তা আদায় করাও ওয়াজিব। এরপর তুমি সত্যানুসন্ধানের জন্য গবেষণা করেছো। চিন্তা-ভাবনা করেছো। সঠিক পথ কামনা করেছো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা তাওফিক দান করেছেন এবং আন্দোলনের পথে তোমাকে হেদায়াত করেছেন। এর ফলে তুমি আন্দোলনের পথ ঘাট চিনতে পেরেছো। তার অনুসারীদেরকে জানতে পেরেছো, আন্দোলনকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছো এবং এ পথে দৃঢ় ও অবিচল রয়েছো। পরিশেষে আন্দোলনের সাথে নিজেকে গেঁথে নিয়েছো, তার সাথে সম্পর্কস্থাপন করেছো এবং মহান আল্লাহকে এসব কাজের ওপর সাক্ষী বানিয়েছো। আল্লাহ তোমাকে সব বিষয়ে যে শক্তি ও তাওফিক দান করেছেন, সে জন্য তার প্রশংসা করা উচিত।

www.nagorikpathagar.org

নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব চাই

আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালী হওয়ার জন্য নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব কায়েম করা কতইনা প্রয়োজন। আমরা সবাই ইসলামী আন্দোলনের পথ এক যোগে অতিক্রম করে চলছি। আমাদের মধ্যকার যোগাযোগ ও সম্পর্ককে শক্তিশালী করার জন্য এমন নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব কায়েম হওয়া দরকার, যেমনটি কায়েম করেছিলেন প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে। যার ফলে তারা ভালোবাসা ও ত্যাগের অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থাপন করেছেন।

ইসলামী আন্দোলনের পথে তোমার ভাইয়ের হাতকে এমন মুষ্টি দিয়ে শক্তিশালী করে তোল যার মধ্যে রয়েছে ভালোবাসা, ত্যাগের যোগ্যতা এবং দয়া ও করুণা। কিন্তু সে মুষ্টি এমন শক্তিশালী হবে যা প্রচণ্ড কম্পন, কঠিন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, বিপর্যয় এবং কঠিন পরীক্ষার সময় অটল থাকবে। এ শিক্ষার দিকেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

مثل المؤمنين فى توادهم وتراحهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له شائر الجسد بالسهر والحمى .

"পারস্পরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং স্নেহ-মমতার ক্ষেত্রে মু'মিনগণ একটি দেহের মতো। দেহের একটি অংগ যদি রোগাক্রান্ত হয়, তাহলে গোটা দেহই রাত্রি জাগরণ ও জ্বরের মাধ্যমে দুঃখ ও বেদনায় সমভাবে অংশগ্রহণ করে।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন ঃ

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بضعا ـ

"একজন মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য সেই মযবুত ইমারাতের মত যার এক অংশ অপর অংশকে দৃঢ়তার সাথে ধরে রাখে।"

المسلم اخو المسلم لايظلمه ولا يسلمه ، من كان فى حاجة اخيه ، كان اللّه فى حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج اللّه عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره اللّه يوم القيامة ـ

"এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার (মুসলিম ভাইয়ের) প্রতি যুলুম করবে না। তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে না। যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করলো আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের অসুবিধা দূর করলো আল্লাহ কিয়ামতে তার

www.nagorikpathagar.org

অসুবিধা দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখলো। আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন।"

তাই তুমি তোমার মুসলিম ভাইকে জেনে নাও। তোমরা সবাই পারস্পরিক বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাও। তোমরা একে অপরের সহযোগিতা করো। একে অপরকে সৎ উপদেশ দাও। একে অপরের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যাও। পারস্পরিক ঐক্য ও ভালোবাসা সৃষ্টি করো। তোমরা একে অপরের ভাই হিসেবে আল্লাহর খাঁটি বান্দাতে পরিণত হও।

পারস্পরিক আলোচনা প্রয়োজন

যেহেতু আমরা সবাই এক সাথে ইসলামী আন্দোলনের পথচারী। সেহেতু পারস্পরিক আলোচনা করা আমাদের জন্য কতই প্রয়োজন। কেননা পারস্পরিক আলোচনা মু'মিনদের জন্য বিরাট কল্যাণ বয়ে আনে। যেসব বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনা করা প্রয়োজন তাহলো ঃ

●যে কর্তব্যটি আমাদেরকে আন্দোলনের পথে সমবেত করেছে, তাতে আমাদের কোনো ইখতিয়ার নেই। তাই ইসলাম আমাদের ওপর ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব পালনকে অপরিহার্য করে দিয়েছে। প্রতিটি মুসলিমই আল্লাহর দরবারে ততদিন পর্যন্ত গুনাহ্গার বলে অভিযুক্ত হবে যতদিন না তারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবে। এ বিষয়ে অবশ্যই আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে।

●আরো যে ব্যাপারে আমাদের সম্মিলিত আলোচনার প্রয়োজন তাহলো এই যে, আমাদের আন্দোলন হলো সলফে সালেহীনের [পূর্বসূরীদের] আন্দোলন। তাই আমাদের কর্মনীতি, সলফে সালেহীনেরই কর্মনীতি। শহীদ হাসানুল বান্না যিনি আমাদেরকে আন্দোলনের পথ দেখিয়েছেন—সুস্পষ্ট ভাষায় এভাবে আমাদের কাছে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন, একটাই ইসলামী আন্দোলনের পথ। আর এ পথ সেই পথ যে পথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ইতিপূর্বে চলেছেন। পরবির্ততে যে পথে চলেছেন ইসলামী আন্দোলনের অসংখ্য কর্মী এবং আল্লাহর মেহেরবাণীতে যে পথে আমরা চলছি। আমাদের এবং তাঁদের পথ চলার পাথেয় হলো, ঈমান, আমল, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মানুষকে ডেকে ছিলেন ঈমান ও আমলের পথে। ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের পতাকা তলে তাদেরকে জড়ো করেছিলেন। ফলে তাদের এ আদর্শিক শক্তি এক বিরাট ঐক্য শক্তিতে রূপ নিয়েছিলো এবং এমন একটি দৃষ্টান্তস্থাপনকারী দলের আবির্ভাব

www.nagorikpathagar.org

ঘটেছিলো। বিশ্ববাসীর বিরোধিতা সত্ত্বেও যার কথা প্রকাশ হয়ে যাওয়া এবং যার আন্দোলনের বিজয় অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো।

● আমাদের এটাও স্বরণ রাখা উচিত, আমরা যে ভূমিকা বর্তমান পালন করছি তা অত্যন্ত কঠিন এবং কষ্টকর। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক জিনিস। আর তাহলো এমন শক্তিশালী ঈমানী ভিত্তিস্থাপন করা, যার ওপরই ইসলামী রাষ্ট্রের ইমারত প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ্। এ মহান কার্যটি সম্ভব হবে এমন আদর্শবান ঈমানদার ও শক্তিশালী বংশধর গঠনের মাধ্যমে, যারা ইসলামী আদর্শকে বিশ্বাস করবে এর মূর্তপ্রতীক হিসেবে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলবে, এর পক্ষে দুর্গ গড়ে তুলবে এবং এর প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবে। এটা সবারই জানা যে, ভিত্তিস্থাপনই হলো প্রতিটি ইমারতের কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়।

● আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং আমাদের ক্ষতি সাধনের জন্য প্রহর গুণছে। কিন্তু হকপন্থী ও বাতিল পন্থীদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘাত ছাড়া তাদের এ বাসনা পূর্ণ হবে না। আর এটাও ঠিক যে, শুভ পরিণতি মুত্তাকীদের জন্যই সংরক্ষিত।

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ط فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ج وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ط كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ط

"উপমা দ্বারা আল্লাহ হক ও বাতিলের ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করে তুলেন। যা ফেনা তা উড়ে যায়। আর যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা যমীনে স্থিতিশীল হয়। এভাবে আল্লাহ তাআলা উপমা দ্বারা মানুষকে বুঝিয়ে দেন।"–(সূরা আর রাদ ঃ ১৭)

وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ط

"তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই থাকবে। এমনকি তাদের ক্ষমতায় সম্ভব হলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে নিবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৭)

● আমাদের আরো স্মরণ রাখা উচিত যে, আন্দোলনের পথে বিভিন্ন রকমের কঠিন পরীক্ষা হলো আল্লাহ তাআলার চিরাচরিত বিধান। এসব পরীক্ষা এমন লোকদেরকে যাচাই-বাছাই করার জন্য যারা বিজয়ের আমানতকে বহন করতে পারবে। তাই অগ্নি পরীক্ষা ইসলামী আন্দোলনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর

www.nagorikpathagar.org

অগ্নি পরীক্ষা আন্দোলনের পথে বিজয়লাভের ভূমিকা ও বার্তাবহ। আল্লাহ তাআলা যথার্থই বলেছেন ঃ

لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَأُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا ج وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ج وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَاِئ الْمُرْسَلِيْنَ ○

"তোমার পূর্বেও বহুসংখ্যক রাসূলকে অমান্য করা হয়েছে কিন্তু এ অমান্যতা ও তাদের প্রতি কৃত যুলুম-নির্যাতন তারা বরদাশত করে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমার সাহায্য তাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। তোমার কাছে নবীদের সম্পর্কে খবরাদি এসেছে।"-(সূরা আল আনআম ঃ ৩৪)

● মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলন অনেক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। আন্দোলনকে চিরতরে শেষ করে দেয়ার জন্য কিংবা বিভ্রান্ত করার জন্য অনেক হীন প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সে আন্দোলন কঠিন মনোবল এবং দৃঢ়তার সাথে পথ অতিক্রম করেছে। আন্দোলনে কোনো প্রকার পরিবর্তন কিংবা কোনো প্রকার বিচ্যুতি দেখা দেয়নি। কোনো প্রকার দুর্বলতা, শৈথিল্য কিংবা কোনো প্রকার নৈরাশ্যের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। আমাদের এ মুহাম্মদী আন্দোলনের ওপর আল্লাহর অপার করুণা রয়েছে একথা আমাদেরকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিচ্ছেন ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ز وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ○(الاحزاب : ٢٣)

"ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর কাছে কৃত ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ স্বীয় মানত পূর্ণ করেছে। আর কেউ সময় আসার অপেক্ষায় রয়েছে। তারা নিজেদের আচরণে কোনো পরিবর্তন সাধন করেনি।"-(সূরা আল আহযাব ঃ ২৩)

● মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়, মু'মিন বান্দাদেরকে তাঁর খেলাফত প্রদান এবং অনাগত ভবিষ্যত তাঁর দীনের অনুকূল হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছেন তা একদিন বাস্তবায়িত হবে। এ অবস্থা অবশ্যই আমাদের মাঝে থাকতে হবে।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ

www.nagorikpathagar.org

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى

لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ لَايُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন, তিনি তাদেরকে এমনিভাবে যমীনে খেলাফত দান করবেন, যেমনিভাবে তাদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকদেরকে খলীফা বানিয়ে ছিলেন। তাদের এ দীনকে তাদের জন্য মযবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিবেন, যা আল্লাহ তাদের জন্য পসন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তামূলক অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিবেন। তারা শুধু আমারই ইবাদাত করবে। আর আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না।"–(সূরা আন নূর ঃ ৫৫)

● আমাদের এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, আমরা ইসলামী আন্দোলনের যাত্রী মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে মহিয়ান জিনিসের দিকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। কেননা আমরা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। এ আহ্বান সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ

الْمُسْلِمِيْنَ ○ (حم السجدة : ٣٣)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান জানায়, সৎকর্ম করে এবং বলে আমি একজন মুসলিম, তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে?"–(সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৩৩)

এ দীনের বদৌলতেই আমরা গোটা মানবজাতির শিক্ষা গুরু। এর বদৌলতেই আমরা সম্মান ও নেতৃত্বের অধিকারী।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ

الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط (البقرة : ١٤٣)

"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মাত বানিয়েছি, যাতে তোমরা গোটা মানবজাতির ওপর সাক্ষী হতে পারো। আর তোমাদের ওপর সাক্ষী হবে স্বয়ং রাসূল।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩)

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ ○

www.nagorikpathagar.org

"ইজ্জত সম্মান তো হলো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের জন্য। কিন্তু একথা মুনাফিকেরা জানে না।"–(সূরা আল মুনফিকুন ঃ ৬৩)

এসব কিছুর পরও আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের প্রতি এবং আমাদের জিহাদের প্রতি আল্লাহ্ মোটেই মুখাপেক্ষী নন। বস্তুত আমরাই আল্লাহর কাছে মুখাপেক্ষী। তাঁর অবারিত করুণা ও কল্যাণের জন্য আমরাই লালায়িত।

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ط إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ○

"যে কেউ সংগ্রাম সাধনা করে, সে তার স্বীয় কল্যাণের জন্যই করে। আল্লাহ তাআলা নিসন্দেহে দুনিয়া জাহানের কারো কাছে মুখাপেক্ষী নন।"–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ৬)

আমাদেরকে এটাও মনে রাখতে হবে, যদি আমরা ইসলামী আন্দোলনের সাথে না থাকি, তবে আন্দোলনের প্রতি আমরাই মুখাপেক্ষী থাকবো। আর আন্দোলন যদি আমাদেরকে না পায় তবে শীঘ্র অন্যদেরকে নিয়ে আন্দোলন তার গতিতে চলতে থাকবে।

পারস্পরিক উপদেশ

● যে মহাসত্য ইসলামী আন্দোলনের পথে আমাদেরকে একত্রিত করেছে সে মহাসত্য সম্পর্কে আমাদের পারস্পরিক উপদেশ এই হওয়া উচিত—আমরা যেনো সে মহাসত্যকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরি, তা যেনো আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি, তা যেনো কখনো আমরা পরিত্যাগ না করি। বরং আমরা যেনো সে মহাসত্যকে হেফাজত করে কোনো পরিবর্তন ও অবিকৃত অবস্থায় নিখুঁতভাবে আমাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মূল্যবান ধন হিসেবে পেশ করতে পারি।

● ধৈর্যধারণ করা, যাত্রা পথের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা, বহু প্রতিবন্ধক অতিক্রম করা, পথের বক্রতা থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে পারস্পরিক উপদেশ দেয়া আমাদের উচিত। আমরা দেখেশুনে সত্যিকার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে যেনো পথ চলতে পারি। যাত্রা পথের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান যেনো আমরা লাভ করতে পারি। আমরা যেনো এ আন্দোলনের সুপ্রসন্ন ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় মনোবল ও উদ্দীপনার সাথে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি। আমরা যেনো আন্দোলনের মহান আমানতের দায়িত্ব ভার বহন করার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি। পরিশেষে আমরা যেনো আন্দোলনের

www.nagorikpathagar.org

জীবনে যেসব ঘটনা ও পরিস্থিতি অতিবাহিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার সঠিক মূল্যায়ণ করতে পারি।

●চেষ্টা-সাধনা, শ্রম, ত্যাগ ও কুরবানী এসব কিছুই ইসলামী আন্দোলনের কল্যাণের স্বার্থে লাগানোর জন্য আমাদের উচিত একে অপরকে উপদেশ দেয়া। কেননা আন্দোলন তোমার জীবনের পুরোটাই দাবী করে। তোমার জীবনের কিছু অংশ সে দাবী করে না। অতএব আন্দোলনের সাথে আমাদের সম্পর্ক সার্বিক ও চিরন্তন। এ সম্পর্ক সাময়িকও নয় আংশিকও নয়। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা যে জান ও মাল দান করেছেন তা তারই পথে কুরবানী করার জন্য আমরা একটা বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করেছি যার বিনিময়ে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা এমন জান্নাত দান করবেন যা দুনিয়া ও আকাশমণ্ডলীর সমান প্রশস্ত। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ঃ

مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ

هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○(التوبة : ١١١)

"আল্লাহ অপেক্ষা নিজের ওয়াদা বেশী পূরণকারী আর কে হতে পারে ? অতএব যে ক্রয়-বিক্রয় তোমরা আল্লাহর সাথে সম্পন্ন করেছো তার জন্য তোমরা সন্তুষ্ট হও। এটাই বিরাট সাফল্য।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ১১১)

ইসলামী আন্দোলনের জন্য যদি তোমার সময়, শ্রম, অর্থ-সম্পদ এবং চিন্তা শক্তিকে ব্যয় করার সামর্থ থাকে, তাহলে তুমি নিঃসংকোচে তা ব্যয় করে যাও। কারণ, এর দ্বারা তুমিই লাভবান হবে। আল্লাহ ঘোষণা করছেন ঃ

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ـ

"ভালো ও কল্যাণকর যাকিছু তোমরা নিজেদের জন্য পাঠাবে তা আল্লাহর কাছে সঞ্চিত পাবে। তা অতীব উত্তম এবং তার প্রতিফলও বিরাট।"
–(সূরা মুযাম্মিল ঃ ২০)

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে কৃপণতা করবে সে তার নিজের সাথেই প্রতারণা করবে। এবং সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ط وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ج وَاِنْ

تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لا ثُمَّ لَايَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ ○(محمد : ٣٨)

"যে ব্যক্তি কার্পণ্য করলো সে আসলে নিজের সাথেই কার্পণ্য করে। আল্লাহ তো ঐশ্বর্য্যের মালিক। তোমরাই তার মুখাপেক্ষী। তোমরা যদি

www.nagorikpathagar.org

মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের স্থানে অন্য কোনো মানব গোষ্ঠীকে নিয়ে আসবেন। আর তারা নিশ্চয়ই তোমাদের মত হবে না।"–(সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩৮)

যখনই তুমি দেখতে পাবে যে, তোমার সময় ইসলামী আন্দোলনের কাজে ব্যয় হচ্ছে এবং তোমার সকল শক্তি ইসলামী আন্দোলনের পথে উৎসর্গিত হচ্ছে, তখনই তুমি খুশী হবে এবং নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে। কেননা আল্লাহর পথে সময় ও শক্তি খরচ হওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য বিশেষ করুণা।

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ط هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ○

"বলো, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অপার করুণা। এজন্য লোকদের আনন্দ-স্ফূর্তি করা উচিত। আর লোকেরা যা সংগ্রহ করেছে এটা তা হতে উত্তম।"
–(সূরা ইউনুস ঃ ৫৮)

অতএব সময়টাই হচ্ছে মানুষের জীবন। জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সময়ের তুলনায় অনেক বেশী। একথাই ইমাম হাসানুল বান্না বলেছেন।

● আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইখলাসের সাথে কাজ করার জন্য আমাদের উচিত হলো–একে অপরকে উপদেশ দেয়া। ইখলাস ছাড়া আমাদের মুক্তি নেই। ইখলাস ছাড়া কৃতকর্মের কোনো সুফল লাভ করাও সম্ভব নয়। কারণ, মনের পবিত্রতা এ ইখলাস বিহীন কোনো কাজই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ○ (الزمر : ١١)

"বলো দীনকে আল্লাহর জন্য খাঁটি ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে দিয়ে তাঁরই বন্দেগী করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"–(সূরা আয যুমার ঃ ১১)

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ○(البينة : ٥)

"আর তাদেরকে এছাড়া আর কোন হুকুমই দেয়া হয় নাই যে, তারা আল্লাহর বন্দেগী করবে—নিজেদের দীনকে তারই জন্য খালেস করে সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ ও একমুখী হয়ে ; আর নামায কায়েম করবে ও যাকাত দিবে। মূলত ইহাই অতীব সত্য-সঠিক ও দৃঢ় দীন।"
–(সূরা আল বাইয়্যেনা ঃ ৫)

www.nagorikpathagar.org

অতএব তুমি তোমার অন্তরের ব্যাপারে সর্বদাই বিবেচনা করে দেখো এবং রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) থেকে স্বীয় অন্তরকে পবিত্র করো।

● তোমার যেসব ভাই ইসলামী আন্দোলনের পথে কাজ করছে তাদের জন্য তোমার ভালোবাসার ডানা প্রসারিত করে দাও। তাদের প্রতি নম্রতা অবলম্বন করো। বিনয় ও ভদ্রতাসুলভ আচরণ করো। অন্তরে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা আত্মপ্রকাশের প্রবণতাকে কখনো স্থান দিবে না। কেননা এ প্রবণতা নিজের পরিচিতিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। তোমার নিজের মূল্য ও তোমার ভাইদের মর্যাদাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করবে। তাদেরকে কখনো অবমাননা করবে না।

● প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার ব্যাপারে তুমি খুবই সাবধানতা অবলম্বন করবে। কারণ, ইসলামী আন্দোলনের সংগ্রামী কাফেলা থেকে তোমাকে দূরে রাখার জন্য এবং আন্দোলন থেকে বিচ্যুত করার জন্য প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা সর্বদাই তৎপর থাকবে। ইসলামী আন্দোলনের যেসব মঙ্গল তোমার হাতে সাধিত হবে, তার জন্য তোমার কর্তব্য হলো আল্লাহর করুণা ও অবদানের কথা স্মরণ করা। মঙ্গল কার্য সমাধানের জন্য তোমার জ্ঞান, যোগ্যতা এবং ব্যক্তিগত সামর্থের জন্য অহংকার করা উচিত নয়। কারণ, একমাত্র মহান আল্লাহর শক্তি ও সামর্থ ছাড়া আমাদের কোনো শক্তিই নেই।

● ইসলামী আন্দোলনে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে একে অপরকে এমন উপদেশ দেয়া উচিত, যা আমাদের মধ্যে জাগরণের সৃষ্টি করবে। যা আমাদের এবং আমাদের আরাম প্রিয়তা ও দুর্বলতার মাঝে একটা বিরাট দূরত্ব রেখা টেনে দিবে। যা ইসলামী আন্দোলনে ব্যস্ত থাকার জন্য আমাদেরকে সর্বদাই চিন্তাশীল করে রাখবে। কারণ, আন্দোলনই আমাদের জীবনের সবকিছু ইসলামী আন্দোলনের জন্য যাই মঙ্গলজনক তাই করার জন্য এবং ভাবার জন্য আমরা প্রস্তুত।

● ইসলামী আন্দোলনে চলার পথে প্রয়োজনীয় সম্বল বৃদ্ধির জন্য আমাদের উচিত, পরস্পরকে উপদেশ দেয়া। তাকওয়া বা খোদাভীতিই হলো ইসলামী আন্দোলনের সর্বোত্তম পাথেয়। এর দ্বারা আন্দোলনের দুর্গম পথ অতিক্রম করার সাহস বৃদ্ধি করবো। এর দ্বারা পথের যাবতীয় বাধা-বিপত্তি ও পদচ্যুতি থেকে নিজেরা আত্মরক্ষা করবো। বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করার ক্ষেত্রে তাকওয়ার সম্বল আমাদেরকে সাহায্য করবে।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَـٰئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَـٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

www.nagorikpathagar.org

"প্রকৃতপক্ষে যারা মুত্তাকী তাদের অবস্থা এই যে, শয়তানের প্ররোচনায় কোনো খারাপ খেয়াল তাদেরকে স্পর্শ করলেও তারা সাথে সাথে সতর্ক ও সজাগ হয়ে যায়। এবং তাদের জন্য সঠিক কল্যাণকর পন্থা কি তা তারা স্পষ্টভাবে দেখতে পায়।"-(সূরা আল আরাফ ঃ ২০১)

وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ط

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○(البقرة : ١٧٧)

"যারা দারিদ্র, সংকীর্ণতা এবং বিপদের সময় হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব সংগ্রামে পরম ধৈর্য অবলম্বন করে তারাই প্রকৃতপক্ষে সত্যপন্থী এবং মুত্তাকী।"
-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭)

আন্দোলনের পথে অবিচল থাকতে হবে

● আমাদের উচিত ইসলামী আন্দোলনের পথে অবিচল থাকা। তোমার পা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করার পর কখনো সরিয়ে নিও না। আন্দোলনের পথে আমাদেরকে অবিচল থাকতেই হবে। সদা-সর্বত্র এবং সর্বাবস্থায় আমাদের যাত্রাভিযান অবিরাম গতিতে চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের একজনও যদি একাকী পৃথিবীর শেষ প্রান্তে বেঁচে থাকে কিংবা কারাগারের গহীন কোণে পড়ে থাকে, তবু এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এমন কঠিন অবস্থার মধ্যে সে মহান অভিভাবক ও সাহায্যকারী আল্লাহর বন্ধুত্বের অনুভূতিকে হৃদয়ে স্থান দিবে। তিনি সর্বোত্তম অভিভাবক এবং সাহায্যকারী। তোমার যাত্রার বিরামহীন গতিকে থামিয়ে দিও না। যদিও তোমার দূরবীনের সম্মুখে বিজয়ের আলামত কিংবা তোমার কর্ম ও জিহাদের ফলাফল অনেক দূর বলে মনে হয়। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অপার করুণা দ্বারা আমাদের কাজ ও নিয়তের হিসাব-নিকাশ নিবেন। কিন্তু ফলাফলের জন্য তাঁর কাছে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না।

● আমরা যতই নির্যাতনের সম্মুখীন হই না কেনো, বাতিল শক্তি আমাদেরকে যত ভয়-ভীতিই প্রদর্শন করুক না কেনো। তথাপি আন্দোলনের পথে আমাদের অটল থাকা উচিত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে। আমাদের উচিত আল্লাহ্ তাআলা নিম্নের আয়াতগুলোতে যা বলেছেন তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ط لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا

www.nagorikpathagar.org

مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۚ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ○ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ○ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ص فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ (ال عمران : ١٧٢-١٧٥)

"যারা আহত হওয়ার পরও আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা প্রকৃত পূর্ণশীল নেক্কার ও পরহেযগার তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে। আর যাদের কাছে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাবাহিনী সমবেত হয়েছে তাদেরকে ভয় করো। একথা শুনার পর তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরে তারা বললো, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক। শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর অনুগ্রহে এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করলো যে, কোনো অনিষ্টই তাদেরকে স্পর্শ করতে পারেনি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলার সৌভাগ্যও তারা লাভ করলো। বস্তুত আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহকারী। মূলত শয়তানই তার বন্ধুদেরকে শুধু শুধু ভয় প্রদর্শন করছিলো। অতএব ভবিষ্যতে তোমরা মানুষকে ভয় করবে না, আমাকেই ভয় করবে যদি তোমরা বাস্তবিকই ঈমানদার হয়ে থাকো।"–(আলে ইমরানঃ ১৭৩-১৭৫)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ○ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○ فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○ (ال عمران : ١٤٦-١٤٨)

"ইতিপূর্বে আরো কত নবী এমন এসেছিলো যাদের সাথে একত্রিত হয়ে বহু আল্লাহ ওয়ালা লোক লড়াই করেছে। আল্লাহর পথে যত বিপদই

www.nagorikpathagar.org

তাদের ওপর এসেছিলো সে জন্য তারা হতাশ হয়নি। তারা দুর্বলতা প্রকাশ করেনি। [বাতিলের সম্মুখে] তারা মাথানত করেনি। বস্তুত এরূপ ধৈর্যশীল লোকদেরকে আল্লাহ পসন্দ করে থাকেন। তাদের দোয়া ছিলো শুধু এতটুকু ঃ "হে আমাদের রব ! আমাদের ভুল-ক্রটি ও অক্ষমতাকে ক্ষমা করে দাও। আমাদের কাজে-কর্মে তোমার নির্দিষ্ট সীমা যা কিছু লংঘন করা হয়েছে তা মাফ করে দাও। আমাদের পা মযবুত করে দাও। এবং কাফেরদের মুকাবিলায় আমাদের সাহায্য করো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াবও দিয়েছেন এবং তা থেকে উত্তম পরকালীন সওয়াবও দান করেছেন। আল্লাহ এ ধরনের সৎকর্মশীল লোকদের ভালোবাসেন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৭)

আমাদের উচিত আন্দোলনের পথে অটল থাকা। আল্লাহ তাআলার সাথে যতদিন না আমাদের সাক্ষাত হবে, ততদিন পর্যন্ত এক আঙ্গুল পরিমাণও আমরা আন্দোলনের পথ থেকে সরে দাঁড়াবো না। যতদিন আন্দোলনে থাকবো ততদিন পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন যেনো আমরা না ঘটাই। আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা আমরা যেনো ভঙ্গ না করি। আমরা যে শপথ নিয়েছি তার দ্বারা আমরা যেনো জান্নাতের শুভ সংবাদে আনন্দিত হই। "হয় বিজয় ও নেতৃত্ব নতুবা শাহাদাত ও চিরশান্তি" এ দু' মহান কল্যাণের কোনো একটির প্রত্যাশী আমাদেরকে হতে হবে।

দোয়া ও মুনাজাত

ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয় এর সমাপ্তি লগ্নে সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে এ মুনাজাত করছি, তিনি যেনো আমার যাবতীয় ভুল-ক্রটি ক্ষমা করে দেন। ভালো যা কিছু পেশ করেছি, তা যেনো তিনি কবুল করে নেন। তার মহান দরবারে আরো ফরিয়াদ করছি, এ নিখিল বসুন্ধরায় তিনি যেনো তাঁর দীনের দাওয়াতকে শক্তিশালী করে দেন। দীনের আন্দোলনের প্রতি মানুষের অন্তরকে প্রশস্ত করে দেন। আমাদেরকে যেনো তাঁর সত্যিকার সৈনিক বানিয়ে নেন। তাঁর পথে আমাদের শাহাদাত দান করেন। আম্বিয়া, সিদ্দিকীন, শুহাদা এবং সালেহীনের সাথে তাঁর জান্নাতে আমাদেরকে স্থান দেন। এসব উত্তম লোকদের সাহচার্য কতইনা মধুময়। আল্লাহুম্মা আমীন।

খতম

www.pathagar.com